CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 28 April, 2023 ■ আগরতলা ২৮ এপ্রিল, ২০২৩ ইং ■ ১৪ বৈশাখ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

মৎস্য শিকারীদের কবলে ডম্বুর জলাশয় বিষ ঢেলে চলছে সর্বনাশা খেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ এপ্রিল।। মৎস শিকারীদের কবলে ডম্বুর জলাশয়। বিষ ঢেলে চলছে মাছ ধরার মত সর্বনাশা খেলা। শুধু তাই নয় এই মাছ রাজ্যের বিভিন্ন বাজারে চালান দেয়া হচ্ছে। এই মাছ পাতে তোলে নানা রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন রাজ্যের মানুষ। ডুম্বুর জলাশয় বিষ প্রয়োগ করে মাছ ধরার প্রবণতা অব্যাহত রয়েছে। এসব মাছ খেয়ে মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ছেন বলে খবর মিলেছে। প্রশাসন এসব দুষ্টচক্রকে সতর্ক করলেও আইন কানুনের তোয়াক্কা না করে তারা তাদের অপরাধ জনক কার্যকলাপ অব্যাহত রেখেছে। ৫ ই এপ্রিল গন্ডাছড়া মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে মহকুমা শাসক অফিসের কনফারেন্স হলে সর্ব দলীয় বৈঠক হয়।

এই বৈঠকে ছিলেন ৪৪ রাইমাভ্যালী বিধায়িকা নন্দিতা দেববর্মা, এম ডি সি ভুমিকা নন্দ রিয়াং সহ সরকারি দপ্তরের পদস্থ আধিকারিকরা। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। আলোচনায় ডম্বর জলাশয় থেকে বিষ ঢেলে মাছ শিকারের বিষয়টিও উঠেছিল। জানা যায় দীর্ঘদিন ধরেই কিছু অসাধু লোক ডুম্বুর জলাশয়ে বিষ ঢেলে মাছ ধরে নিয়ে যাচ্ছে। এ ধরনের মাছ খেয়ে মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ার খবর মিলেছে। এ ধরনের ভয়ংকর প্রবণতা বন্ধ করার বিষয় নিয়ে প্রশাসনের কর্মকর্তারা আলোচনায় শামিল হলেও কার্যত এখনো পর্যন্ত

ডম্বুর জলাশয়। ফাইল ছবি।

এ ব্যাপারে কার্যকরী কঠোর কোন পদক্ষেপ গৃহীত হয়নি।

এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রশাসনের তরফ থেকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছিল মৎস্য দপ্তরের সুপারেনটেনডেন্টকে। পরবর্তী সময়ে তিনি মৎস্য বাজার পরিদর্শন করেন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে করোনা আক্রান্ত আরও ২ সক্রিয় রোগী ১৫

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ এপ্রিল।। ত্রিপুরায় করোনার দৈনিক সংক্রমন থেমে নেই। প্রতিদিন আক্রান্তের খোঁজ মিলছে। অবশ্য করোনার নমুনা পরীক্ষাতে বৃদ্ধি হয়েছে। তাই সংক্রমিতের সন্ধানও মিলছে। গত ২৪ ঘন্টায় ত্রিপুরায় ২ জন করোনা আক্রান্তের খোঁজ মিলেছে। অন্যদিকে ৪ জন ওই রোগ থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্থ হয়েছেন। ফলে, বর্তমানে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ১৫।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিন অনুসারে, গত ২৪ ঘন্টায় আরটি-পিসিআরে ৪৯ জন এবং রেপিড অ্যান্টিজেনের মাধ্যমে ১০২৪ জন মোট ১০৭৩ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে, রেপিড অ্যান্টিজেনের মাধ্যমে ২ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। ফলে, দৈনিক সংক্রমণের হার বর্তমানে কমে হয়েছে ০.১৯ শতাংশ। এদিকে, ৪ জন সুস্থও হয়েছেন। ফলে, বর্তমানে ত্রিপুরায় করোনায় আক্রান্ত সক্রিয় রোগী রয়েছেন ১৫ জন।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ১০৮০৬৪ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ১০৭০৪৩ জন সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্থ হয়েছেন। রাজ্যে বর্তমানে করোনা-আক্রান্তের হার হয়েছে ৪.০৫ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বামীকে নৃশংসভাবে খুন করে আত্মসমর্পণ স্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ এপ্রিল।। ধারালো অস্ত্র দিয়ে স্বামীকে নৃশংসভাবে খুন করেছেন স্ত্রী। এরপর তিনি থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করেছেন তিনি। ওই ঘটনায় গোমতী জেলায় অমরপুর বীরগঞ্জ থানাধীন কাশিপদ কলোনিতে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়েছে বীরগঞ্জ থানার পুলিশ ও ফরেন্সিক টিম।

এ-বিষয়ে জনৈক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, কাশিপদ কলোনির বাসিন্দা ছিলেন স্বামী প্রেমগুরু জমাতিয়া(৬০) ও স্ত্রী কাজল কন্যা জমাতিয়া। বৃহস্পতিবার তাঁদের মধ্যে পারিবারিক ঝামেলাকে কেন্দ্র করে ঝগড়া শুরু হয়েছিল। ঝগড়ার মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় স্ত্রী ধারালো দা দিয়ে স্বামীর গলাতে কোপ বসিয়ে দেন। ঘটনাস্থলেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন প্রেম গুরু জামাতিয়া। ওই ঘটনা প্রত্যক্ষ করে স্থানীয় মানুষ বীরগঞ্জ থানায় খবর পাঠান। খবর পেয়ে পুলিশ সহ ফরেন্সি টিম ঘটনাস্থলে ছুটে গেছে।

বীরগঞ্জ

তিনি আরও জানিয়েছেন, স্বামীকে খুন করার পর স্ত্রী কাজল কন্যা জমাতিয়া বীরগঞ্জ থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করেছেন। মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

কেন্দ্রের কাছে রাজ্যে বিকল্প রেল লাইন স্থাপনের দাবি জানাল প্রদেশ কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ এপ্রিল।। যোগাযোগের প্রসারে ভারত সরকারের কাছে ত্রিপুরায় বিকল্প রেল লাইন স্থাপনের দাবি জানিয়েছে প্রদেশ কংগ্রেস। সে মোতাবেক আগামী ৮ মে অসমের মালিগাওঁ য়ে গিয়ে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজারের কাছে ডেপুটেশন দেবে কংগ্রেসের প্রতিনিধি দল। আজ কংগ্রেস ভবনে সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানিয়েছেন ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তথা বিধায়ক বীরজিৎ সিনহা।সাথে তিনি যোগ করেন, ২০২৪

লোকসভা নির্বাচনে দেশে বিজেপির বিরুদ্ধে ঢেউ আসতে চলেছে। কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদী পুনরায় সরকার গঠন করতে পারবেন না।

এদিন বীরজিৎ সিনহা বলেন, ধর্মনগর থেকে কৈলাসহর, কমলপুর, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে রিয়াং শরণার্থী পুনর্বাসন কেন্দ্র পরিদর্শন করবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ এপ্রিল।। ত্রিপুরা সফরে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি গোমতী জেলায় অমরপুর ও করবুক মহকুমায় রিয়াং শরণার্থী পুনর্বাসন কেন্দ্র পরিদর্শন করবেন। তাঁর ওই সফর ঘিরে প্রশাসনে দৌড়ঝাপ শুরু হয়েছে। ত্রিপুরা সরকারের স্বাস্থ্য সচিব দেবাশীষ বসু ওই দুইটি পুনর্বাসন কেন্দ্র পরিদর্শন এবং সেখানে উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছেন। দিল্লি থেকে ফিরে মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক(ডা.) মানিক সাহা ওই দুইটি পুনর্বাসন কেন্দ্র পরিদর্শনে যাবেন।

সম্ভবত, আগামী ৮ মে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ত্রিপুরা সফরে আসবেন। মিজোরাম থেকে আগত রিয়াং শরণার্থীদের ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তেমনি, গোমতী জেলায় অমরপুর মহকুমায় পশ্চিম কালঝাড়ি এবং করবুক মহকুমায় শিলছড়াতে দুইটি রিয়াং পুনর্বাসন কেন্দ্র রয়েছে। জানা গেছে, রিয়াং শরণার্থীদের পশ্চিম কালঝাড়িতে ৪৩৯ পরিবার এবং শিলছড়া পুনর্বাসন কেন্দ্রে ২৬৪ পরিবার রয়েছে। সেখানে তাঁদের সাথে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

খুমলুঙ পরিদর্শন করলেন খাসি হিলস স্বশাসিত জেলা পরিষদের প্রতিনিধি দল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ এপ্রিল।। বৃহস্পতিবার মেঘালয় রাজ্যের খাসি হিলস স্বশাসিত জেলা পরিষদের মুখ্যনির্বাহী সদস্য টিটুস্টার ওয়েলছিলের নেতৃত্বে ৮ জনের প্রতিনিধি দল খুমলুঙ পরিদর্শনে আসেন। পরিদর্শন কালে খাসি হিলসের মুখ্যনির্বাহী সদস্য ওয়েলছিলের নেতৃত্বে খুমলুঙস্থিত প্রধান প্রশাসনিক ভবনের কনফারেন্স হলে এডিসির মুখ্যনির্বাহী সদস্য পূনচন্দ্র জমাতিয়া সাথে এক সৌজন্যমূলক সাক্ষাতকারে মিলিত হন এবং এডিসির পক্ষ থেকে প্রতিনিধি দলকে রিসা ও পুস্পস্তবক দিয়ে বরণ করেন।

এরপর এডিসির মুখ্যনির্বাহী সদস্য পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া সাথে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে খাসি হিলস স্বশাসিত জেলা পরিষদের নির্বাহী সদস্য ও সদস্যাগণ উপস্থিত ছিলেন এরা হলেন গ্রেসমেরী খারপুরি, মার্টেল এন মুখিম, মার্টচেল ওয়ালখার, টেইবর পাথব, রাংকেনসাই খারবুই। এছাড়া স্পেশাল সেক্রেটারী আগাস্টিন সাংপ্রিয়াং এবং ডেপুটি সেক্রটারী হেনরি সিয়েম উপস্থিত ছিলেন। অপর দিকে ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সূর্যমণিনগরে পুড়ে ছাঁই চারটি দোকান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ এপ্রিল।। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে বিধ্বংসী অগ্নিকান্ডে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে চারটি দোকান। প্রাথমিকভাবে ধারণা, গ্যাস সিলিণ্ডারে থেকে আগুনের সূত্রপাত ঘটেছে। ঘটনাস্থলে দমকলের দুইটি ইঞ্জিন গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে এনেছে। অগ্নিকাণ্ডে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক দুই লক্ষাধিক টাকা হবে বলে জানিয়েছেন দমকল কর্মী।

জনৈক দমকলকর্মী জানিয়েছেন, আজ সকালে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে দোকানে আগুন লাগার খবর আসে। ওই খবরের ভিত্তিতে দমকলের একটি ইঞ্জিন ছুটে গিয়েছিল। কিন্তু আগুন এতটাই ছড়িয়ে পড়েছিল তা নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হচ্ছিল না। তাই, আরও একটি ইঞ্জিন গিয়ে দীর্ঘ চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে।

তিনি আরও জানিয়েছেন, বিধ্বংসী অগ্নিকান্ডে চারটি দোকান সম্পূর্ণভাবে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। খোকন চন্দ্র রুদ্রপালের খাবার দোকান থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। কারণ, ওই দোকানে ২টি রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার ছিল। গ্যাস সিলিণ্ডারের পাইপ খুলে আগুন ছড়িয়ে পড়েছে। আগুনের লেলিহান শিখা পাশের আরও ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কল্যাণপুরে প্রশাসনের অভিযানে বাজেয়াপ্ত প্রচুর মেয়াদোত্তীর্ণ সামগ্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ২৭ এপ্রিল।। কল্যানপুর বাজারে ছয় মাসেরও বেশি মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়া বিভিন্ন সামগ্রীর ছড়াছড়ি। অবশেষে ময়দানে নেমেছে প্রশাসন এবং বাজেয়াপ্ত বহু সামগ্রী। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে গ্যাস সিলিন্ডার। জরিমানাও আদায় করা হয়েছে। কল্যানপুর বাজারে এক শ্রেনীর ব্যবসায়ী দীর্ঘদিন ধরেই মেয়াদ উত্তীর্ণ সামগ্রী বিক্রি করে চলছে।

তেলিয়ামুড়া মহকুমা প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণাধীন কল্যাণপুর বাজারে মেয়াদ উত্তীর্ণ শিশুখাদ্য থেকে শুরু করে বিভিন্ন সামগ্রী অনৈতিকভাবে বিক্রি করা হচ্ছে। এ ধরনের অবৈধ কর্মকাণ্ড চললেও কালঘুমে আচ্ছন্ন ফুড সেফটি দপ্তর থেকে সাধারণ প্রশাসন। শেষ পর্যন্ত সাধারণ মানুষের তীব্র প্রতিবাদে ময়দানে তেলিয়ামুড়া মহকুমা প্রশাসনের কর্মকর্তারা।

অভিযানের শুরুতেই বাজারে ব্যবসায়ীদের দোকানে হদিস মেলে ছয় মাসেরও বেশি সময়ের মেয়াদ উত্তীর্ণ সামগ্রীর। সম্প্রতি সাধারণ মানুষের অভিযোগের ভিত্তিতে বাজারে মেয়াদ উত্তীর্ণ বিভিন্ন প্রকারের বেকারীজাত খাদ্যসামগ্রী, প্যাকেটজাত শিশুখাদ্য বিক্রির তথ্যভিত্তিক খবর পৌঁছে প্রশাসনের কাছে। তাতেই বেকায়দায় পড়ে প্রশাসন। বৃহস্পতিবার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

২রা মে থেকে পর্ষদের উত্তরপত্র মূল্যায়ন শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ এপ্রিল।। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত এবছরের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়ন আগামী ২ মে থেকে শুরু হবে। বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানিয়েছেন পর্ষদের সভাপতি ড় ভবতোষ সাহা।

এদিন তিনি বলেন, আগামী ২ মে থেকে শুরু হচ্ছে ত্রিপুরা মধ্য শিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়ন। আগরতলা শহরের দুটি স্কুলে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার এবং চারটি স্কুলে মাধ্যমিক পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়ন শুরু হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। সাথে তিনি যোগ করেন, এবছর ২৬৫২ জন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ফল প্রকাশের দাবিতে টিআরবিটিতে ডেপুটেশন এসটিজিটি পরীক্ষার্থীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ এপ্রিল।। আবারও ফল প্রকাশের দাবিতে টিআরবিটির কাছে ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছেন এসটিজিটি পরীর্কাথীরা। তাঁদের দাবি, অতিসত্বর ফল প্রকাশ করে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন এবং এসটিজিটির ২০২২ এর বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী জনজাতিদের ১৭২ টি আসন থেকে বঞ্চিত না করা হোক।

জনৈক পরিক্ষার্থী জানিয়েছেন, ২০২২ সালে এসটিজিটি পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল। পরীক্ষা দেওয়ার ৯ মাস অতিক্রম হয়ে গেলেও এখনো পর্যন্ত ফলাফল প্রকাশ করেনি শিক্ষা দপ্তর। এ-বিষয়ে একাধিকবার টিআরবিটির দ্বারস্থ হয়েও কোন জবাব মিলছে না। ২৩০টি আসনের জন্য বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিল সরকার। কিন্তু এখনো পর্যন্ত নিয়োগ প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে আছে।

তাঁদের অভিযোগ, সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল আইনগত কারণে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হচ্ছে না।কিন্তু বর্তমানে সেই সমস্যা সমাধান হয়ে গেছে। তবু ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রদ্যোতের অনুপস্থিতে মথার মধ্যে চলছে দড়ি টানাটানি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ এপ্রিল।। গ্রেটার তিপ্রালান্ডের ফানুস ধীরে ধীরে চুপসে যাচ্ছে। ইন্টার লোকেটর শব্দটি শুধুমাত্র অভিধানিক থেকে যাবে বাস্তবে তার কার্যকর কতটা হবে তা নিয়ে দলের মধ্যেই উঠছে প্রশ্ন। এই প্রশ্নের যিনি উত্তরদাতা তিনি অসুস্থ। তিনি কোথায় চিকিৎসা হচ্ছেন বা কোথায় রয়েছেন এ বিষয়ে দলের শীর্ষ নেতৃত্বে সঙ্গে যোগাযোগ করেও জানা সম্ভব হয় নি। কারণ তারা মুখে কুলুপ এঁটে রেখেছেন। বারণ রয়েছে। যা বলবেন তিনি বলবেন। অর্থাৎ মাথার সুপ্রিমো প্রদ্যোৎ কিশোর দেব বর্মন। অনেকটা পশ্চিমবাংলার তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা এমনটাই বলছেন। তবে মাঝেমধ্যে তিনি ভেসে ওঠেন ফেসবুক লাইভে। সম্প্রতি তার দেখা পাওয়া যায়নি।

তবে ৮ মার্চ রাজ্য মন্ত্রিসভার শপেথর পর থেকে এখন পর্যন্ত রাজ্যে বিরোধী দল হিসাবে মথার কি ভূমিকা রয়েছে জনগণ সেই বিষয় নিয়েও কথা বলতে শুরু করেছেন। বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববর্মা মাঝেমধ্যে দুই একটি কথা বলে দলকে প্রচার মুখী রাখার চেষ্টা করছেন। সম্প্রতি এডিসির সদর কার্যালয় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তিনি বলেছিলে, মথার সমর্থন ছাড়া বিজেপি সরকার টিকবে না। এরপর অবশ্য তাকে আর এই ধরনের ইঙ্গিত পূর্ণ মন্তব্য বলতে শোনা যায়নি। বলা যেতে পারে বিধানসভায় তেরোটি আসন নিয়ে বিরোধীদলের ভূমিকা পালন করছে ত্রিপ্রা মথা। এই সংখ্যার জেরে মাঝেমধ্যে হুমকির সুর শোনা যায় বিরোধী দলনেতার গলায়। এছাড়া রাজ্যবাসির কল্যাণে বা সরকারের উন্নয়নমূলক কাজে কোথাও কোন ঘাটতি রয়েছে কী নাএই বিষয়ে বিন্দুমাত্র শব্দ নেই বিরোধী দলের। এদিকে প্রতিনিয়ত খবরের কাগজে ফলাও করে প্রকাশিত হচ্ছে এডিসি এলাকায় জনগণের প্রতিদিনকার দুঃসহ জীবনের ছবি। রাজ্যজুড়ে যখন তীব্র দাবদহ চলছে সেই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে ধলাই জেলার লংতরাইভ্যালী মহকুমা পাহাড়ি জনপদ এলাকায় চলছে তীব্র জল সংকট। একইভাবে দক্ষিণের আম্পিনগর থেকে শুরু করে শুরু করে শিলা ছড়ি এবং সাব্রুমের প্রত্যন্ত এলাকাতেও একইভাবে জলসঙ্কটের হাহাকার উঠেছে গিরি বাসীদের মধ্যে। শুখা মরশুমে ঐ সমস্ত এলাকার জনগণের জলসংকটের কথা রাজ্য সরকার বা এডিসি প্রশাসনের জনপ্রতিনিধিদের কাছে অজানা নয়। এছাড়া রয়েছে বিদ্যুতের সমস্যা। কাজের অভাবে দেখা দিয়েছে চরম আর্থিক সংকট।

খাবারের জন্য গিরিবাসীদের ছুটতে হচ্ছে দূর দুরান্তে। সম্প্রতি লংতরাইভ্যালী সহ ধলাই জেলার প্রত্যন্ত গ্রামগুলি সফর করে এসে সিপিএম ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK
CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৯ ▫ সংখ্যা ১৯৫ ▫২৮ এপ্রিল ২০২৩ইং ▫ ১৪ বৈশাখ ▫শুক্রবার ▫১৪৩০ বঙ্গাব্দ

চিনকে কড়া বার্তা

দ্বিপাক্ষিক চুক্তির ব্যাপক বিরোধিতার কারণেই সীমান্ত পরিস্থিতি উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার কারণেই দুই দেশের সম্পর্কের ভিত নড়িয়া গিয়াছে।চিনা বিদেশমন্ত্রী লি শাংফুকে সাফ বার্তা দিল ভারত। গালওয়ানে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর প্রথমবার ভারত সফরে আসিয়াছেন চিনা প্রতিরক্ষামন্ত্রী। বৃহস্পতিবার রাজনাথ সিংয়ের সঙ্গে বৈঠকে বসেন তিনি। প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখায় দুই দেশের সামরিক সক্রিয়তা নিয়াই এই বৈঠকে আলোচনা হইয়াছে। তবে চিনা প্রতিরক্ষামন্ত্রীকে কড়া বার্তা দেওয়া হইয়াছে ভারতের তরফে।এসসিও সম্মেলনে যোগ দিতে ভারতে আসিয়াছেন চিনা প্রতিরক্ষামন্ত্রী। ২৮ এপ্রিল এসসিও বা সাংহাই কর্পোরেশন অরগানাইজেশনের বৈঠক হবে। যেখানে ভারত, রাশিয়া, চিনের পাশাপাশি পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রীরও যোগ দেওয়ার কথা। তাহার আগেই ভারতীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বসিলেন শাংফু। দুই দেশের সীমান্ত থেকে সেনা সরাইয়া নেওয়ার বিষয়েও আলোচনা হইয়াছে দুই মন্ত্রীর মধ্যে।প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের বিবৃতিতে আরও বলা

হইয়াছে, “দুই দেশের মধ্যে যাহা চুক্তি রহিয়াছে, সেই ধারা মানিয়া প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখার যাবতীয় সমস্যা মিটাইতে হইবে। এতদিন ধরিয়া দ্বিপাক্ষিক চুক্তির শর্ত ভঙ্গ হইয়াছে, তাহার জেরেই দুই দেশের সম্পর্কের অবনতি ঘটিয়াছে। সীমান্তে শান্তি ফিরাইতে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি মানিতেই হইবে।” নিয়ন্ত্রণরেখার সমস্যা মিটাইতে ভারতের প্রস্তাবে সায় দিয়াছেন চিনা প্রতিরক্ষামন্ত্রীও। তবে সীমান্ত থেকে কবে সেনা সরানো হইবে, তাহা নিয়া স্পষ্ট কিছুই জানা যায়নি।

উল্লেখ্য, পাকিস্তান একের পর এক হোঁচট খাইয়া মানসিক চাপে পড়িতে শুরু করিয়াছে। একদিকে আর্থিক সংকট অন্যদিকে দেশের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক অস্থিরতা পাকিস্তানকে আরো সংকটে ফেলিয়াছে। তারা আন্তর্জাতিক স্তরে বিশ্বাসযোগ্যতা হারাইতে শুরু করিয়াছে। অযৌক্তিক ভাবে ভারতের বিভিন্ন কাজে বিরোধিতা করা তাহাদের চিরাচরিত অভ্যাসে পরিণত হইয়াছে। শুধুমাত্র বিতর্কিত সীমান্ত এলাকা নিয়েই তাহাদের চুলকানি নয়, ভারতের নানা দিক দিয়া উন্নয়ন ও মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইবার বিষয়গুলিও তাহারা যেন মানিয়া নিতে পারিতেছে না। বিভিন্ন ইস্যুতে ভারতের বিরুদ্ধে বিতর্কিত মন্তব্য করিয়া একের পর এক হোঁচট খাইতে শুরু করিয়াছে। দেশের শিল্প কলকারখানা লাটে উঠিয়াছে। সন্ত্রাসী কার্যকলাপ তাহাদের অন্যতম শিল্পে পরিণত হইয়াছে। প্রতিটি পদে পদে ইহার খেসারত ভোগ করিতে হইতেছে পাকিস্তানকে। একের পর এক ভুল পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে করিতে আর্থিক দিক দিয়া রীতিমতো দেউলিয়া হইয়া পড়িয়াছে পাক সরকার। বিশ্বব্যাংক সহ বিভিন্ন দেশ পাকিস্তানের এইসব অনৈতিক কাজকর্ম মোটেই পছন্দ করিতেছে না। সেই কারণে পাকিস্তানের প্রতি বিরাট ভাজন হইয়া বিশ্বের বিভিন্ন দেশ তাহাদের বিভিন্ন সহায়তা বন্ধ করিয়া দিয়েছে। পরিস্থিতি এমন এক পর্যায়ে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে পাকিস্তান সরকার সেনাবাহিনীর খাদ্যের যোগান এবং যানবাহনের জ্বালানের যোগান পর্যন্ত সঠিকভাবে বহন করিতে পারিতেছে না। দ্রব্যমূল্য কয়েক গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। যেসব দেশের উপর নির্ভর করিয়া পাকিস্তান বাঁচিয়া রহিয়াছিল সেই সব দেশ ধীরে ধীরে তাহাদের উপর আশীর্বাদ প্রত্যাহার করিয়া নেবার সিদ্ধান্ত নেয়ায় তাহারা রীতিমতো কাঙ্গালে পরিণত হইয়াছে।

আপাদমস্তক দুর্নীতিপরায়ণ একজন জেলখাটা মানুষ’, কুণালকে তোপ শমীকের

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল (হি. স.) : “আপাদমস্তক দুর্নীতিপরায়ণ একজন জেলখাটা মানুষ কী অভিযোগ করল, তাতে আমাদের কেন, সাধারণ মানুষেরও কিছু এসে-যায় না!” বামফ্রন্ট জমানায় জয়নগর মজিলপুর পুরসভায় একগুচ্ছ নিয়োগ নিয়ে তৃণমূলের অন্যতম মুখপাত্র কুণাল ঘোষের সামাজিক মাধ্যমে এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার এই মন্তব্য করেছেন প্রাক্তন সাংসদ তথা সিপিএমের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা সম্পাদক শমীক লাহিড়ী। কুণালের প্রশ্ন, সেই নিয়োগ কি আইনসম্মত ভাবে হয়েছিল? সেই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় কি সব কর্মপ্রার্থী সুযোগ পেয়েছিলেন? বৃহস্পতিবার এমনই সব প্রশ্ন তুলে টুইট করেছেন তৃণমূলের অন্যতম মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। জবাবে সেই অভিযোগের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে সিপিএম। তাদের বক্তব্য, যে সময়কালের উল্লেখ করে কুণাল জয়নগর মজিলপুর পুরসভায় নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগ এনেছেন, সেই সময় বামফ্রন্ট ওই পুরসভার ক্ষমতায় ছিল না। তথ্য বলছে শুধু সেই সময় কেন, বামফ্রন্ট জমানার বেশির ভাগ সময়েই ওই পুরসভার ক্ষমতায় ছিল কংগ্রেস। যে সময়ের কথা কুণাল বলেছেন, তখনও কংগ্রেসই ওই পুরসভায় ক্ষমতায় ছিল। এই বিষয়ে কুণালের পালটা বক্তব্য, “সেই সময় পুরসভায় যিনিই থাকুন না কেন, রাজ্যে সরকার তো বামফ্রন্টের ছিল। সরকারি অনুমোদন নিয়েই তো যাবতীয় দুর্নীতি হত সেই সময়ে। আমি সেই কথাই বলেছি। আর চিঠির তলায় তো রাজ্য সরকারের যুগ্ম সচিবের স্বাক্ষর রয়েছে।”

তৃণমূল সাধারণ সম্পাদকের আক্রমণের জবাব প্রতি আক্রমণ দিয়েই দিয়েছে সিপিএম। শমীক লাহিড়ী বলেছেন, তবে যিনি অভিযোগ করেছেন, তাঁর জানা উচিত, বামফ্রন্ট জমানায় জয়নগর মজিলপুর পুরসভা ছিল কংগ্রেসের দখলে। অভিযোগ করা হয়েছে, জয়নগর মজিলপুর পুরসভায় এক নির্দেশেই একগুচ্ছ নিয়োগ হয়েছে। সেই সময় তো আমরা ওই পুরসভার দায়িত্বে ছিলাম না। তাই নিয়োগ কী ভাবে হয়েছে, সেটা যাঁরা দায়িত্বে ছিলেন তাঁরাই বলতে পারবেন। অভিযোগ করার আগে তো জানতে হবে অভিযোগের কোনও যৌক্তিকতা আছে কি না!”

ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবল থেকে রক্ষা অভিনেতা সপ্তর্ষি ও অভিনেত্রী সোহিনীর

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল (হি. স.) : ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবল থেকে রক্ষা পেলেন জনপ্রিয় অভিনেতা সপ্তর্ষি মৌলিক ও অভিনেত্রী সোহিনী সেনগুপ্ত। বুধবার রাতে মা ফ্লাইওভারে গাড়ি দুর্ঘটনার থেকে অল্পের জন্য বাঁচলেন সপ্তর্ষি ও সোহিনী। সামাজিক মাধ্যমে পুরো ঘটনা জানিয়েছেন অভিনেতা। সঙ্গে কলকাতা পুলিশকে যুক্ত করে তিনি জানিয়েছেন, তাঁদের গাড়িচালকের উপস্থিত বুদ্ধির জেরেই তাঁরা সবাই প্রাণে বেঁচেছেন। সপ্তর্ষি ওই গাড়ির নম্বর প্লেটের একটি ছবি তুলে নিজের প্রোফাইলে পোস্ট করেছেন। থিয়েটারের জনপ্রিয় অভিনেতা সপ্তর্ষি সামাজিক মাধ্যমে লেখেন, মা উড়ালপুলের উপর দিয়ে যাচ্ছিলেন তাঁরা। হঠাৎই উলটো দিক থেকে একটি গাড়ি এসে তাঁদের গাড়িকে অতিক্রম করার চেষ্টা করে। এর ফলে গাড়িতে ধাক্কাও লাগে। সপ্তর্ষি ও সোহিনীর গাড়ির চালক তাঁদের গাড়িটি ডান দিকে চেপে দেন। এর ফলে বাইকে ধাক্কাও লাগতে পারত, শুধু তাই নয়, সপ্তর্ষি ও সোহিনীর গাড়ি উড়ালপুল থেকে নিচে পড়েও যেতে পারত।

ইউক্রেনে হামলা চালাতে আর্মাটা ট্যাংক নামাতে চলেছে রাশিয়া

মস্কো, ২৭ এপ্রিল (হি. স.) : ইউক্রেনে হামলা চালাতে নতুন অস্ত্র নামাচ্ছে রাশিয়া। নতুন এই অস্ত্রটি হতে পারে টি-১৪ আর্মাটা ট্যাংক। রাশিয়ার সরকারি সংবাদ সংস্থা দাবি করছে, ‘ইউক্রেনে সরাসরি হামলায় টি-১৪ আর্মাটা ট্যাংক এখনও কাজে লাগানো হয়নি।’ মনে করা হচ্ছে এবার তা ব্যবহার করা হবে। টি-১৪ ট্যাংক ভেতরে বসেই চালানো যায়। এজন্য এই সাঁজোয়া যানের ওপর কারো দাঁড়িয়ে থাকার প্রয়োজন নেই। মসৃণ জায়গায় এই ট্যাংকের সর্বোচ্চ গতি প্রতি ঘণ্টায় ৮০ কিলোমিটার।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মন

আব্দুর রাজ্জাক

অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাকের (১৯১৪-১৯৯৯) বর্তমান লেখাটি তাঁর ‘অবিভক্ত ভারতের রাজনৈতিক দল’ শীর্ষক অসমাপ্ত পিএইচডি অভিসন্দর্ভ থেকে নেওয়া হয়েছে। অধ্যাপক রাজ্জাক তাঁর এ গবেষণাকর্ম ১৯৫০-এর গোড়ার দিকে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করেন। বর্তমান অধ্যায়টিতে যেমন তেমনি ওই গবেষণাগ্রন্থের অন্তর্গত অন্যান্য অধ্যায় যেমন: ভারতে ক্ষমতার প্রয়োগ এবং প্রয়োগ-পদ্ধতির পরিবর্তন প্রসঙ্গে; বেসরকারি ইউরোপীয় সম্প্রদায়: ভারতের রাজনৈতিক শ্রেণিসমূহ; সংবাদপত্র এবং তার তাতপর্য; ভারতে সংঘবদ্ধ রাজনৈতিক আন্দোলনের সূচনা প্রভৃতি শিরোনামের আলোচনার মধ্যেও ঊনবিংশ শতকের সমাজ ও রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে অধ্যাপক রাজ্জাকের চিন্তাপূর্ণ বিশ্লেষণের পরিচয় রয়েছে। এটা দুঃখজনক যে অধ্যাপক রাজ্জাকের নিস্পৃহতার কারণেই তাঁর এই মূল্যবান গবেষণাকর্ম পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়নি। অনূদিত বর্তমান প্রবন্ধটির (বক্তব্য, প্রবন্ধ পত্রিকা, শ্রাবণআশ্বিন ১৩৮৪, সম্পাদকমুহাম্মদ জাহাঙ্গীর) মূল ইংরেজি ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল নিউ ভ্যালু সাময়িকীর নবম খণ্ডে, দ্বিতীয় সংখ্যায়, ১৯৫৭ সালে। ইংরেজি এই পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক প্রয়াত খান সারওয়ার মুরশিদ (১৯২৪-২০১২)। বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়নে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির একটি ঐতিহাসিক অবদান ছিল। বিশেষত ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যে সমাজ তৈরি হয়েছিল তার মনোজগতটি আবিষ্কারে সচেষ্ট হয়েছিলেন তাঁর এই অভিসন্দর্ভ-এর মাধ্যমে। সম্প্রতি পেরিয়ে গেল অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাকের জন্মশতবর্ষ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, তিনি নানা কারণে হয়ে উঠেছিলেন তাঁর সমসাময়িককালে কিংবদন্তি। সংখ্যার বিচারে তাঁর লেখা খুবই কম। তবে পড়াশোনার পরিধি ও প্রজ্ঞা মুখ্যত কাজ করেছিল তাঁর এই কিংবদন্তি ইমেজ গড়ে ওঠার পেছনে।

স্বভাবগতভাবে তিনি ছিলেন ভাবুক ও দার্শনিক প্রকৃতির। তিনটি প্রজন্মকে তিনি প্রত্যক্ষভাবে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দিয়ে প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সংশ্লিষ্ট তিন প্রজন্মের জ্ঞানচর্চায় তাঁর অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতা ছিল তাদের পাথেয়। আমাদের জাতীয় জীবনের উত্থানপর্বের তিনি ছিলেন নিবিড় পর্যবেক্ষক ও ক্ষেত্রবিশেষে অভিভাবকস্থানীয়।

আবদুর রাজ্জাক তাঁর অভিসর্নভ-এ যে দিকটি তুলে ধরতে সচেষ্ট ছিলেন তা হলো প্রথমত: স্বাধীনতা অর্জন সত্ত্বেও ১৯৪৭ সালে ভারত কেন খণ্ডিত হওয়ার ভাগ্য বরণ করল; আর ভারতেই এই বিভক্তি হয়েছিল মুখ্যত ভারতীয় ন্যাশনাল কংগ্রেসের নেতৃত্বে, দ্বিতীয়ত: তিনি ভারত বিভক্তির মূল কারণ খুঁজতে গিয়ে শিক্ষিত ভারতীয়দের চিন্তার আবহাওয়ার ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। আর এর অনুসন্ধান করতে গিয়ে তিনি দৃষ্টি দিয়েছিলেন চিরন্তন অবদান বিধৃত ভারতের দুটি স্বদেশি সাহিত্যেবাংলা ও উর্দুতে। এই দুই সাহিত্য ধরে রেখেছে উনিশ শতকের গোড়ায় সূচিত ‘অন্তরের অনুসন্ধান’-এর ফলাফল। আবদুর রাজ্জাকের মতে, ‘ভারত ভাগ হলো ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও নিখিল ভারত মুসলিম লীগের আপসহীন বিরোধের পরিণাম’। তিনি আরও লিখেছেন ‘ভারতে কংগ্রেস বা অন্য রাজনৈতিক দলগুলোর নেতৃত্বাধীন আন্দোলনগুলোর চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য থেকে ফুটে উঠেছে যে এসবের সর্বাত্মক নেতৃত্বে ছিল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি’। আর এই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি মুখ্যত ঔপনিবেশিক প্রয়োজনেই সৃষ্টি। সে পরিপ্রেক্ষিতে আবদুর রাজ্জাক জোরালোভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনগুলোর বৈশিষ্ট্যের ওপর শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রভাবের দিকটির প্রতি আলোকপাত করেছিলেন। তাঁর মতে, রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার পরিণতির শুধু রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সাধিত হয়নি। তাঁর পর্যবেক্ষণ হলো, ঔপনিবেশিক সরকার ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি পরস্পরের ওপর যথেষ্ট পরিমাণে নির্ভরশীল ছিল। তাঁর মতে, ‘রাজনৈতিক আন্দোলনের চালিকাশক্তি ছিল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে। এই শ্রেণিই ছিল মুখ্য। এদের মাধ্যমেই সরকার তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখত। সরকারের এই শ্রেণির গলা টিপে ধরার প্রশ্নই উঠত না; কারণ তা ছিল সরকারের নিজেরই গলা টিপে ধরার শামিল’। অধ্যাপক রাজ্জাকের এই বিশ্লেষণ, নয়া ঔপনিবেশিকবিশ্বায়নের এই যুগেওএই সম্পর্কের চিত্রটি অনেকটা সমমাত্রিক।

এই জ্ঞান সাধক আজীবনই কাটিয়ে গেছেন এক সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবন। তাঁর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্য করে নতুন প্রজন্ম ও প্রতিচিন্তার পাঠকদের সামনে, তাঁর অভিসন্দর্ভ-এর অনূদিত অংশবিশেষ পুনর্মুদ্রণ করা হলো। আশা করি পাঠক এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাবেন সামাজিক অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণকারী নিমিত্তসমূহ থেকে আলাদা করে ভারতে রাজনৈতিক আন্দোলন প্রধানত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি-সম্পর্কিত। ইংরেজি জানা এই শ্রেণির সমাজতাত্ত্বিক গুরুত্ব নিরূপণের জন্য এর সামাজিক সম্পর্ক নির্ণয় করা প্রয়োজন। এই শ্রেণির সদস্যরা যে পরিবেশে বসবাস করত তা স্মরণ রাখা এবং তাদের রাজনৈতিক ভূমিকা নির্ণয়ের জন্য তাদের আপ্তশিক্ষার আধেয় বিষয়সমূহের দিকেও লক্ষ করা দরকার। এই শিক্ষার স্বরূপ এবং রাজনৈতিক সম্প্রসারণেবিশেষ করে রাজনৈতিক আন্দোলনসমূহের ক্ষেত্রেতার ভূমিকা এই প্রবন্ধের প্রধান আলোচ্য বিষয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর তিন-চতুর্থাংশ থেকে ভারতে কোম্পানির এলাকার উন্নত পদমর্যাদার সমস্ত স্তরবিন্যাস সাধিত হয়েছে তার শাসনব্যবস্থার মাধ্যমে। ভারতীয় সমাজের প্রধান গোষ্ঠী সে সময় বিরাট বণিক এবং ব্যবসায়ীরা নয়। অভিজাত ভূস্বামীরাও নয়। কেননা সে সময় অভিজাত ভূস্বামী হওয়ার প্রধান সম্ভাব্য মাধ্যম ছিলেন কোম্পানির ক্ষমতাশালী কর্মচারীরা। কোম্পানির ভারতীয় কর্মচারীদের যে একটি শ্রেণি গড়ে উঠেছিল, তারা ছিল ভারতীয় সমাজের ‘স্বাভাবিক’ নেতা। সন্দেহ নেই কোম্পানিতে তাদের পদ ছিল সামান্য, তথাপি একটি শ্রেণি হিসেবে তারাই ছিল ভারতীয়দের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ও অর্থবান। তাদের চাকরিদানের নিয়ম ও পদ্ধতি এবং সেই সঙ্গে তাদের শিক্ষার প্রণালি এবং বিষয়সমূহ আগন্তুক মধ্যবিত্ত শ্রেণির ইনটেলেকচুয়াল পরিবেশ নির্ধারণ করেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রায় শেষ পর্যন্ত প্রধান ভারতীয় কর্মচারীরা ছিলেন কাজি এবং পণ্ডিতেরা, যাঁদের কাজ ছিল ইউরোপীয় বিচারকদের কাছে ভারতীয়হিন্দু এবং মুসলিমআইন ব্যাখ্যা করা।

কলকাতার মোহামেডান কলেজ এবং বেনারসের হিন্দু কলেজ স্পষ্টত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কোম্পানিকে হিন্দু এবং মুসলিম আইনে পারদর্শী কর্মচারী জোগান দেওয়ার জন্য।১ রাজস্ব এবং আইন প্রশাসনের কর্মকাণ্ড ক্রমে হিন্দু ও মুসলিম আইনের বাইরে অধিকতর ব্যাপকভাবে স্বীকৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই দুই আইনে অনুশীলনপ্রাপ্ত কর্মচারীদের প্রয়োজন কমে আসতে থাকে। ইংরেজি জ্ঞানকর্মচারীদের যা প্রয়োজনীয় দায়িত্ব সম্পাদনে এবং ইউরোপীয় ঊর্ধতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষায় সক্ষম করতছোট কিন্তু লাভজনক চাকরিতে যোগদানের যোগ্যতা হিসেবে ধীরে ধীরে বেশি করে স্বীকৃতি পেতে থাকে।

১৭৯৩ সালে মিশনারিরাও এসে যোগ দেয় ইংরেজি শিক্ষার প্রসারে সহায়তা করার জন্য। কিন্তু ইংরেজি জ্ঞান সরকারি চাকরির একমাত্র যোগ্যতা নির্ধারিত হওয়ার আগে ১৮৬৪-তে কলকাতার মোহামেডান কলেজ বেনারসের হিন্দু কলেজ থেকে শিক্ষাপ্রাপ্তরা (যদিও ১৮৩১ থেকে ক্রম হ্রাসপ্রাপ্ত সংখ্যায়) নিরবচ্ছিন্নভাবে চাকরি পেয়ে এসেছে। এই প্রতিষ্ঠান দুটিতে যে শিক্ষা দেওয়া হতো তার বিষয়সমূহ কী ছিল? মেকলে তাঁর এক প্রায়শ উদ্ধৃত উক্তিতে তখনকার সময়ের সঙ্গে এই শিক্ষার মারাত্মক অসংগতির বর্ণনা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে এই শিক্ষা ছিল হিন্দু এবং মুসলিম আইন শিক্ষাদানের জন্য পরিকল্পিত একটি পাঠ্যসূচি।২ এই আইন ক্রমেই অপর এক আইন দ্বারাযা এই দুই আইন থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নঅপসৃত হতে থাকে।

হিন্দু এবং মুসলিম আইনের সূক্ষ্ম খুঁটিনাটি জানা এই শ্রেণির মানুষ সামাজিক অবলুপ্তি অতএব অনিবার্য হয়ে পড়ে। ভারতের নবজাত মধ্যবিত্ত শ্রেণির অখণ্ড অংশ হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে তারা ব্যর্থ হয়। আকস্মিকভাবে এখন থেকে ইংরেজি শিক্ষা সরকারি পদ লাভে ছাড়পত্র হয়ে দাঁড়ায়। ফলে যারা চিন্তাশূন্যভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিল যে এই শিক্ষা তাদের এবং তাদের সন্তানদের পক্ষে যথেষ্ট মঙ্গলকর নয়, তাদের জন্য সমস্যার উদ্ভব হলো। এদিকে যত দিনে ‘প্রাচ্যবাদী’ ‘প্রতীচ্যবাদী’দের মধ্যে বিরোধ শুরু হয়, তত দিনে প্রাচ্যের ভাষায় প্রদত্ত শিক্ষা তখনকার সমাজের সঙ্গে এতটুকু সংগতির ছিটেফোঁটাও রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে।

ইংরেজির জন্য সংঘবদ্ধ প্রচার অভিযান শুরু হয় ১৭৯৩ সালে মিশনারিদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু অন্তত কলকাতায় ইংরেজি প্রচলন হয়েছিল অনেক আগে থেকেই। কলকাতায় প্রথম থেকেই, ভারতের অন্যান্য জায়গার মতো কিছু লোক ছিল, যারা মোটামুটি ভালো ইংরেজি জানত এবং তারা ইংরেজ বণিক ও দেশীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যস্থ হিসেবে কাজ করত। ১৭৫৭ থেকে ইংরেজি জ্ঞানের মূল্য, বাণিজ্যিক বিনিময় হিসেবে, হঠাতবৃদ্ধি পায়। ১৭৫৭ থেকে ১৮১৬ এই সময়ের মধ্যে কেবল ইংরেজি শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে কলকাতায় বেশ কিছু স্কুলের পত্তনও ঘটে।৩ তারপর ১৮১৩ সালে চার্টার অ্যাক্টের৪ মাধ্যমে প্রয়োজনীয় শিক্ষা সম্প্রসারণ কোম্পানির জন্য বাধ্যতামূলক করা হলে ইংরেজি জ্ঞানের চাহিদা অসম্ভব বেড়ে যায়। কোম্পানির প্রধান কর্মচারীরাবিশেষত প্রাচ্যবাদীরা ইংরেজি শিক্ষা সম্প্রসারণের এই পরিকল্পনাকে বিশেষ সুনজরে দেখেননি। অতএব ইংরেজি শিক্ষা সম্প্রসারণের প্রাথমিক দায়িত্ব এখন থেকে দুটি গোষ্ঠীর ওপর ন্যস্ত হয়, যত দিন না কোম্পানির প্রাচ্যবাদী কর্মচারীরা লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংকের আমলে পুরোপুরি পর্যুদস্ত হয়। অর্থাত১৭৯৩-১৮৩১ এই সময় পর্যায়ে ইংরেজি শিক্ষার আধেয় আর কোম্পানির নয়, ব্যক্তির ভাবনার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। ১৭৯৩ থেকে ১৮৩১ এই সময়কে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে: ১৭৯৩-১৮১৪ এবং ১৮১৪-১৮৩৩।

প্রথমোক্ত সময়কালে ইংরেজি শিক্ষা সম্প্রসারণে সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় যতটুকু হয়েছে তা হয়েছে মিশনারিদের দ্বারা। প্রকৃতপক্ষে, প্রথম পর্যায়ে ইংরেজি প্রচারের মূল উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুদের ‘সত্য ধর্ম’ বা ‘ট্রু ফেইথ’-এ ধর্মান্তরে সহায়তা করা।৫ এই কারণেই কোম্পানির কর্মচারীরা পরিকল্পনাটিকে বিশেষ উতাহের সঙ্গে গ্রহণ করেনি। কারণ, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে, কোম্পানির কর্মচারীরা তাদের খ্রিষ্টীয় জীবনযাপন প্রণালির জন্য বিশেষ রকম চিহ্নিত ছিল না। তা ছাড়া স্থানীয় শাসকেরা সত্যি সত্যি বিশ্বাস করত, কোম্পানির যেকোনো ধর্মান্তরিতকরণ প্রচেষ্টা তাদেরই এত দিনকার লালিত রাজনৈতিক কাঠামোকে মারাত্মকভাবে বিপন্ন করবে। সে যা হোক, মিশনারিদের হয়তো ইংরেজি শিক্ষা একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের হাতিয়ার হয়ে দাঁড়াল। সেটি হচ্ছে, খ্রিষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত করার সহায়ক হিসেবে জনগণের নৈতিক পুনর্জাগরণ। শিক্ষার বিষয়সমূহ, যা ইংরেজির মাধ্যমে কিংবা ইংরেজির সহায়তায় প্রচার করা হচ্ছিল, এই অতি-আবশ্যকীয় উদ্দেশ্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিল। ইংরেজি প্রবর্তনের প্রথম সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা এভাবে ধর্মান্তরিতকরণের মিশনারিলক্ষ্যের সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে যুক্ত। দ্বিতীয় পর্যায়ের শুরু ১৮১৪ সালে, যে বছর রামমোহন রায় কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। এ পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনা, কলকাতার একটি ক্ষমতাশালী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ইংরেজি শিক্ষা সম্প্রসারণেরপক্ষসমর্থন। মিশনারিদের সঙ্গে সঙ্গে রামমোহন রায়ের সঙ্গে সম্পর্কিত এই গোষ্ঠী ইংরেজির মাধ্যমে শিক্ষা প্রসারের প্রশ্নটি গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করে। বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত ছিল ১৮৩১ সালের চার্টার অ্যাক্টে ভারতীয়দের শিক্ষার জন্য সংরক্ষিত বার্ষিক এক লাখ টাকা। কিন্তু যদিও মিশনারিরা এবং রামমোহন গোষ্ঠী উভয়েই ইংরেজি শিক্ষার পক্ষ সমর্থন করে, তথাপি দুই দলের স্থিরীকৃত উদ্দেশ্য ছিল সম্পূর্ণ আলাদা।

মিশনারিরা তাদের অনিয়ন্ত্রিত ও অপরিণামদর্শী উতাহের বশে বস্তুত যা করতে সমর্থ হয় তা তাদের লক্ষ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। ধর্মসংস্কারের দেশি আন্দোলন ছিল মিশনারিদের ধর্মান্তরকরণ পরিকল্পনার সোজাসুজি পাল্টা জবাব। কিন্তু ভারতীয় সমাজের দূরপ্রসারী বিকাশের দিক থেকে এই পাল্টা জবাবের একটি দুঃখজনক পরিণাম ছিল। ইংরেজির প্রবর্তন, যা হতে পারত একটি পুরোপুরি ধর্মনিরপেক্ষ ব্যাপার, হলো শিক্ষিত শ্রেণির মধ্যে রিভাইভালিজম বা ধর্মীয় পুনরুজ্জীবনবাদের এক হাতিয়ার। আর এ প্রবণতা শতাব্দীর শেষেও নিঃশেষ হয়ে যায়নি। রামমোহন রায় ছিলেন ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের একজন নায়ক এবং তিনি সহায়তা করেছিলেন আধুনিকইউরোপীয়অন্তত ইংরেজিজ্ঞান এবং চিন্তা ও ভারতের মধ্যে একটি সূত্র স্থাপনে। কিন্তু তাঁর কর্মতত্তর নিবেদিত জীবনে যেসব বিষয়ে তিনি উতর্গীকৃত ছিলেন তার সবই সম্পূর্ণ ধর্মীয়। এবং শুধু রামমোহনের ক্ষেত্রেই নয়। ইংরেজি শিক্ষা, যা গ্রান্ট এবং মিশনারিরা ভেবেছিল খ্রিষ্টধর্মে ধর্মান্তরকরণে সহায়তা করবে, বরং দেখা গেল যেন একটি পুনরুজ্জীবিত হিন্দুয়ানির জন্ম দিল। ইংরেজির প্রথম প্রবর্তন আর শতাব্দীর প্রায় শেষাশেষি, এই দুইয়ের মধ্যখানে দেশীয় সমাজের শ্রেষ্ঠ মানুষগুলো সবাই যেন ধর্মীয় বিষয়াদিতে পুরোপুরি কৌতূহলী হয়ে উঠলেন।

ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা। বহুদিন এটি ছিল সর্বগুরুত্বপূর্ণ সরকারি পদসমূহে কর্মচারীগ্রহণের একমাত্র মাধ্যম। অন্তত যেসব সরকারি কর্মচারী ইংরেজি শিক্ষিত ছিল, তাদের সবাই এখান থেকে এসেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত ইংরেজি-শিক্ষিত ব্যক্তিদের তালিকা বস্তুত ছিল প্রায় সম্পূর্ণভাবে এই কলেজ থেকে পাস করা ব্যক্তিদের তালিকা। এই কলেজ প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি এবং কারণসমূহ খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যাবে, ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তনের সঙ্গে মিশনারিদের ধর্মান্তরকরণ উচ্ছ্বাসের দ্বারা সৃষ্ট এবং লালিত ধর্মানুগ মানসিকতার কি যোগাযোগ। ‘১৮১৫ একজন বিশিষ্ট নেটিভ (রামমোহন রায়) তাঁর বাড়িতে কয়েকজন বন্ধুবান্ধবকে আপ্যায়ন করেন। *ক্রমশঃ*

আয়করে ছাড় তো পরে, আগে আয় করুক দেশের মধ্যবিত্ত!

শোভানলাল চক্রবর্তী

দেশের অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন, বাজেট পেশ করেছেন। সমস্ত ছোটখাট সংবাদমাধ্যমের সঞ্চালক থেকে শুরু করে, শাসকদলের বড় ছোট মেজো সমর্থকেরা সামাজিকমাধ্যমে ধন্য ধন্য করা শুরু করেছেন কি অসাধারণ বাজেট, মধ্যবিত্তের কথা ভেবে এতোদিন পরে একটা বাজেট হলো। সরাসরি এবার কর ছাড় দেওয়া হবে। যাঁরা এতোদিন পাঁচ লক্ষ টাকা অবধি, আয়করে চাড় পেতেন, তাঁরা এরপরের থেকে সাত লক্ষ টাকা অবধি এই ছাড় পাবেন। অর্থমন্ত্রী বলেছেন, যারা নতুন এই করছাড় নীতি গ্রহণ করতে চান তাঁদের স্বাগত। এখন জানা জরুরি, আগের নিয়ম কি ছিল? এতোদিন অবধি পাঁচ লক্ষ টাকা অবধি সরাসরি কর ছাড় দেওয়া হতো, তারপরে ১.৫ লক্ষ টাকা অবধি ৮০ সি ধারায় সঞ্চয়ের ওপর চাড় পাওয়া যেত, বাকি ৫০ হাজার জাতীয় পেনশন প্রকল্পের যদি কেউ সঞ্চায় করেন, তাহলে সেখানে চাড় পাওয়া যেত। তারপরে ছিল নিজের এবং পরিবারের মানুষদের স্বাস্থ্য বীমার জন্য ছাড় এবং গৃহ ঋণের সুদেও ছাড় পাওয়া যেত। তারমানে সাত লক্ষ নয়, হিসেবমতো প্রায় আট লক্ষ টাকাতে ছাড় দেওয়া হতো, এবং ভবিষ্যতের জন্য মানুষের হাতে কিছু অর্থও সঞ্চিত হতো। একটা সময় ছিল, যখন সরকার চাইতো সাধারণ চাকরিজীবি মানুষ ভবিষ্যতের কথা ভেবে কিছু সঞ্চয় করেন, তাতে করের ছাড় ও দেয়া হয়। এই যে সরকারি স্বল্পসঞ্চয় প্রকল্পের টাকা, তার একটা অংশ সরকার রাষ্ট্রয়ত্ত সংস্থায় নানা কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করতো। এই সরকারের সঙ্গে আগেদর সরকারের একটাই পার্থক্য, এই সরকার বেশিরভাগ রাষ্ট্রয়ত্তসংস্থার বেশিরভাগ অংশটাই বিক্রি করে দিয়েছেন, বেশি কিছু বৃহৎ পুঁজিপতিদের কাছে। তাঁরা নাকি এই সমস্ত অলাভজনক রাষ্ট্রয়ত্ত সংস্থা কিনে নিয়ে সেই সংস্থাদের উন্নতি করবেন। সেই জন্য সরকারও আর চাইছেন না, জনগণের টাকা স্বপ্লসঞ্চয় প্রকল্পে আর নিয়োগ হোক। দেখা গেছে, মানুষজন নিজেদের জীবযাপনের জন্য বেশি বেশি ঋণ করেছেন। অনেক সময়ে ঋণের পরিমাণ, রোজগারের থেকেও বেশি হয়ে যাচ্ছে, এমতাবস্থায় সরকারের যখন আরও বেশি বেশি নাগরিকদের আরও সঞ্চয় করানোর বিষয়ে উৎসাহিত করা উচিৎ, দেখা যাচ্ছে ভবিষ্যতের সঞ্চয়ের বিষয়ে মানুষজনকে নিরুৎসাহ করছেন। ভারতের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ মানুষেরই স্বাস্থ্য বীমা নেই, যাঁদের আছে চা অপর্যাপ্ত কিন্তু তাও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেদেখা যায়, আয়কর ছাড়ের সুবিধা পেতেই বহু মানুষ স্বাস্থ্য বীমা করান। সামাজিক সুরক্ষা না থাকার ফলে, একজন আয়করদাতার নিজস্ব দায়িত্বও হয়ে দাঁড়ায় এই বিষয়গুলো। সুতরাং সরকারের কখনোই কি এই স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্প, বা গৃহ নির্মাণের ঋণের সুদে ছাড় বা স্বাস্থ্য বীমাতে আয়কর চাড়েণ সুযোগ থেকে নাগরিকদের বঞ্চিত করা উচিৎ? অর্থমন্ত্রী তাঁর বাজেট বক্তৃতা রাখার সময়ে বলেছেন, যাঁরা আয়কর ছাড় নিতে চান না, তাঁদের জন্য এই সান লক্ষ টাকার আয়কর ছাড়ের বিষয়টি লোভনীয়। তিনি আরও বলেছেন, একজন আযকরদাতা যথেষ্ট বুদ্ধি মান, তাই তাঁরা এই সিদ্ধান্তে সহজেই নিতে পারবেন, কিন্তু তাই যদি হতো, তাহলে কি এই বিতর্কটা উঠতো? আসলে বিতর্কটা শুধু পাঁচ লক্ষ থেকে সাত লক্ষের আয়কর ছাড় নিয়ে নয়, বিতর্কটা সরকার আদৌ চাইছে কি, তাঁর দেশের আয়করদাতারা ভবিষ্যতের কথা ভেবে কিছু সঞ্চয় করুক? যদি তাই হয়, তাহলে অর্থমন্ত্রী তা সরাসরি বলছেন না কেন? কেন পাঁচ লক্ষ থেকে সাত লক্ষ করা হয়েছে, আয়কর চাড়ের সীমা, এই ভাঁওতা দেওয়া হলো চাকরিজীবি মানুষকে? এই কি তবে অ্ত কালের বাজেট? আর যাদের আয় বাড়েইনি, তাঁদের কি হবে?

আমাদের মতো দেশে একজন সাধারণ নাগরিকের কেন সঞ্চয় করা উচিৎ সেই কথাটাও ভাবা দরকার। যে দেশে সামাজিক সুরক্ষা বলে কিছু নেই, অবসর নেওয়ার পরে বার্ধক্য জনিত পেনশন ও প্রায় নেই বললেই চলে। একজন মানুষ অসুস্থ হলে, তিনি কীভাবে বা কোন জায়গায় তাঁর চিকিৎসা করাবেন, তার নিশ্চয়তা নেই। সরকারী স্বাস্থ্য ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে গিয়ে, প্রায় পুরোটাই বেসরকারি ব্যবস্থার আওতাধীন হয়ে যাওয়ার মুখে। একজন মানুষ অসবর নেওয়ার পরে, সন্তানদের কৃপা এবং করুণার ওফর নির্ভরশীল হতে বাধ্য হচ্ছেন, সেখানে এই ধরনের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে সঞ্চয় করা কি অনুচিত? ২০১৪ সালের আগে অবধি যা সথ্য প্যায়া যায়, তা থেকে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যায়, একজন মানুষ যেহেতু জানতেন না, ভবিষ্যতে তাঁর জন্য কী অপেক্ষা করে আছে তাই তিনি স্বাভাবিক প্রক্রিয়াতেই চাইতেন কিছু অর্থ সঞ্চয় করা তাক, কিন্তু ২০১৪ পরবর্তীতে তাঁর জীহনটা অনিশ্চয়তায় ভরে গিয়েছে, ফলে এখন একজন মানুষ সঞ্চয় করতেও সাহস পাচ্ছেন না। ২০১১-১২ সালে ভারতের সঞ্চয় ছিল জিডিপির ৭.২ শতাংশ তা, ২০১৭-১৮ সালে কমে ৬.৫ শতাংশ তা ২০১৭ সালে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে তাতে দেখা যাচ্ছে মাত্র ২৩ শতাংশ মানুষ অবসর জীবনের কথা ভেবে সঞ্চয় করে থাকেন। ৩০ শতাংশের কম মানুষ কোনও একটি বীমা পরপর ছয় বছর চালিয়ে যেতে সক্ষম। ঐ রিপোর্টে বলা হয়েছে, ২০৩১ সালে সন্তানদের ওপর নির্ভণশীল মানুষের সংখ্যা প্রতি একশো জনে পঞ্চাশ ছুঁয়ে ফেলবে, তার মানে আর ৭-৮ বছরের মধ্যে, কোনও ভবিষ্যৎ সঞ্চয়হীন মানুষের সংখ্যা হবে দেশের জনসংখ্যার ৫০ শতাংশ। আরও একটি তথ্য দেখলে আরও অবাক হতে হবে। যে নিম্ন আয়ের মানুষজনের কথা ভেবে জাতীয় পেনশন প্রকল্পের সূচনা হয়েছিল, যাতে মাসিক ১০০০ টাকা জমা দেওয়ার কথা, সেখানেও দেখা গেছে ৫০ শতাংশ মানুষ ঐ টাকাও জমা দিতে পারছেন না। এই যেখথানে পরিস্থিতি সেখানে আয়কর ছাড় দিয়ে মধ্যবিত্তের সঙ্গে একটি নোংরা মজা করলেন অর্থমন্ত্রী। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

উপহারসামগ্রীর মধ্যে রয়েছে কাউই, পট্টচিত্র পেইন্টিং এবং এতিকোপ্পাকা কাঠের খেলনা

নয়াদিল্লি, ২৭ এপ্রিল, ২০২৩, পিআইবি।। ''মন কি Baat@১০০ ন্যাশনাল কনফারেন্স''-এ যোগদানকারী বিশিষ্ট ব্যক্তি ও প্যানেলিস্টদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে সারা দেশের শিল্পীদের তৈরি অনন্য উপহার। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর ''মন কি বাত'' ভাষণে ঐতিহ্যবাহী শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য এই শিল্পীদের প্রশংসা করেছিলেন। ভারতের উপরাষ্ট্রপতি শ্রী জগদীপ ধনখড়কে গোয়ার শিল্পী শ্রী সাগর মুলের একটি অনন্য কবি চিত্রকর্ম উপহার দেওয়া হয়েছে। আধুনিকতার ইঙ্গিত দিয়ে শ্রী সাগর মুলে কোঙ্কন অঞ্চলের কবি চিত্রগুলি চিত্রিত করছেন। গোয়ার লেটারাইট মাটিতে পাওয়া উজ্জ্বল লাল কণাগুলি ঐতিহ্যবাহী মন্দিরের নকশা এবং উৎসব থেকে শুরু করে গ্রামীণ জীবন পর্যন্ত বিভিন্ন থিমকে জীবন্ত করতে দক্ষতার সাথে ব্যবহার করা হয়। শ্রী সাগর মুলয়ের এই প্রচেষ্টা প্রাচীন এই শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করেছে এবং এর সংরক্ষণের জন্য মনোযোগ আকর্ষিত করেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০১৬ সালের ডিসেম্বরে ''মন কি বাত'' সম্প্রচারে সাগরের প্রচেষ্টার প্রশংসা করেছিলেন। অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং প্যানেলিস্টদের ওড়িশার ভাগ্যশ্রী সাহুর পাথরের পট্টচিত্র চিত্রকর্ম এবং অন্ধ্রপ্রদেশের সি ভি রাজুর তৈরি এতিকোপ্পাকা কাঠের খেলনা প্রদান করা হয়। ভাগ্যশ্রী সাহু তার দক্ষ শিল্পের মাধ্যমে ভগবান জগন্নাথের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন এবং পূর্ব ভারতের প্রাচীন পট্টচিত্র শিল্পকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। ঐতিহ্যবাহী পট্টচিত্র প্রাকৃতিক কাপড়ের স্ক্রোলে করা হয়, ভাগ্যশ্রী বিভিন্ন আকারের পাথরের উপর এই চিত্রগুলি তৈরি করেছেন। অন্ধ্র প্রদেশের এতিকোপ্পাকা কাঠের খেলনাগুলিকে জিআই ট্যাগ দেওয়া হয়েছে। এই হস্তশিল্পের উৎপত্তি বিজয়নগরম রাজাদের সময় থেকে। কাঠের তৈরি এবং প্রাকৃতিক রঙে রঞ্জিত, এই খেলনাগুলি অবশেষে লাক্ষা দিয়ে লেপ করা হয়, যা অনেক পোকামাকড়ের বর্ণহীন লালার মতো নিঃসরণ। সিভি রাজু সফলভাবে ইতিকোপকা কাঠের খেলনা কারুশিল্পের প্রাচীন ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করেছেন এবং তার প্রচেষ্টার মাধ্যমে কারুশিল্প সম্প্রদায়কে গুণমান সম্পর্কে সচেতন করেছেন। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক গতকাল নয়াদিল্লির বিজ্ঞান ভবনে ''মন কি বাত ১০০'' শীর্ষক জাতীয় সম্মেলনের আয়োজন করে। ভারতের উপরাষ্ট্রপতি শ্রী জগদীপ ধনখড় সম্মেলনের উদ্বোধন করেছিলেন। এই অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ, শ্রী অনুরাগ ঠাকুর এবং শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব।

আবারও বাড়তে চলেছে তাপমাত্রা

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল (হি. স.) : পশ্চিমী ঝঞ্ঝার কারণে হালকা থেকে মাঝারি পরিমাণ বৃষ্টিপাতে বিগত কয়েক দিন স্বস্তি মিললেও, আবারও বাড়তে চলেছে গরমের দাপট। এরইমধ্যে তাপপ্রবাহ নিয়ে পূর্বাভাস দিল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও তাপমাত্রা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে পারে।

আগামী ২৪ ঘন্টায় কলকাতা-সহ আশপাশের এলাকায় আকাশ আংশিক ভাবে মেঘলা থাকার সম্ভাবনা। দুপুর কিংবা বিকেলের দিকে কোনও কোনও জায়গায় বজ্রবিদ্যুত-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকতে পারে যথাক্রমে ৩৫ ও ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশপাশে। এদিন কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৬.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিক। মঙ্গলবার এই তাপমাত্রা ছিল ২৩.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আপেক্ষিক আর্দতা সর্বোচ্চ ৮৬ শতাংশ। আপেক্ষিক আর্দতা সর্বনিম্ন ৫০ শতাংশ।

উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও আগামী তিন দিন দিনের তাপমাত্রা ধীরে ধীরে ২-৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেতে পারে। তবে তার পরের দুদিনে তাপমাত্রার সেরকম কোনও পরিবর্তন হবে না। আগামী ৩০ এপ্রিল রবিবার ফের সবকটি জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝোড়ো হাওয়া এবং বাল্কা বৃষ্টির সম্ভাবনা। ২৮ এপ্রিল শুক্রবার সকালের মধ্যে দক্ষিণবঙ্গের সবকটি জেলাতেই কোথাও না কোথাও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হাল্কা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে বৃহস্পতিবার নাগাদ সবকটি জেলাতেই ঘন্টায় ৪০-৫০ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে আগামী তিন দিনে দিনের তাপমাত্রা ধীরে ধীরে ২-৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে। তারপরে দু'দিনে তাপমাত্রার তেমন কোনও পরিবর্তন হবে না।

শিলিগুড়িতে মা ও মেয়েকে পিষে দিল ট্রাক

শিলিগুড়ি, ২৭ এপ্রিল (হি. স.) : সাইকেলে করে স্কুল থেকে মেয়েকে নিয়ে ফেরার পথে রাস্তাতেই মা ও মেয়েকে পিষে দিল ট্রাক। বৃহস্পতিবার মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে নিউ জলপাইগুড়ি রেল হাসপাতালের উলটোদিকে। ঘটনার পরই এলাকায় ভিড় জমিয়েছেন ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা। ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছেছেন এনজেপি থানার পুলিশ। তবে ঘাতক ট্রাকটি এখনও ধরা পড়েনি। ঘটনাস্থল থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, এই রাস্তায় দ্রুত গতিতে ট্রাক চলাচল করে। সেই কারণেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে।

সিমলার আইজিএমসি হাসপাতালের ওপিডি ভবনে আগুনের জেরে আতঙ্ক

সিমলা, ২৭ এপ্রিল (হি. স.) : সিমলার সবচেয়ে বড় সরকারি হাসপাতাল আইজিএমসির নতুন ভবনে বৃহস্পতিবার সকালে আগুন লাগে। মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিং সুখু কয়েকদিন আগেই এই ভবনের উদ্বোধন করেছেন।

নতুন ভবনের উপরের তলায় ডাক্তারদের অফিসে আগুন লেগেছে। ওই ভবেনর নিচের তলায় রয়েছে ওপিডি বিভাগ। তথ্য অনুযায়ী, ওপিডি ভবনের উপরের তলায় অবস্থিত ক্যান্টিনে সিলিন্ডার বিস্ফোরণে আগুন লাগে। আইজিএমসির সিনিয়র মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট ডক্টর রাহুল রাও বলেন, আগুনে পুড়ে যাওয়া বিল্ডিংটি খালি করা হচ্ছে। দমকল ব্রিগেডের কর্মীরা আগুন নেভাতে ব্যস্ত।আগুনের কারণে পুরো ভবন থেকে কালো ধোঁয়া উঠছে। ঘটনার জেরে হাসপাতাল চত্বরে ধাক্কাধাক্কি হয়। তাড়াহুড়ো করে ভবন থেকে কর্মচারী, রোগী ও অন্যান্য লোকজনকে নিরাপদে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। দুর্ঘটনায় প্রাণহানির কোনো খবর এখনও পাওয়া যায়নি।

কর্নাটক বিধানসভা নির্বাচনের আগেই ভোটের লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দিলেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৭ এপ্রিল (হি. স.) : আগামী ১০ মে কর্নাটকের বিধানসভা নির্বাচন। তার আগেই ভোটের লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার সকালে ভিডিয়ো কনফারেন্সের মাধ্যমে কর্নাটকে বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।

এদিন তিনি বলেন, ''কর্নাটকের মানুষের রাজ্য বিজেপির উপরে বিপুল আস্থা রয়েছে। বিজেপি নেতারা যেখানেই প্রচারে যাচ্ছেন, সেখানেই এই জনসমর্থনের প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে। এবারের নির্বাচনে বিজেপি রেকর্ড সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জয়ী হবে।''

দিন কয়েক আগেই নির্বাচনী প্রচারে ও একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধনে কর্নাটকে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। ভোটের আগে বিজেপি কর্মীদের মনোবল বাড়াতে এ দিন ভিডিয়ো কনফারেন্সিংয়ের মাধমে কথা বলেন নমো।

কীভাবে নির্বাচনী প্রচার চালালে জনগণের মনে স্থান করে নেওয়া যাবে, এই প্রশ্ন করেন এক বিজেপি নেতা। জবাবে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, ''১০ জন মহিলা ও ১০ জন পুরুষ কর্মীদের নিয়ে একটি শক্তিশালী দল গঠন করুন। আপনারা বাড়ি বাড়ি যান এবং ডবল ইঞ্জিন সরকারের প্রচার করুন। আপনারা নিজেদের সঙ্গে একটা ডায়েরি রাখুন, সেখানে যাবতীয় তথ্য লিখে রাখুন যাতে সাধারণ মানুষকে বোঝাতে সুবিধা হয়। প্রত্যেকটা বাড়িতে কমপক্ষে ১ ঘণ্টা করে সময় কাটান। প্রবীণদের আশির্বাদ নিন।''

প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেন, ''যদি আপনারা ট্রাক্টরে মারুতি গাড়ির চাকা লাগান, তাহলে কী তা কাজ করবে? না। ডবল ইঞ্জিন সরকারের মতো একটি নির্দিষ্ট ব্যবস্থা থাকলেই উন্নয়ন নিশ্চিত হবে।

এই ছোট ছোট বিষয়গুলি সাধারণ মানুষকে বোঝান। আপনাদের লম্বা বক্তৃতা দিতে হবে না। সেটা অন্যদের কাজ।

আমি এই ছোট ছোট বিষয়গুলি নিয়েই বলি যাতে আপনারা ভোটারদের এই তথ্যগুলি জানাতে পারেন।''

কংগ্রেস বিনামূল্যে বিতরণে বিশ্বাসী, এই আক্রমণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ''আমি খুশি যে দক্ষিণ ভারতের মানুষেরাও এখন রেভরি শব্দটা বুঝতে শিখেছেন। কয়েকটি রাজনৈতিক দল, যাদের জনকল্যাণ নিয়ে কোনও আগ্রহ নেই, তারা এই সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী। এভাবে সরকার চলে না। একটা সরকার আজ ও আগামিকালের কথা ভেবেই শুধু চলতে পারে না। তাদের আগামী প্রজন্মের কথাও ভাবতে হয়।''

কর্নাটকের মানুষদের আশির্বাদ নেওয়ার জন্য আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই কর্নাটকে যাবেন বলেও বিজেপি কর্মীদের প্রতিশ্রুতি দেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। তিনি বলেন, বিজেপি কর্মীরা রাজ্যে যখনই প্রচার চালাতে গিয়েছেন, তখনই তাঁরা সাধারণ মানুষের ভালবাসা পেয়েছেন। এতে বোঝা যায় সাধারণ মানুষ বিজেপির উপরে কতটা আস্থা রেখেছেন।

প্রসঙ্গত, আগামী ১০ মে কর্নাটকের বিধানসভা নির্বাচন। ভোটের ফল প্রকাশ হবে আগামী ১৩ মে। ইতিমধ্যেই বিজেপি-কংগ্রেস সহ রাজনৈতিক দলগুলির তরফে প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। বর্তমানে শেষ পর্যায়ের প্রচার চালাচ্ছে রাজনৈতিক দলগুলি।

সিবিআই আদালতে হাজিরা দেবেন লতিফ

আসানসোল, ২৭ এপ্রিল (হি. স.) : গরু পাচার মামলায় সুপ্রিম কোর্টে রক্ষাকবচ পেলেও বৃহস্পতিবার আসানসোল সিবিআই আদালতে হাজিরা দেবেন অভিযুক্ত আব্দুল লতিফ।

পরবর্তী শুনানি পর্যন্ত তাঁকে গ্রেফতার করা যাবে না বলে জানিয়েছে শীর্ষ আদালত। তবে আসানসোলে সিবিআই আদালতে হাজিরার নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি দীনেশ মাহেশ্বরী ও বিচারপতি দীপঙ্কর দত্তের বেঞ্চ। সেইমতো বৃহস্পতিবার আসানসোল সিবিআই আদালতে গরু পাচার মামলায় অভিযুক্ত আব্দুল লতিফ হাজিরা দেবেন বলে জানা গিয়েছে।

এর আগে আসানসোল বিশেষ সিবিআই আদালত লতিফের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছিল। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন আব্দুল লতিফ। সোমবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি দীনেশ মাহেশ্বরী ও বিচারপতি দীপঙ্কর দত্তের বেঞ্চ লতিফকে অন্তর্বর্তী রক্ষাকবচ দেয়। দুই বিচারপতির বেঞ্চ জানায়, এক সপ্তাহ পর এই মামলার শুনানি হবে শীর্ষ আদালতে। ততদিন কোনও কড়া পদক্ষেপ করা যাবে না লতিফের বিরুদ্ধে।

তবে শীর্ষ আদালত জানায়, আসানসোল সিবিআই আদালতে বৃহস্পতিবার গরু পাচার মামলার শুনানি রয়েছে। সেদিন বা তার আগে তাঁকে আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেন বিচারপতিরা। তাঁদের রায়ে এও উল্লেখ রয়েছে, সংশ্লিষ্ট কোর্ট মামলা সংক্রান্ত যা নির্দেশ দেবে তা মেনে চলতে হবে। প্রসঙ্গত, গরু পাচার মামলায় প্রথম থেকেই নাম জড়িয়েছিল ইলামবাজারের আব্দুল লতিফের। ইলামবাজার গরু হাটের নিয়ন্ত্রক ছিলেন তিনি। অন্যদিকে রাজু ঝা হত্যাকাণ্ডে নাম উঠেছে লতিফের।

জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কে ভূমিধস, যান চলাচল বন্ধ

জম্মু, ২৭ এপ্রিল (হি. স.) : বানিহালের কাছে নতুন করে ভূমিধসের কারণে বৃহস্পতিবার জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কে যানবাহন চলাচল আবার স্থগিত করা হয়েছে।

ট্রাফিক বিভাগের কর্মকর্তা জানিয়েছেন, বুধবার সারা রাত বৃষ্টির পর বানিহালে ভূমিধস নেমেছে। যার জেরে জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক যান চলাচলের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, বানিহালের শালগাড়িতে ভূমিধসের কারণে রাস্তা অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। তিনি জনগণকে জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কে ভ্রমণের আগে ট্রাফিক বিভাগকে জিজ্ঞাসা করার পরামর্শ দিয়েছেন। এসএসপি ট্রাফিক জাতীয় সড়ক মোহিতা শর্মা জানিয়েছেন, শালগাড়িতে ধ্বংসাবশেষ সরানোর কাজ চলছে। তিনি টুইট করে জানিয়েছেন, জাতীয় সড়ক বন্ধ রয়েছে। ভ্রমণের পরিকল্পনা করার আগে, একবার ট্রাফিক বিভাগের সাথে পরামর্শ করুন।

নকশাল হামলায় শহিদ সেনাদের মৃতদেহকে বিদায় জানালেন মমতা

দান্তেওয়াড়া, ২৭ এপ্রিল(হি.স.) : মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেল আরানপুর নকশাল হামলায় শহিদ ডিআরজি জওয়ানদের মৃতদেহ কাঁধে নিয়ে তাঁদের নিজ নিজ গ্রামে পাঠালেন। বৃহস্পতিবার তিনি শ্রদ্ধা জানাতে জেলা সদরের কার্লি পুলিশ লাইনে পৌঁছান। তিনি শহিদদের প্রণাম করেন মৃতদেহে ফুল অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান।

মুখ্যমন্ত্রী বাঘেল শহিদ সেনাদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করে সমবেদনা জানান এবং তাদের সান্ত্বনা দেন। এই অনুষ্ঠানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তাম্রধ্বজ সাহু, বস্তার সাংসদ দীপক বৈজ, সাংসদ ফুলদেবী নেতাম, বিজাপুরের বিধায়ক বিক্রম মাদাভি, দান্তেওয়াড়ার বিধায়ক দেবতি কর্মা, জেলা পঞ্চায়েত সভাপতি তুলিকা কর্মা, ডিজিপি অশোক জুনেজা, এডিজি নকশাল বিবেকানন্দ সিনহা, বস্তার কমিশনার শ্যাম ধাওয়াদে, আইজি বস্তার প্রমুখ। সুন্দররাজ পি কালেক্টর বিনীত নন্দনওয়ার, পুলিশ সুপার সিদ্ধার্থ তিওয়ারি এবং অন্যান্য জনপ্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন।প্রসঙ্গত, ২৬ এপ্রিল নকশাল হামলায় ১০ জন ডিআরজি জওয়ান এবং একজন চালক নিহত হন। সমস্ত জওয়ান একটি পিক আপ গাড়িতে যাতায়াত করছিলেন। ডিআরজি জওয়ানরা একটি অপারেশন থেকে ফিরছিলেন, সেই সময় মাওবাদীরা আইইডি বিস্ফোরণ ঘটায়। এই ঘটনার জেরে জওয়ানরা শহিদ হন।

রামনবমীর অশান্তির তদন্তভার এনআইএর হাতে

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল (হি. স.) : রামনবমীকে কেন্দ্র করে হাওড়ার শিবপুর ও হুগলির রিষড়ায় ব্যাপক অশান্তি দেখা গিয়েছিল। অশান্তি এতটাই বাড়াবাড়ি হয়েছিল যে ১৪৪ ধারা জারি করতে হয়েছিল। এই নিয়ে মামলাও হয়েছে কলকাতা হাইকোর্টে। আর সেই মামলার পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতা হাইকোর্ট রামনবমীর মিছিল ঘিরে অশান্তির ঘটনায় এনআইএ তদন্তের নির্দেশ দিল। বৃহস্পতিবার হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানম ও হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ রামনবমীর মিছিলে অশান্তির ঘটনায় এনআইএ-কে সব তথ্য দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।

এছাড়াও অশান্তির ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ সহ এফআইআর-সব তথ্য কেন্দ্রীয় এজেন্সির হাতে ২ সপ্তাহের মধ্যেই তুলে দিতে হবে পুলিশকে।

হাওড়ার অশান্তির ঘটনায় উদ্বিগ্ন ছিল প্রশাসন। অশান্তি আদৌ কারা পাকিয়েছে, তা জানতে হাইকোর্টে মামলা করেছিলেন বিরোধী দলনেতা। সেই মামলার শুনানিতে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ ছিল, পুলিশের যে রিপোর্ট জমা করেছিল, তাতে রাজ্যে অশান্তি যে হয়েছে, তা উল্লেখ রয়েছে। তবে কারা এই অশান্তির ঘটনায় জড়িত এবং কারা উস্কানি দিয়েছে, তা জানা রাজ্য পুলিশের পক্ষে সম্ভব নয়। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা দিয়েই তদন্তের প্রয়োজন রয়েছে। এনআইএ তদন্তের দাবি জানিয়েছিলেন রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতাও। সোমবারই এনআইএ-র তরফ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়, তারা এই ঘটনার তদন্ত করতে প্রস্তুত। কেন্দ্রের তরফ থেকে আইনজীবী সওয়াল করেন, রাজ্যে যদি একটিও বোমাবাজির ঘটনা ঘটে, সেই ঘটনার তদন্ত এনআইএ করতে পারে। ২ এপ্রিল রাজ্যের একাধিক জায়গায় অশান্তি হয়েছে। এক্ষেত্রে কোনও কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা দিয়েই তদন্তেরর প্রয়োজন। এরপরই রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারলেকে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি প্রশ্ন করেন, ''এই প্রথম নয়। রাজ্যে বছরের পর বছর এই ধরনের অভিযোগ উঠছে। আদালত মানুষের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত। কীভাবে এর মোকাবিলা সম্ভব?''

অ্যাডভোকেট জেনারেল সৌমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় জানান, শিবপুরে শান্তিপূর্ণ মিছিল করার জন্য বলা হয়েছিল। কিন্তু মিছিল শুরুর ৩০ মিনিটের মধ্যেই মিছিলকারীরা পুলিশের সেই নির্দেশ মানেনি। তারা হিংসাত্মক হয়ে ওঠে। হাওড়ার পরিস্থিতি আপাতত পুলিশের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। ঘটনায় ইতিমধ্যেই ৩৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে তিনি জানান।

ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি বলেন, ''ওই সব এলাকায় ইন্টারনেট বন্ধ রাখার কথা বলা হয়েছে। এটা কেন? সাধারণত বাইরে থেকে কোনও আক্রমণ হলে ইন্টারনেট বন্ধ রাখা হয়। একটি অশান্তির জেরে ইন্টারনেট বন্ধ করা হয় না। এক্ষেত্রে কেন হল?'' ছাদ থেকে পাথর ছোড়া হয়েছে বলেও এদিন প্রধান বিচারপতি আদালতে বলেন। ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির মন্তব্য, ''আদালত কখনই এই ধরনের ঘটনা মেনে নেবে না। মানুষ নিরাপত্তা নিয়ে আমরা চিন্তিত।'' প্রধান বিচারপতি জানান, পুলিশ যে রিপোর্ট জমা করেছে, তাতে উল্লেখ রয়েছে, ঘটনাস্থল থেকে অ্যাসিডের বোতল, কাচের বোতল, বড় বড় পাথর, ইট উদ্ধার হয়েছে। রিপোর্টে এও উল্লেখ ছিল, মারাত্মক অস্ত্র ব্যবহার হয়েছে? কী এই মারাত্মক অস্ত্র? জানতে চান ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি। এরপরই এই মামলায় এনআইএ তদন্তের নির্দেশ দেয় আদালত।রাজ্যে রামনবমীর অশান্তির ঘটনায় এবার এনআইএর তদন্তের হাত ধরে কোন তথ্য সামনে আসে, এবার সেটাই দেখার।

পুলিশের গুলিতে যুবকের মৃত্যুর অভিযোগ, ফের উত্তেজনা কালিয়াগঞ্জে

কালিয়াগঞ্জ, ২৭ এপ্রিল (হি. স.) : ফের উত্তেজনা উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জে। থানা জ্বালানো কাণ্ডে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করতে গিয়ে গুলি চালানোর অভিযোগ উঠল পুলিশের বিরুদ্ধে। গুলিতে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। বুধবার রাতে ঘটনাটি ঘটে কালিয়াগঞ্জ ব্লকের রাধিকাপুর অঞ্চলে।

সূত্রের খবর , মৃত যুবকের নাম মৃত্যুঞ্জয় বর্মন (৩৩), বাড়ি রাধিকাপুর অঞ্চলের চাঁদগাও এলাকায়। বিজেপির অভিযোগ, বুধবার গভীর রাতে রাধিকাপুর পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য বিষ্ণু বর্মনের বাড়িতে পুলিশ হানা দেয়। সে সময় তিনি বাড়িতে না থাকায় তাঁর বৃদ্ধ বাবাকে গ্রেফতার করার চেষ্টা করে পুলিশ। এতে গ্রামবাসীরা পুলিশের পথ আটকায়। অভিযোগ, বেগতিক বুঝে দুই রাউন্ড গুলি চালায় পুলিশ। শরীরে গুলি লাগায় গুরুতর জখম হন মৃত্যুঞ্জয়। পরবর্তীতে কালিয়াগঞ্জ স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত্যুঞ্জয় বর্মনকে মৃত ঘোষণা করে কর্তব্যরত চিকিৎসক।

অনুব্রত কন্যা সুকন্যার ৩ দিনের ইডি হেফাজত

নয়াদিল্লি, ২৭ এপ্রিল (হি. স.) : গরু পাচার মামলায় দিল্লিতে গ্রেফতারের পর ধৃত অনুব্রত মণ্ডলের কন্যা সুকন্যা মণ্ডলকে হেফাজতে নিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। আয় বহির্ভূত সম্পত্তি মামলায় দিল্লির রাউস এভিনিউ কোর্টে বৃহস্পতিবার সুকন্যা মণ্ডলকে পেশ করা হলে ইডির তরফে তাঁকে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানানো হয়। উল্টোদিকে সুকন্যার আইনজীবী পুলিশি হেফাজতের বিরোধিতা করেন। দুই পক্ষের বক্তব্য শোনার পর বিচারক সুকন্যাকে তিনদিনের ইডি হেফাজতের নির্দেশ দেন।

বুধবার দিল্লিতে ইডির সদর দফতরে ডেকে পাঠানো হয়েছিল সুকন্যাকে। বেশ কিছু বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল, কিন্তু কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার অফিসাররা তাঁর থেকে কোনও সদুত্তর পাননি। শেষ পর্যন্ত সন্ধে সাড়ে ছ'টা নাগাদ তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।

গতকালই দিল্লির আরএমএল হাসপাতালে স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর আবার প্রবর্তন ভবনে ইডির অফিসে নিয়ে আসা হয় সুকন্যাকে।আজ তাকে রাউজ এভিনিউ কোর্টে তাঁকে পেশ করা হয়। এর আগে বৃহস্পতিবার সকালে আরও একদফা স্বাস্থ্যপরীক্ষা করানো হয়েছে অনুব্রত কন্যা সুকন্যা মণ্ডলের। এরপর দিল্লির রাউস এভিনিউ কোর্টে নিয়ে আসা হয় কেষ্টকন্যাকে। তাকে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানানো হয় ইডির তরফে। উল্টোদিকে সুকন্যার আইনজীবী পুলিশি হেফাজতের বিরোধিতা করেন। দুই পক্ষের বক্তব্য শোনার পর বিচারক সুকন্যাকে তিনদিনের ইডি হেফাজতের নির্দেশ দেন।

অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৭৯ ডলারের কাছাকাছি, পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ২৭ এপ্রিল (হি. স.) : আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম কমছে। গত ২৪ ঘন্টায়, ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি ৭৯ ডলার এবং ডব্লিউটিআই ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি ৭৫ ডলারে নেমে এসেছে। যদিও সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি।

ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, বৃহস্পতিবার রাজধানী দিল্লিতে পেট্রোল ৯৬.৭২ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৯.৬২ টাকা ছিল। যেখানে, মুম্বইতে পেট্রোলের দাম প্রতি লিটারে ১০৬.৩১ টাকা এবং ডিজেলের দাম ৯৪.২৭ টাকা প্রতি লিটার। একইভাবে, কলকাতায় পেট্রোল ১০৬.০৩ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯২.৭৬ টাকায় বিক্রি হচ্ছে, যেখানে চেন্নাইতে পেট্রোলের দাম ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯৪.২৪ টাকা।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

বরফ ব্যবহারে নিটোল ত্বক

‘হেলথস শটস ডটকম’য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে দিল্লি- ভিত্তিক ত্বক পরিচর্যার ক্লিনিক ‘ইসাক লাক্স’য়ের প্রতিষ্ঠাতা ও মেডিকেল পরিচালক ডা. গীতিকা মিত্তাল গুপ্তা বলেন, “মুখে বরফ মালিশ করার নানান উপকারিতা রয়েছে। এটা নানান রকম ত্বকের সমস্যার সমাধান করে।”

তাৎক্ষণিক উজ্জ্বলভাব: মুখের ত্বকে বরফ ঘষলে রক্তনালী সঙ্কুচিত হয়ে প্রদাহ কমে। মুখে ক্লান্তির ছাপ কমায়, রক্ত সঞ্চালন বাড়ায় এবং ত্বকে উজ্জ্বলভাব আনে।

ব্রণ কমায়: মুখে বরফ ব্যবহার ব্রণ হওয়ার প্রবণতা কমায়। এটা ত্বকের লালচেভাব ও প্রদাহ কমাতেও সহায়তা করে। ত্বকের লোমকূপ সংকুচিত করে রক্ত সঞ্চালন উন্নত করে এবং তেল উৎপাদন কমায়। প্রসাধনীর শোষণ ক্ষমতা বাড়াতে: ত্বকের যত্নে বিভিন্ন পণ্য ব্যবহারের আগে বরফ ঘষলে ত্বকে প্রসাধনীর শোষণ ক্ষমতা বাড়ে। ফলে তা ত্বকে ভালো কাজ করে।

চোখের চারপাশের ফোলাভাব কমায়: নিয়মিত মুখে বরফ ঘষা ফোলাভাব কমায় এবং রক্তনালী সংকুচিত করে। চোখের চারপাশে বরফ ব্যবহার ফোলাভাব কমায়।

বয়সের ছাপ কমায়: বরফের ঠাণ্ডাভাব লোমকূপ টানটান করে এবং দ্রুত বয়সের ছাপ, বলিরেখা কমিয়ে ত্বকে টানটানভাব আনে।

রোদে পোড়াভাব কমায়: বরফ ব্যবহার ত্বকে রোদে পোড়াভাব কমায় এবং রোদের কারণে হওয়া ত্বকের লালচেভাব ও প্রদাহ কমাতে সহায়তা করে।

বরফ ব্যবহারের সঠিক উপায়

মুখে বরফ ব্যবহারের সঠিক উপায় সম্পর্কে ডা. গুপ্তা বলেন, “বরফ পাতলা কাপড় বা রুমালে পেঁচিয়ে ব্যবহার করা যায়।”

এছাড়া টমেটো, অ্যালো ভেরার জুস, শসার রস বরফ করে ব্যবহার করলে ত্বক প্রয়োজনীয় পুষ্টি পায়। দিনে একবারের বেশি মুখে বরফ দেওয়া উচিত নয়। ত্বক সংবেদনশীল হলে তাতে সরাসরি বরফ ব্যবহার করা ঠিক হবে না। ত্বকের কোনো নির্দিষ্টস্থানে এক মিনিটের বেশি সময় নিয়ে বরফ চাপ দিয়ে ধরে রাখা ঠিক নয়। চোখের চারপাশে বরফ ব্যবহারে সতর্ক থাকতে হবে। বিশেষত যদি এতে কোনো বিশেষ উপকরণ থেকে থাকে। এই অংশে খুব বেশি চাপ প্রয়োগ করা ঠিক নয়।

ভালো ফলাফল পেতে বরফ গোলাকার ও ধীর গতিতে মালিশ করতে হবে। ত্বকে বরফ ব্যবহারের সময় জ্বালাপোড়া বা অস্বস্তি দেখা দিলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

আপনার দাঁতের ক্ষয় রোধে যা করবেন

সুন্দর হাসির জন্য থাকা চাই সুন্দর একটি মন। এবং সেইসঙ্গে থাকা চাই সুস্থ ও সুন্দর দাঁত। নিয়মিত যত্ন নিলেই দাঁত থাকে সুন্দর, সেইসঙ্গে হাসিও থাকে প্রাণবন্ত। শুধু কি সুন্দর হাসি? দাঁত ভালো রাখার প্রয়োজন আরও অনেক কারণেই। একবার দাঁতে ব্যথা দেখা দিলে তা আপনাকে নাজেহাল করে দিয়ে যাবে।

অনেকের দাঁত ক্ষয়ে যাওয়ার সমস্যা থাকে। এর সমাধানে নিতে হবে যত্ন।

আমরা রূচচর্চার কাজে যতটা যত্নশীল থাকি, দাঁতের ক্ষেত্রে ঠিক ততটা নয়। দিনের মধ্যে একবার বা দুইবার দাঁত ব্রাশ করেই খালাশ! আবার এমন অনেক খাবার খেয়ে ফেলি যেগুলো দাঁতের জন্য ক্ষতিকর। এর ফলে দাঁতে নানা ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে। তাই দাঁতের যত্নে সচেতন হোন আজ থেকেই। চলুন জেনে নেওয়া যাক দাঁতের ক্ষয় রোধে করণীয়-

ভেষজ পেস্ট

সাধারণত দাঁত ব্রাশ করার জন্য আমরা পেস্টকে তেমন গুরুত্ব দেই না। যেকোনো ধরনের পেস্ট হলেই কাজ চালিয়ে নেই। কিন্তু দাঁতের ক্ষয় রোধের জন্য খেয়াল রাখতে হবে পেস্টের দিকেও। চেষ্টা করুন ভেষজ পেস্ট ব্যবহার করার। এতে ভালো থাকবে দাঁত।

পাশাপাশি মান সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়েই যেকোনো পেস্ট ব্যবহার করবেন না।

ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ খাবার

যেসব উপাদান দাঁত ভালো রাখতে সাহায্য করে তার মধ্যে একটি হলো ক্যালসিয়াম। নিয়মিত ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ খাবার খান। এতে দাঁত শক্ত ও মজবুত হবে। দাঁতের ক্ষয় রোধ করা সম্ভব হবে। খাবারের তালিকায় যোগ করুন দুধ, দই ইত্যাদি।

লবণ-জলর ব্যবহার

দাঁত ভালো রাখতে সাহায্য করতে পারে লবণ-জলর ব্যবহার। নিয়মিত লবণ জলেতে গার্গল করলে দাঁতের ক্ষয় অনেকটাই রোধ করা যায়। এছাড়াও এর রয়েছে আরও অনেক উপকারিতা। জল হালকা গরম করে নিয়ে তাতে লবণ মিশিয়ে গার্গল করে নিতে পারেন। দিনে দুইবার দাঁত ব্রাশ করুন অনেকে শুধু সকালে দাঁত ব্রাশ করেন। তবে শুধু সকালে নয়, রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে দাঁত ব্রাশ করা জরুরি। নয়তো সারারাত মুখের ভেতরে জীবাণুদের উতব চলতে পারে! প্রতিদিন তাই সকাল ও রাতে দাঁত ব্রাশ করার অভ্যাস করুন।

মাউথ ফ্রেশনার ব্যবহার

অনেকে মুখে দুর্গন্ধের সমস্যা থাকে। এই সমস্যা নিয়ে বিব্রতকর অবস্থায় পড়েন অনেকে। এটি থেকে বাঁচতে নিয়মিত দাঁত ব্রাশ করার পাশাপাশি মাউথ ফ্রেশনার ব্যবহার করুন। এতে মুখের দুর্গন্ধ দূর হওয়ার পাশাপাশি দাঁতও থাকবে সুরক্ষিত।

ক্ষতিকর খাবার এড়িয়ে চলুন

দাঁত ভালো রাখতে কিছু খাবার বাদ দিতে হবে। অতিরিক্ত মিষ্টি খাবার, কোমল পানীয়, চকোলেট, লজেন্স, ফাস্টফুড যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলুন। এতে দাঁত ক্ষয়ে যাওয়ার সমস্যা কমবে অনেকটাই। এর বদলে এমন খাবার খান যেগুলো দাঁত ও শরীরের জন্য উপকারী।

পানের এই প্রতিকার গুলি জীবনে নিয়ে আসবে সুখ সমৃদ্ধি

যে কোনও শুভ কাজের আগে বা বিভিন্ন পূজোর সময় পান প্রয়োজন হয়। স্কন্দ পুরাণ অনুসারে, সমুদ্র মন্থনের সময় দেবতারা পান ব্যবহার করেছেন। এ কারণেই পূজোয় পানের ব্যবহার বিশেষ তাতর্যপূর্ণ। আজকে পান পাতার এমনই কিছু প্রতিকার জানাব, যা জীবনে ধন, সুখ, সমৃদ্ধি, সাফল্য, উন্নতি এবং শান্তি নিয়ে আসতে পারে-

প্রথম কৌশল: মঙ্গলবার বা শনিবার হনুমানকে বিশেষ পান নিবেদন করুন। এদিন তেল, বেসন ও বিউলির ডালের গুঁড়ো দিয়ে তৈরি হনুমানের মূর্তিকে পবিত্র করে তেল ও ঘি দিয়ে প্রদীপ জ্বালিয়ে যথাযথভাবে পূজোর পর মালপুয়া, মিষ্টি ইত্যাদি নিবেদন করুন। এরপর ২৭টি পান এবং গুলকন্দ, মৌরি ইত্যাদি নিয়ে হনুমানকে নিবেদন করুন। তবে পান বানানোর সময় খেয়াল রাখবেন এতে যেন চুন ও সুপরি না থাকে। নিয়ম মেনে হনুমানেরর পূজো করার পর এই পান হনুমানকে নিবেদন করুন এবং একই সঙ্গে প্রার্থনা করার সময় বলুন, ’’হে হনুমানজী, আমি আপনাকে মিষ্টি রসে ভরা এই পানটি নিবেদন করছি। এই মিষ্টি পানের মতো, তুমি আমার জীবনকেও রসালো করো, মাধুর্যে ভরে দাও।’’

দ্বিতীয় কৌশল: পান দান: তাম্বুল মানে পান। পান দান করলে পাপ থেকেও মুক্তি পাওয়া যায়।

তৃতীয় কৌশল:

নজর দোষ : পান পাতা নেতিবাচক শক্তি দূর করে এবং ইতিবাচক শক্তি বাড়ায় বলে মনে করা হয়।

চতুর্থ কৌশল: ভগবান শিবকে বিশেষ পান নিবেদন করুন: খুব কম লোকই জানেন যে শিবকেও পান দেওয়া যায়। ভগবান শিবকে একটি বিশেষ পান নিবেদন করা হলে সমস্ত ইচ্ছা পূরণ হয়। মহাদেবের পূজোর পর নৈবেদ্যের পর তাকে পান অর্পণ করুন।

পঞ্চম কৌশল: যদি মনে হয় কেউ তান্ত্রিক আচার-অনুষ্ঠান করে দোকান বেঁধে দিয়েছে, তাহলে শনিবার সকালে পাঁচটি পিপল পাতা এবং ৮টি পান নিয়ে একটি সুতোয় বেঁধে দোকানে পূর্ব দিকে বেঁধে দিন। কমপক্ষে পাঁচটি শনিবার এটি করুন। নদীতে বা কূপে পুরনো পাতা ভাসিয়ে দিন।

সপ্তম কৌশল: বন্ধ হয়ে যাওয়া কাজ শুরু হবে: যদি রবিবার পানের পাতা নিয়ে বাড়ির বাইরে যান, তাহলে সমস্ত বন্ধ কাজ শেষ হতে শুরু করবে।

থানকুনি পাতার কিছু উপকারিতা

মহামারির এই সময়ে প্রত্যেকেরই স্বাস্থ্যের প্রতি আরও বেশি নজর দেওয়া উচিত। সুস্থ থাকার জন্য আধুনিক ওষুধ ও চিকিতার ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল না হয়ে চেষ্টা করুন প্রাকৃতিক উপায় বেছে নিতে। অনেক ভেষজ রয়েছে যেগুলো নানাভাবে আমাদের সুস্থ থাকতে সাহায্য করে। তার মধ্যে একটি হলো থানকুনি পাতা।

হালকা তেতো স্বাদের এই পাতাকে ইংরেজিতে বলা হয় ইন্ডিয়ান পেনিওয়ার্ট।

থানকুনি একটি বহুবর্ষজীবী লতানো উদ্ভিদ পুকুর এবং জলাভূমির পাশে পাওয়া যায়। এটি ভারত, শ্রীলঙ্কা, চীন, ইন্দোনেশিয়া, মাদাগাস্কার, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং পূর্ব ইউরোপেও জন্মে। থানকুনি ব্যবহার করা যায় খাদ্য এবং ওষুধ উভয় হিসেবেই। শেকড় সহ এর পুরো অংশই খাওয়া যায়। ভর্তা, ভাজি, বড়া তৈরির পাশাপাশি এই পাতা দিয়ে চাটনি, সালাদ এবং পানীয়ও তৈরি করা যায়। জেনে নিন এর উপকারিতা-

পেটের আলসার এবং মূত্রনালীর সংক্রমণ দূর করে

থানকুনির অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল বৈশিষ্ট্যর কারণে এটি পেট এবং মূত্রনালীর সংক্রমণ দূর করতে সাহায্য করে। সেজন্য প্রথমে পরিষ্কার ও তাজা থানকুনি পাতা সেদ্ধ করুন। এরপর সেই জল একটি গ্লাসে ছেঁকে নিন। এরপর তার সঙ্গে যোগ করুন মধু। পেটের আলসার এবং মূত্রনালীর সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে প্রতিদিন সকালে এই পানীয় পান করুন।

হজমের সমস্যা দূর করে

হজমে সমস্যা হচ্ছে? তাজা থানকুনি পাতা এক চিমটি লবণ দিয়ে সেদ্ধ করুন। এটি নিয়মিত পান করুন। কারণ হজমশক্তি ভালো করার জন্য এবং সুস্থ থাকার জন্য থানকুনি পাতার এই পানীয় ভীষণ উপকারী।

পেট এবং লিভার ভালো রাখে

যারা পেটের নানা সমস্যায় ভুগছেন তারা প্রতিদিন সকালে একটি পাকা কলার সঙ্গে কিছু থানকুনি পাতা খেতে পারেন। এমনটাই পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের। এভাবে নিয়মিত খেলে তা আপনার পেটের স্বাস্থ্য এবং লিভার দুটোই ভালো রাখবে।

ক্ষত নিরাময় করে

যেকোনো ক্ষত দ্রুত নিরাময়ের জন্য ব্যবহার করতে পারেন থানকুনি পাতা। এর আছে অ্যান্টিবায়োটিক বৈশিষ্ট্য যা খুব তাড়াতাড়ি ক্ষত সারাতে সাহায্য করে। ক্ষত নিরাময়ের গতি ত্বরান্বিত করতে এবং ত্বকের কার্যকারিতা বাড়ানোর জন্য শুকনো থানকুনির গুঁড়া দিয়ে একটি পেস্ট তৈরি করে ক্ষতস্থানে প্রয়োগ করুন। আর্থাইটিস থেকে মুক্তি দেয় যারা আর্থাইটিস বা বাতের সমস্যায় ভুগছেন তাদের জন্য উপকারী হতে পারে থানকুনি পাতা। এটি প্রদাহ দূর করতে সাহায্য করে। বাতের চিকিতার অংশ হিসেবে চিকিতকরা নিয়মিত থানকুনি পাতা খাওয়ার পরামর্শ দেন। প্রতিদিন অন্তত দুটি থানকুনি পাতা চিবিয়ে খাওয়ার অভ্যাস করুন। এতে বাতের সমস্যা থেকে দূরে থাকবেন অনেকটাই।

কাশি এবং শ্বাসযন্ত্রের অসুখ সারাতে কাজ করে

মধুর সঙ্গে থানকুনি পাতার রস মিশিয়ে খেলে তা সহজেই কাশি এবং শ্বাসযন্ত্রের অন্যান্য অসুখ সারাতে সাহায্য করতে পারে। তুলসি ও গোল মরিচ দিয়ে থানকুনি পাতা খেলে তা ঠান্ডা এবং জ্বরও নিরাময় করে। গলা ব্যথা এবং কাশি নিরাময়ের জন্য, থানকুনি পাতার রসের সঙ্গে সামান্য চিনি মিশিয়ে পান করুন। এটি সপ্তাহখানেক ধরে খেলে উপকার পাবেন।

কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে

কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা আছে? নিয়মিত থানকুনি পাতা খাওয়ার চেষ্টা করুন। কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করার জন্য থানকুনি পাতা খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। আপনি যদি খাবারের তালিকায় থানকুনি পাতা রাখেন তবে আর কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যায় ভুগতে হবে না।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ভীষণ কার্যকরী থানকুনি পাতা। যা এই মহামারির সময়ে আরও বেশি জরুরি। তাই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা উন্নত করতে থানকুনি পাতার রসের সঙ্গে মধু মিশিয়ে সেবন করুন। এটি শিশুকে খাওয়ানোও উপকারী।

অনিদ্রা দূর করে

অনিদ্রার সমস্যা আপনাকে শারীরিক ও মানসিকভাবে অনেকটাই অসুস্থ করে দেয়। তাই সুস্থ থাকার জন্য নিয়মিত ঘুম জরুরি। অনিদ্রার সমস্যা থাকলে তা দূর করার জন্য খেতে পারেন থানকুনি পাতা। প্রতিদিন দুইবার ২-৪ চামচ থানকুনির রস ও মধু মিশিয়ে খেলে উপকার পাবেন। অনিদ্রার সমস্যা দূর হবে দ্রুত।

চুল পড়া কমায় চুল যদি অতিরিক্ত পড়তে থাকে তবে তা দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এক্ষেত্রে আপনাকে সাহায্য করতে পারে থানকুনি পাতা। প্রতিদিন সকালে এক চা চামচ শুকনো থানকুনির গুঁড়া দিয়ে তৈরি প্যাক মাথায় ব্যবহার করলে তা চুল পড়া কমাতে সাহায্য করে অনেকটাই।

মশা তাড়ানোর স্বাস্থ্যসম্মত ও দীর্ঘস্থায়ী উপায়গুলো

মশা তাড়ানোর দীর্ঘস্থায়ী ও স্বাস্থ্যসম্মত উপায় জে”নে নিন - ১. কর্পূরঃ মশা তাড়াবার একটা সহজ উপায় হল কর্পূর এর ব্যবহার, কয়েক টুকরো কর্পূর আধকাপ জলে ভিজিয়ে খাটের নীচে রেখে দিন। এতে নিশ্চিত ভাবে বাসায় মশার উপদ্রপ কমে যাবে। ২. রোদঃ ঘরের,

লেপ, তোশক, বালিস, কাপড় ইত্যাদি মাঝেমধ্যে রোদে দিতে হবে।

এতে করে নানান পোকা মাকড় কম হয়। সতর্ক করসম্পর্কযুক্ত প্রশ্ন যোগ করমন্তব্য করুনমশা তাড়ানোর কয়েকটি উপায়- ৩. কর্পূরঃ কর্পূরের ব্যাবহার মশাবিতাড়ক হিসাবে চমতার কাজ করে। অন্যান্য প্রাকৃতি

সমাধানের মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী কার্যকরী উপাদান হচ্ছে কর্পূর। খুবই বেশি।অল্প পরিমাণ কর্পূর ঘরের একটি নির্দিষ্ট স্থানে রেখে দিয়ে ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে দিন এবং ১৫-২০ মিনিট পর দেখুন, পুরো ঘর মশা মুক্ত হয়ে গেছে। ৪. তুলসিঃ প্যারাসিটোলোজি রিসার্চ জার্নালের

প্রকাশিত তথ্য অনুসারে, মশার শুককীট মারতে এবং মশাকে দূরে রাখতে তীব্র ভাবে কাজ করে তুলসী। আপনার ঘরের বারান্দায় অথবা জানালার পাশে তুলসী গাছ লাগিয়ে রাখুন এবং মশা থেকে নিশ্চিন্তে থাকুন। এই গাছের মধ্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে মশাকে আপনার ঘররের

ভিতর আসতে দিবে না। ৫. রসুনঃ মশা তাড়ানোর আরেকটি অন্যতম উপাদান হচ্ছে রসুন। রসুনের শক্তিশালী এবং তীব্র কটু গন্ধই আপনাকে মশার কামড় থেকে বাঁচাতে এবং আপনার ঘরকে মশা মুক্ত করতে যথেষ্ট উপকারী ভূমিকা রাখে।কিছু রসুনের কোষ নিয়ে তা জলে সেদ্ধ

করে নিন এবং সেই জল পুরো ঘরে স্প্রে করে দিন যদি আপনি মশা থেকে দূরে থাকতে চান, ইচ্ছে করলে আপনি আপনার শরীরেও স্প্রে করতে পারেন যদি আপনি মশার কামড় থেকে বাঁচতে চান।

তরমুজের খোসা না খেয়ে ফেলে দেন নষ্ট না করে চিংড়ি দিয়ে রেঁধে দেখুন

গরমকাল মানেই তরমুজ । গোটা গরম জুড়ে সকাল কিংবা দুপুর তরমুজের বাটি সাজিয়ে বসেন অনেকেই। তবে তরমুজের লাল অংশ খেয়ে বাকিটা ফেলে দেন বেশিরভাগ মানুষই। কিন্তু জানেন কি তরমুজের খোসা এর লাল অংশের মতো সমান পুষ্টিকর ও সুস্বাদু?

জানলে আর ফেলে দেবেন না তরমুজের খোসা। এই খোসা দিয়ে বানানো যায় সুস্বাদু আমিষ পদ কীভাবে বানাবেন ভাবছেন তো? রইল রেসিপি

উপকরণ: এই পদ রান্না করতে লাগবে তরমুজের খোসা ছোট ছোট করে কাটা। ১ বাটি ডুমো করে কাটা আলু ও পেঁয়াজ। অর্ধেক কাপ টমেটো। ২৫০ গ্রাম কুঁচো চিংড়ি। ৪-৫ টা কাঁচা লঙ্কা, ৭-৮ কোয়া রসুন বাটা, এক চামচ আদা বাটা, ৩ টেবিল চামচ সরষের তেল। আর লাগবে অর্ধেক চা-চামচ জিরে গুঁড়ো, লাল লঙ্কার গুঁড়ো, পরিমাণ মতো হলুদ গুঁড়ো ও নুন।

পদ্ধতি: প্রথমেই চিংড়ি মাছগুলি ভাল করে ধিয়ে হলুদ, নুন ও লেবুর রস মাখিয়ে কিছুক্ষণ রেখে দিন। কড়াইয়ে তেল গরম করে তাতে ম্যারিনেটেড চিংড়ি মাছগুলি দিয়ে ভেজে তুলে নিন। এবার কেটে রাখা আলুগুলিও হালকা করে ভেজে নিন। এরপর ওই গরম তেলে আদা-রসুন ও পেঁয়াজ বাটা যোগ করুন। মিনিট খানেক নেড়ে তাতে লাল লঙ্কা গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো ও জিরে গুঁড়ো দিন। ভাল করে মেশান যতক্ষণ না তেল ছেড়ে দেয়। এরপর কেটে রাখা তরমুজের খোসা দিয়ে মিনিট পাঁচেক ভাল করে নেড়ে নিয়ে ভেজে রাখা চিংড়ি মাছ ও আলু যোগ করে আরও ১০ মিনিট ভাল করে নাড়িয়ে নিন। মাখা-মাখা হয়ে গেলে নামিয়ে নিয়ে ভাত ও রুটির সঙ্গে গরম-গরম পরিবেশন করুন।

আপনি ক্যান্সার থেকে বাঁচতে চান তাহলে নিয়মিত আদা খান

সম্প্রতি প্রকাশিত একটি গবেষণা পত্রে এমনটা দাবি করা হয়েছে যে, নিয়মিত অল্প করে আদা খেলে শরীরে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং জিঞ্জেরল নামক দুটি উপাদানের মাত্রা বৃদ্ধি পায়, যা ক্যান্সার রোগকে ধারে কাছেও ঘেঁষতে দেয় না। আসলে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট শরীরে উপস্থিত টক্সিক উপাদানদের বের করে দেয়। ফলে দেহের অন্দরে ক্যান্সার সেল জন্ম নেওয়ার আশঙ্কা একেবারে কমে যায়।

শীতের সময় পিঠের ব্যথা খুবই কমন একটি সমস্যা। সেই সঙ্গে জয়েন্ট পেইন তো আছেই। আর যদি বয়স ৫০ পেরিয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে তো কথাই নেই! সেক্ষেত্রে ব্যথা যেন প্রতিদিনের সঙ্গী হয়ে ওঠে। এমন পরিস্থিতিতে আদা কষ্ট কমাতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। আসলে আদায় উপস্থিত বেশ কিছু উপকারি উপাদান শরীরে প্রবেশ করার পর প্রদাহ বা ইনফ্লেমেশন এত মাত্রায় কমিয়ে দেয় যে কোনো ধরনের ব্যথা কমতে সময়ই লাগে না। শুধু তাই নয়, আর্থাইটিসের ব্যথা কমাতেও এই প্রাকৃতিক উপাদানটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। প্রসঙ্গত, বেশ কিছু দিন আগে একদল বিজ্ঞানী আদার উপর একটি গবেষণা চালাচ্ছিলেন। সে সময় তারা খেয়াল করেছিলেন আদা খাওয়া মাত্র আমাদের শরীরে স্যালিসাইলিক অ্যাসিড নামে একটি উপাদান তৈরি হতে শুরু করে, যা শরীরের প্রতিটি কোণায় পৌঁছে গিয়ে যন্ত্রণা কমাতে ব্যাপকভাবে সাহায্য করে থাকে। এই কারণেই তো আর্থাইটিস রোগীদের নিয়মিত আদা খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন চিকিতকেরা। নিয়মিত আদা খাওয়ার অভ্যাস করলে যে শুধু বডি পেইন এবং ক্যান্সারের মতো রোগ থেকেই দূরে থাকা সম্ভব হয়, এমন নয় কিন্তু! সেই সঙ্গে আরো অনেক উপকার পাওয়া যায়। যেমন.

১. ডায়রিয়ার মতো রোগের প্রকোপ কমায় শীতকাল মানেই জমিয়ে খাওয়া-দাওয়া! আর কব্জি ডুবিয়ে খেতে খেতে এক সময় গিয়ে পেট ছেড়ে দেওয়াটাও খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। তাই তো এই শীতে ঝাল-মশলা দেওয়া খাবার খাওয়ার পাশাপাশি নিয়মিত যদি অল্প করে আদা খেতে পারেন, তাহলে শুধু ডায়রিয়া নয়, কোনো ধরনের পেটের রোগেই আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে না।

২. পেশীর কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায় সারা সপ্তাহ দৌড়-ঝাঁপ করে কাজ করতে করতে সপ্তাহান্তে আমাদের শরীরের প্রায় প্রতিটি পেশীই বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এই সময় তাদের চাঙ্গা করার জন্য কী করা যেতে পারে? কিছুই নয়, এমন পরিস্থিতিতে এক গ্লাস আদা-জল পান করে ফেলুন। এমনটা করলে দেখবেন নিমেষে শরীর চাঙ্গা হয়ে উঠবে। আসলে আদা, পেশীর কর্মক্ষমতা বাড়াতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। সেই কারণেই তো বডি বিল্ডারদেও আদা- জল খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়ে থাকে।

৩. ডায়াবেটিস রোগকে দূরে রাখে

নিয়মিত আদার সঙ্গে অল্প করে লেবুর রস মিশিয়ে পান করার অভ্যাস করলে একদিকে যেমন কিডনির কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, তেমনি শরীরে জিঙ্কের ঘাটতি দূর হতে শুরু করে। এই খনিজটি ইনসুলিনের কর্মক্ষমতা এত মাত্রায় বাড়িয়ে দেয় যে রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে চলে আসতে সময় লাগে না।

৪. ওজন হ্রাস করে

অতিরিক্ত ওজনের কারণে যদি চিন্তায় থাকেন, তাহলে আজ থেকেই আদা খাওয়া শুরু করুন। দেখবেন দারুন উপকার মিলবে! আসলে আদার অন্দরে থাকা একাধিক উপকারি উপাদান ক্ষুধা কমিয়ে দেয়। ফলে খাওয়ার পরিমাণ কমতে থাকে। সেই সঙ্গে শরীরে জমে থাকা অতিরিক্ত মেদও ঝরতে শুরু করে। ফলে ওজন নিয়ন্ত্রণে আসতে একেবারেই সময় লাগে না।

৫. জ্বরের চিকিতায় কাজে আসে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে শক্তিশালী করে তোলার মধ্য দিয়ে জ্বর এবং সংক্রমণের মতো শারীরিক সমস্যার প্রকোপ কমাতে এই প্রাকৃতিক উপাদানটি বিশেষ ভূমিকা পলন করে থাকে। তাই তো সারা শীতকাল জুড়ে বাচ্চাদের নিয়মিত আদা জল খাওয়ানোর পরামর্শ দিয়ে থাকেন আয়ুর্বেদ বিশেষজ্ঞরা।

৬. হাড়কে শক্তপোক্ত করে

যুক্তরাষ্ট্রের মায়ামি ইউনির্ভাসিটির গবেষকদের করা এক গবেষণায় দেখা গেছে, হাড়ের স্বাস্থ্যের উন্নতিতে এই প্রাকৃতিক উপাদানটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। সেই সঙ্গে দেহের অন্দরে প্রদাহ কমানোর মধ্যে দিয়ে অ্যার্থাইটিসের মতো রোগের প্রকোপ কমাতেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। এক্ষেত্রে আদার শরীরে থাকা জিঞ্জেরল নামক এটি উপাদান বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।

৭. ত্বকের সৌন্দর্য বাড়ায়

আদায় উপস্থিত রয়েছে প্রচুর মাত্রায় অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং ভিটামিন, যা ত্বকের অন্দরে জমে থাকা টক্সিক উপাদানদের বের করে দেয়। সেই সঙ্গে কোলাজেনের উতাদনও বাড়িয়ে দেয়। ফলে স্বাভাবিকভাবেই ত্বকের সৌন্দর্য বাড়তে শুরু করে। প্রসঙ্গত, এই মশলাটিতে থাকা ভিটামিন এ এবং সি চুলের সৌন্দর্য বাড়াতেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই ত্বকের উপর বয়সের ছাপ না পড়ুক, এমনটা যদি চান, তাহলে নিয়মিত আদা খেতে ভুলবেন না যেন!

৮. ব্রেন পাওয়ার বাড়ায়

একাধিক গবেষণায় একথা ইতিমধ্যেই প্রমাণিত হয়ে গেছে আদায় উপস্থিত অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং উপকারি ভিটামিন, সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমের কর্মক্ষমতা বাড়াতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। সেই সঙ্গে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যাতে মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা কমে না যায়, সেদিকেও খেয়াল রাখে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই স্মৃতিশক্তি বাড়তে শুরু করে। সেই সঙ্গে বুদ্ধিরও বিকাশ ঘটে চোখে পড়ার মতো।

৯. হজম ক্ষমতার উন্নতি ঘটে

বেশ কিছু কেস স্টাডি করে দেখা গেছে নিয়মিত সকাল বেলা যদি এক গ্লাস করে আদা জল পান করা যায়, তাহলে পাকস্থলির কর্মক্ষমতা বাড়তে শুরু করে। সেই সঙ্গে পাঁচক রসের ক্ষরণ বেড়ে যেতে শুরু করে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই বদ-হজম এবং গ্যাস-অম্বলের সমস্যা কমতে শুরু করে। প্রসঙ্গত, গর্ভাবস্থায় সকাল সকাল যদি এই পানীয়টি খাওয়া শুরু করতে পারেন, তাহলে মর্নিং সিকনেসের মতো সমস্যা একেবারে কমে যায়।

পুঞ্চে সন্ত্রাসী হামলায় নীরব মোদী সরকার: কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ২৭ এপ্রিল(হি.স.) : জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চে সন্ত্রাসী হামলা নিয়ে নীরব মোদী সরকার। বৃহস্পতিবার দলের সদর দফতরে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই অভিযোগ করেন কংগ্রেস মুখপাত্র পবন খেড়া। তিনি বলেন, গত ২০ এপ্রিল জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চে একটি সন্ত্রাসী হামলা হয়েছিল, যাতে ভারতীয় সেনাবাহিনীর পাঁচজন জওয়ান শহিদ হন। কেন্দ্রীয় সরকার এই বিষয়ে নীরবতা পালন করছে। এর থেকে বোঝা যায় সেনাবাহিনী কেন্দ্রীয় সরকারের অগ্রাধিকারে নেই।

খেড়া আরও বলেন, পুঞ্চ সন্ত্রাসী হামলায় ব্যবহৃত বুলেটগুলি স্টিলের তৈরি। এটি ন্যাটো দ্বারা ব্যবহৃত হয়েছিল। ২০২১ সালে আমেরিকা আফগানিস্তান ছেড়ে যাওয়ার পরে এই গুলি লস্কর-জইশের মতো সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলিতে পৌঁছেছে। খেড়া বলেন, একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে তালেবানরা রাজস্ব বাড়াতে অস্ত্র বিক্রি করছে। দেখা গেছে, সন্ত্রাসীরা আমাদের বিরুদ্ধে এসব অস্ত্র ব্যবহার করছে। এমন পরিস্থিতিতে আমাদের আফগানিস্তান নীতি নিয়ে গুরুত্ব সহকারে ভাবতে হবে।

আমেরিকাতেও মিলবে দিওয়ালির ছুটি

ওয়াশিংটন, ২৭ এপ্রিল (হি. স.) : এবার আমেরিকায়ও মিল্বে দিওয়ালির ছুটি। দিওয়ালিকে জাতীয় ছুটির দিন হিসেবে ঘোষণা করল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভ্যানিয়া। ওই প্রদেশের সেনেটর নিখিল সাভাল বুধবার এই ঘোষণা করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, সেনেটে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থন মিলেছে এই সিদ্ধান্তকে কার্যকর করার বিষয়ে। টুইটারে এই সুখবর জানিয়ে নিখিল লিখেছেন, 'সমস্ত পেনসিলভ্যানিয়ান, যাঁরা আলো ও সংযোগের এই অনুষ্ঠান পালন করেন তাঁদের স্বাগত।' জানা গিয়েছে নিখিল ও গ্রেগ রথম্যান নামের দুই সেনেটরই এই সংক্রান্ত বিল পেশ করেছিলেন গত ফেব্রুয়ারিতে। পেনসিলভ্যানিয়ার জনসংখ্যার মধ্যে প্রায় ২ লক্ষ দক্ষিণ এশিয়ার বাসিন্দা। তাঁদের অধিকাংশই আলোর উৎসবে মেতে ওঠেন। সেদিকে তাকিয়েই এই উৎসবের দিনটিকে ছুটির দিন হিসেবে পালন করার কথা ভাবা হয়েছে।

উল্লেখ্য, কেবল ভারতই নয়, সারা বিশ্বে যেখানেই ভারতীয় বা এশীয়রা রয়েছেন, তাঁরা দিওয়ালি উদযাপন করেন। ব্যতিক্রম নয় আমেরিকাও। গত বছর হোয়াইট হাউসে দিওয়ালি পালন করতে দেখা গিয়েছিল মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে। দীর্ঘদিন ধরেই অবশ্য হোয়াইট হাউসে দিওয়ালি পালিত হয়। তবে ২০২২ সালেই প্রথমবার ধুমধাম সহকারে তা উদযাপন করা হয়। এবার পেনসিলভ্যানিয়ায় দিনটিকে ছুটির দিন হিসেবে ঘোষণা করা হল।

রুশ হামলার পর জেলেনস্কির সঙ্গে প্রথম চিনা প্রেসিডেন্টের কথা

নয়াদিল্লি, ২৭ এপ্রিল (হি. স.) : রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর প্রথমবারের মতো ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে কথা হয়েছে চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের। বুধবার এ দুই নেতা টেলিফোনে কথা বলেছেন। চিনা ও ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টের ফোনালাপটি প্রায় এক ঘণ্টা দীর্ঘ ছিল। দুই দেশের পক্ষ থেকেই বলা হয়েছে, ফোনালাপটি অর্থবহ হয়েছে।

ফোনালাপ সম্পর্কে বেইজিং বলেছে, রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে 'রাজনৈতিক মীমাংসা' করার জন্য মধ্যস্থতাকারী হিসেবে চিনা একজন দূতকে কিয়েভে পাঠানোর আগ্রহ প্রকাশ করেছে। ফোনালাপের পর এক টুইটার পোস্টে জেলেনস্কি লিখেছেন, চিনের উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। একই সঙ্গে চিনে যদি ইউক্রেনের রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করা যায়, তবে আমাদের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক আরও জোরদার হবে।

উল্লেখ্য, গত মাসে রাশিয়া সফর করেছিলেন চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং।

তখন শি ও জেলেনস্কি উভয়েই বলেছিলেন মস্কো সফরের পর তারা পরস্পরের সঙ্গে কথা বলবেন।

এদিকে চিনের বিদেশমন্ত্রক এক বিবৃতিতে বলেছে, আলোচনার মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠা করাই বেইজিংয়ের মূল লক্ষ্য। এর জন্য ইউক্রেনে একজন বিশেষ প্রতিনিধি পাঠানো হবে, যিনি এর আগে রাশিয়ায় নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত ছিলেন।

চিনের এই উদ্যোগের প্রতি সমর্থন জানিয়েছে ইউক্রেন। অন্যদিকে রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মারিয়া জাখারোভা চিনের এই উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন। তবে তিনি ইউক্রেনের নিন্দা করে বলেছেন, কিয়েভ সব সময় যুক্তিসংগত উদ্যোগগুলোকে প্রত্যাখ্যান করে এসেছে।

আমেরিকাও দুই নেতার ফোনালাপকে স্বাগত জানিয়েছে। হোয়াইট হাউস বলেছে, চিনের উদ্যোগের ফলে রাশিয়া ও ইউক্রেন একটি শান্তিচুক্তির দিকে যাবে কিনা, তা হয়তো আমরা শিগগিরই জানতে পারব।

আমেরিকার জাতীয় নিরাপত্তা মুখপাত্র জন কিরবি বলেছেন, চিন একটি ভালো উদ্যোগ নিয়েছে। এটি শেষ পর্যন্ত যুদ্ধকে একটি শান্তি প্রস্তাবের দিকে নিয়ে যাবে কিনা, তা অবশ্য এখনই বলা যাচ্ছে না।

আমেরিকা দক্ষিণ কোরিয়ার পারমাণবিক অস্ত্র চুক্তি

ওয়াশিংটন, ২৭ এপ্রিল (হি. স.) : উত্তর কোরিয়ার পারমাণবিক হুমকি মোকাবিলায় আমেরিকা ও দক্ষিণ কোরিয়া একটি যুগান্তকারী চুক্তি করেছে। এই চুক্তির আওতায় ওয়াশিংটন পর্যায়ক্রমে দক্ষিণ কোরিয়ায় মার্কিন পরমাণু-সজ্জিত সাবমেরিন মোতায়েন করতে এবং সিউলকে তার পারমাণবিক পরিকল্পনা কার্যক্রমে যুক্ত করতে সম্মত হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে দক্ষিণ কোরিয়া নিজেদের জন্য পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি না করতে সম্মত হয়েছে।

'ওয়াশিংটন ঘোষণা' নামে চুক্তিটি উত্তর কোরিয়ার আক্রমণ প্রতিরোধে মিত্রদের সহযোগিতাকে শক্তিশালী করবে বলে জানিয়েছেন জো বাইডেন। উত্তর কোরিয়ার পারমাণবিক হুমকি উভয়পক্ষের মধ্যেই উদ্বেগ বাড়ছে। পিয়ংইয়ং কৌশলগত পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করছে, যা দক্ষিণ কোরিয়াকে লক্ষ্যবস্তু করতে পারে। তার দূরপাল্লার অস্ত্রগুলো মার্কিন মূল ভূখণ্ডেও পৌঁছাতে পারে। মার্কিন প্রশাসনের এক ঊর্ধতন কর্মকর্তার মতে, নতুন চুক্তিটি বেশ কয়েক মাস ধরে চলা আলোচনার ফলাফল। পারমাণবিক পরিকল্পনার বিষয়ে আলোচনার জন্য উভয়পক্ষ একটি পারমাণবিক পরামর্শক গ্রুপও তৈরি করবে।

মানবাধিকার লঙ্ঘন ! শ্রীলঙ্কার গভর্নর ওয়াসান্থা কারান্নাগোদার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি আমেরিকার

ওয়াশিংটন, ২৭ এপ্রিল (হি. স.) : মানবাধিকার লঙ্ঘনের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগ তুলে শ্রীলঙ্কার এক প্রাদেশিক গভর্নরকে ভিসা দিতে অস্বীকার করল আমেরিকার। ওই গভর্নরের নাম ওয়াসান্থা কারান্নাগোদা। দ্বীপরাষ্ট্রটিতে দীর্ঘ গৃহযুদ্ধের সময় হত্যাকাণ্ডের অভিযোগ আনা হয়েছে তার বিরুদ্ধে। শ্রীলঙ্কার এক তদন্তে প্রাক্তন নৌপ্রধান ওয়াসান্থা কারান্নাগোদার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগে বলা হয়, তিনি ধনী পরিবারের কিশোর-কিশোরীদের অপহরণ করতেন এবং চাদা আদায়ের পর তাদের হত্যা করতেন। ২০২১ সালে অভিযোগ প্রত্যাহার করে করা হয়। এরপর তাকে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় একটি প্রদেশের গভর্নর হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়।

আমেরিকার বিদেশমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন বুধবার এক বিবৃতিতে বলেন, অভিযোগ রয়েছে ওয়াসান্থা কারান্নাগোদা বড় পরিসরে মানবাধিকার লঙ্ঘন করেন। এনজিওর তদন্তে এবং স্বাধীন তদন্তে নথিভুক্ত হয়েছে। এই অপরাধ গুরুতর ও বিশ্বাসযোগ্য। গভর্নর কিংবা তার স্ত্রী শ্রীমতি অশোকা কারান্নাগোদা আমেরিকা সফর করতে পারবেন না বলেও জানানো হয় বিবৃতিতে।

সমলিঙ্গে বিয়ের প্রশ্নে বিশ্বব্যাপী মতামতে অংশ নিন

নয়াদিল্লি, ২৭ এপ্রিল(হি.স.) : সমলিঙ্গে বিয়ে নিয়ে দেশজুড়ে চলছে ব্যাপক বিতর্ক। সমকামী বিয়ে বিতর্কের মধ্যেই দৃষ্টি উইমেনস স্টাডি এনলাইটেনমেন্ট সেন্টার। শুধু দেশব্যাপী নয়, বিশ্বব্যাপী একটি সমীক্ষা শুরু করেছে। এতে প্রধানত চারটি প্রশ্নে জনগণের মতামত চাওয়া হয়েছে। দৃষ্টি অধ্যয়ন কেন্দ্রের সমকামী বিবাহ সম্পর্কে প্রথম প্রশ্ন হল - আপনি কি বিশ্বাস করেন যে ভারতে সমকামী বিবাহ একটি গুরুতর সামাজিক সমস্যা? দ্বিতীয়ত, আপনি কি মনে করেন সমকামিতা স্বাভাবিক? তৃতীয়ত, ভারতে সমকামী বিবাহকে আইনি স্বীকৃতি দেওয়া কি উপযুক্ত হবে? এবং চতুর্থ, ভারতে সমকামী বিবাহকে বৈধ করা কি ভারতীয় সমাজের জন্য অযৌক্তিক পরিণতি ঘটাবে? দৃষ্টি, একটি মর্যাদাপূর্ণ সামাজিক সংস্থা যা মহিলা সম্পর্কিত প্রশ্ন নিয়ে গবেষণা করে, বিভিন্ন বয়সের এবং স্থানের লোকদের এই বিষয়ে তাদের মতামত দেওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছে। এতে অংশগ্রহণ করা খুবই সহজ। একটি লিঙ্কে ক্লিক করে, আপনি মাত্র ২ মিনিটের মধ্যে গুগল-এর মাধ্যমে আপনার মতামত প্রকাশ করতে পারেন। এই লিঙ্ক- স্ঠদ্ম://ত্থ্রনা/ত্থ্ন্স্ঠত্তত্নথদ্রস্থখ আসলে দেশের সর্বোচ্চ আদালত এই বৈশ্বিক বিতর্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিছু আবেদনকারীর ক্ষেত্রে, সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বে পাঁচ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চ নিয়মিত শুনানি করছে। সমলিঙ্গের বিয়েকে বৈধ করা উচিত কিনা সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে চায় সুপ্রিম কোর্ট। অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় সরকার বারবার স্পষ্ট করেছে যে এটি আদালতের সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয় নয়।

এই বিষয়ে নিয়মিত শুনানির সময়, ভারত সরকারের প্রতিনিধিত্বকারী সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা ২৬ এপ্রিল ফের আদালতকে বলেন, সমকামী বিবাহকে আইনি স্বীকৃতি দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা উচিত নয়। সলিসিটর জেনারেল মেহতা স্পষ্টভাবে বলেন, এটি একটি খুব জটিল সমস্যা এবং এর গুরুতর সামাজিক পরিণতি হবে। তাই আদালতের উচিত সংসদের ওপর ছেড়ে দেওয়া।

জেল থেকে ছাড়া পেলেন বাহুবলী নেতা ও প্রাক্তন সাংসদ আনন্দ মোহন

পটনা, ২৭ এপ্রিল(হি.স.) :টানা ১৬ বছর পর বৃহস্পতিবার জেল থেকে মুক্তি পেলেন প্রাক্তন সাংসদ আনন্দ মোহন সিং। বিহারের বাহুবলী নেতা ও প্রাক্তন সাংসদ আনন্দ মোহন সিং এদিন ভোর ৪টায় সহর্সা জেল থেকে মুক্তি পান। জনসমাগমের সম্ভাবনার কারণে বৃহস্পতিবার ভোরে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। এজন্য রাতেই সব কাগজপত্র শেষ হয়েছে। জেলাশাসক জি কৃষ্ণাইয়া হত্যা মামলায় তাঁকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

আনন্দ মোহন ১৫ দিনের প্যারোলের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর ২৬ এপ্রিল আত্মসমর্পণ করেন। প্যারোলে আত্মসমর্পণের সঙ্গে সঙ্গে জেলে মুক্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়।আনন্দ মোহনের মুক্তি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন জি কৃষ্ণাইয়া কন্যা পদ্মা। হায়দরাবাদে তিনি বলেন, বিহার সরকারের উচিত তার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করা। সরকার ভুল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। জেলাশাসক জি কৃষ্ণাইয়া হত্যায় আনন্দ মোহনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয় হাইকোর্ট। এর অধীনে তাকে ১৪ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। আনন্দ সাজা পূর্ণ করেছিল। কিন্তু ম্যানুয়াল অনুযায়ী, সরকারি চাকরিজীবী হত্যার মামলায় আসামিকে মৃত্যু পর্যন্ত কারাগারে থাকতে হবে। নীতীশ সরকার পরিবর্তন করেছে। ১০ এপ্রিল রাজ্য সরকার এই ম্যানুয়ালটি পরিবর্তন করেছে। সোমবার আনন্দ মোহনসহ ২৭ আসামির মুক্তির আদেশ জারি করা হয়েছে। আরও ৩টি মামলা চলছে। এরই মধ্যে তিনি জামিন পেয়েছেন।

আদালতে কুন্তলের অভিযোগের জবাব দিল ই ডি

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল (হি. স.) : কুন্তল ঘোষের করা মন্তব্যের জবাব দিল ইডি। আদালতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা জানাল, কুন্তল তাদের বিরুদ্ধে একটি "গুরুতর" অভিযোগ এনেছিলেন। যার এক বর্ণও সত্য নয়।

বৃহস্পতিবার নগর দায়রা আদালতে নিয়োগ মামলায় শুনানি ছিল কুন্তলের। বিচারক বিচারপ্রক্রিয়া শুরু করতেই ইডি ক্ষোভের কথা জানায়। আদালতে ইডির আইনজীবী বলেন, "কুন্তল ঘোষ একটি গুরুতর অভিযোগ এনেছিলেন। উনি বলেছিলেন, কেন্দ্রীয় সংস্থা রাজনৈতিক মুখপাত্র। কিন্তু আমরা কারও মুখপাত্র নই, আমরা কোনও রং দেখি না। দুর্নীতিবাজদের খুঁজে বার করতে আমরা বদ্ধপরিকর। আমরা শুধু দুর্নীতিবাজদেরই ধরি।" কুন্তলের তরফে যদিও এর কোনও জবাব আসেনি।

প্রসঙ্গত, সম্প্রতি কেন্দ্রীয় দুই তদন্তকারী সংস্থার বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগও করেছিলেন কুন্তল। তৃণমূল নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বলার জন্য তাঁকে তদন্তকারীরা ক্রমাগত "চাপ" দিচ্ছেন জানিয়ে সিবিআই এবং ইডির বিরুদ্ধে থানায় এফআইআরও করেন।এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় দুই সংস্থার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে কলকাতা হাই কোর্ট স্থগিতাদেশ দিলে পাল্টা সুপ্রিম কোর্টে যান কুন্তল। এরই মধ্যে বৃহস্পতিবার আদালতে কুন্তলের মন্তব্যের প্রতিবাদ জানাল ইডি।

শুক্রবার দামোহে এফএম উপহার দেবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী

ভোপাল, ২৭ এপ্রিল(হি.স.) : কয়েক দশক ধরে দামোহে অল ইন্ডিয়া রেডিওর দাবি বাস্তবরূপ নিতে চলেছে। স্থানীয় সাংসদ এবং ভারত সরকারের জলশক্তি ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ প্রতিমন্ত্রী প্রহ্লাদ প্যাটেলের বিশেষ প্রচেষ্টায় এটি সম্ভব হচ্ছে। আগামীকাল শুক্রবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সকাল ১১ টায় ভার্চুয়াল মাধ্যমে দামোহের এফএম স্টেশনের উদ্বোধন করবেন।

কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রহ্লাদ প্যাটেলের উপস্থিতিতে স্থানীয় দূরদর্শন অফিসে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। দামোহে এফএম রেডিও স্টেশন উপহার পাওয়ার খবরে খুশি এলাকার মানুষ।

দূরদর্শনের আধিকারিক অনিল লাখেরা জানিয়েছেন, অনুষ্ঠানটি শুক্রবার সকাল সাড়ে ১০টায় দামোহ জেলা সদরের দূরদর্শন অফিস সার্কিট হাউসের কাছে শুরু হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দিল্লি থেকে সকাল ১১টায় ভাষণ দেবেন, যা অনুষ্ঠানস্থলে সরাসরি সম্প্রচার করা হবে। দামোহ জেলা সদরে আয়োজিত উক্ত অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রহ্লাদ প্যাটেল বিশেষভাবে উপস্থিত থাকবেন।

গুজরাতিদের 'অবমাননাকর' মন্তব্যের অভিযোগ, তেজস্বী যাদবের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা

পাটনা, ২৭ এপ্রিল (হি. স.) : গুজরাতিদের বিরুদ্ধে অবমাননাকর মন্তব্যের অভিযোগে বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী তথা আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদবের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা রুজু করা হয়েছে।

আমদাবাদের একটি আদালতে তাঁর বিরুদ্ধে এক ব্যবসায়ী ওই মামলা রুজু করেছেন।

জানা গিয়েছে, আহমেদাবাদের একটি আদালতে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করেছেন এক ব্যবসায়ী। তেজস্বী মার্চ মাসে গুজরাতিদের নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, 'দেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে কেবলমাত্র গুজরাতিরাই প্রতারক হতে পারেন।

কারণ, তাঁদের প্রতারণাও মাফ করে দেওয়া হবে।'

জানা গিয়েছে, মামলা দায়েরকারী ব্যবসায়ীর নাম হরেশ মেহেতা। সংবাদমাধ্যমে তেজস্বীর ওই মন্তব্য শুনে আহমেদাবাদের মেট্রোপলিটন আদালতে মামলা দায়ের করেন তিনি। তেজস্বীর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৯ এবং ৫০০ ধারায় যথাক্রমে মানহানি ও মানহানির শাস্তি দেওয়ার আবেদনে মামলা করেছেন ওই ব্যবসায়ী।

শুক্রবার হাওড়া-পুরী বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের মহড়া

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল (হি. স.) : পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী তীর্থক্ষেত্র পুরী যাওয়া যাবে বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে। কলকাতা থেকে পুরী পৌঁছে যাওয়া যাবে মাত্র সাড়ে ৫ ঘণ্টায়।

এর জন্য খুব বেশিদিন অপেক্ষা করতে হবে না রাজ্যবাসীকে। রেল সূত্রে খবর, আগামী মে মাস থেকেই চালু হতে চলেছে হাওড়া-পুরী বন্দে ভারত এক্সপ্রেস। রেলের তরফে এবার সেই ট্রেনের মহড়ার দিনক্ষণ ঘোষণা করা হল। শুক্রবার থেকে প্রথম মহড়া চালু হবে। মোট তিনবার মহড়া হবে বলে রেল সূত্রে জানা গিয়েছে। সব ঠিক থাকলে মে মাস থেকেই এই ট্রেনে চেপে পুরী যাওয়া যাবে।

শুক্রবার মহড়ার জন্য হাওড়া থেকে বন্দে ভারত ট্রেন ছাড়বে সকাল ৬ টা ১০ মিনিটে। সেই ট্রেন পুরী পৌঁছবে ১২ টা ৩৫ মিনিটে। আবার পুরী থেকে ১ টা ৫০ মিনিটে ট্রেনটি ছাড়বে ও হাওড়া পৌঁছবে রাত ৮ টা ৩০ মিনিটে। মাঝে ৫টি স্টেশনে থামবে ট্রেনটি। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে ট্রেনটি ২ মিনিটের জন্য থামবে খড়গপুরে। ৩০ এপ্রিল অর্থাৎ রবিবার বন্দে ভারতের দ্বিতীয় মহড়া। ওই দিন ট্রেনটি যাবে হাওড়া থেকে ভদ্রক পর্যন্ত। ১ মে পরবর্তী মহড়ার দিন নির্ধারিত হবে।

বসুন্ধরা জুয়েলার্সের দ্বারোদঘাটন ৩রা মে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ এপ্রিল।। আগামী ৩ মে বসুন্ধরা জুয়েলার্সের শুভ দ্বারোদঘাটন হবে। শুভ দ্বারোদঘাটন করবেন নৃত্যশিল্পী ডোনা গাঙ্গুলি। বৃহস্পতিবার কামান চৌমুহনী স্থিত বসুন্ধরা জুয়েলার্সে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এ কথা জানান কর্ণধার শিবু ভট্টাচার্য। বসুন্ধরা জুয়েলার্সের কর্ণধার শিবু ভট্টাচার্য বলেন, বসুন্ধরা কোন বাণিজ্যিক বিপনী নয়, এক স্বতন্ত্র ধারার অলংকারের অহংকার।

উদ্বোধনের আগেই রাজ্যের অলংকার প্রিয় মানুষদের মনে স্থান করে নিয়েছে বসুন্ধরা জুয়েলার্স। আগামী ৩ মে বেলা দুটোয় আনুষ্ঠানিকভাবে বসুন্ধরা জুয়েলার্সের শুভ দ্বারোদঘাটন করবেন নৃত্যশিল্পী ডোনা গাঙ্গুলি। সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ১ নং প্রেক্ষাগৃহে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডাক্তার মানিক সাহা, আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, বিশিষ্ট সমাজসেবী রাজীব ভট্টাচার্য এবং নৃত্যশিল্পী ডোনা গাঙ্গুলী সহ তাঁর প্রতিষ্ঠান দীক্ষা মঞ্জরীর ১৮ জন শিল্পী।

বসুন্ধরা জুয়েলার্সের কর্ণধার শিবু ভট্টাচার্য আরো জানান, সাংস্কৃতিক আয়োজনে স্বজন সমাবেশ শুধু মনোরঞ্জনই নয়, জুয়েলার্সের তরফে আগামী ৫ মে পর্যন্ত সোনার গয়নায় মজুরির ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হবে ৩০ শতাংশ। যা জুয়েলারি শিল্পের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ছাড়। এছাড়া যেকোনো জুয়েলার্সের হলমার্ক যুক্ত সোনায় বিনিময় মূল্য পাওয়া যাবে ১০০ শতাংশ। প্রতিটি কেনাকাটাতেই থাকবে অত্যন্ত আকর্ষনীয় নিশ্চিত উপহার। বসুন্ধরা জুয়েলার্সের উদ্দেশ্যই হলো, গ্রাহকদের সঠিক মূল্যে অলংকারের দেওয়া।

আমতলী হরি ওম অযাজক আশ্রমে শ্রী শ্রী বাবা মনি ও শ্রী শ্রী মামনির মহাসমাধি দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ এপ্রিল।। ধর্মীয় ভাব গম্ভীর পরিবেশে বৃহস্পতিবার আমতলী হরি ওম অযাজক আশ্রমে শ্রী শ্রী বাবা মনি ও শ্রী শ্রী মামনির মহাসমাধি দিবস পালিত হয়। বৃহস্পতিবার আমতলীস্থিত হরি ওম অযাচক আশ্রমে শ্রী শ্রী বাবামনি এবং শ্রী শ্রী মামনির মহাসমাধি দিবস উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই মহাসমাধি দিবস অনুষ্ঠানে আমতলিস্থিত হরি ওম অযাচক আশ্রমে সকালে সমস্ত ভক্তরা উপাসনার মাধ্যমে হরি ওম বিগ্রহে অঞ্জলি প্রদান করেন। এদিনের এই অনুষ্ঠানে সারাদিনব্যাপী হরি ওম কীর্তন চলে। তার পাশাপাশি আশ্রম প্রাঙ্গণ এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে মেলা বসে। দুপুর একটা থেকে ভক্তদের মাঝে মহাপ্রসাদ বিতরণ শুরু করা হয়। শ্রী শ্রী বাবা মনি এবং মামনির মহাসমাধি দিবস উপলক্ষে বৃহস্পতিবার আমতলি স্থিত অযাচক আশ্রমে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভক্তরা ছুটে এসে এই অনুষ্ঠানের শামিল হয়েছেন। প্রতিবছরের মতো এই বছরও কমপক্ষে ১০ হাজারেরও বেশি ভক্ত এই অনুষ্ঠানে শামিল হয়েছেন। এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে আশ্রমে আসা ভক্ত থেকে শুরু করে গোটা আমতলী এলাকা জুড়ে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা দিয়েছে।

চারটি দোকান

● প্রথম পাতার পর

তিনটি দোকানে ছড়িয়ে পড়েছে। ফলে, চারটি দোকান পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।তিনি বলেন, বাকি তিনটি দোকানের মধ্যে একটি সেলুন, অপরটি বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের ও তৃতীয়টি জেরক্সের দোকান ছিল। অগ্নিকাণ্ডে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক দুই লক্ষাধিক টাকা হবে বলে জানিয়েছেন দমকল কর্মী।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

দড়ি টানাটানি

● প্রথম পাতার পর

রাজ্য সম্পাদক তথা বিধায়ক জিতেন চৌধুরী অভিযোগ করলেন পাহাড়ে খাদ্য সংকট ও জল সংকটের অভাবে দিশেহারা মানুষ। বিশেষ করে জনজাতিরা। অথচ এডিসি প্রশাসন বা রাজ্য সরকারের এ বিষয়ে কোনো হেলদোল নেই। তিনি প্রশ্ন তুললেন বিরোধী দলের কাছে কোথায় গেল তিপ্রালান্ড? কোথায় গেল জনজাতিদের দরদী বুবাগ্রা বা থানসারা। যারা ভোটের আগে আওয়াজ তুলেছিলেন। তাদের ভূমিকা কী ? অথচ প্রত্যন্ত এলাকায় গেলেই শোনা যায় গিরি বাসিদের হাহাকার। এই সময় তার ভুলে গেছেন গ্রেটার তিপ্রালান্ডে বা ইন্টার লোকেটর কথাগুলি। তারা এর অর্থ খোঁজার চেয়ে বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন পেটের ক্ষুধা নিবারণে জন্য।

এদিকে শাসক দল বিজেপি বুথ স্বশক্তিকরন অভিযানের মধ্য দিয়ে লোকসভার পাশাপাশি এডিসির ভিলেজ নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। অথচ এডিসিতে ক্ষমতাশীল তথা বিধানসভায় বিরোধীদলের ভূমিকায় থাকা মথা দলের কর্মীদের মধ্যেই হতাশা তৈরি হয়ে গেছে। এই বিষয়গুলি নিয়ে দলের মধ্যেই বিভাজন শুরু হয়ে গেছে। কেউ বিজেপি মুখী হচ্ছে আবার কেউই মৌনব্রত পালন করছে। আবার কেউ চাই ছে বিজেপির সঙ্গে সমঝোতা ভিত্তিক সরকারে অংশীদারিত্ব। এই বিভাজনের হাওয়া পৌঁছে গেছে দলের সুপ্রিমোর কাছে। সূত্রের খবর ছিল এ মাসের শেষ দিকেই দলের সাংগঠনিক বৈঠক হওয়ার কথা। তবে দলের সুপ্রিমোর অসুস্থতার কারণে এই বৈঠক ভেস্তে গেছে। তিনি সুস্থ হয়ে ঘরে ফিরে না আসা পর্যন্ত বৈঠক হওয়া সম্ভব নয়। দলীয় সূত্রের খবর মে মাসের প্রথম সপ্তাহে তাঁর রাজ্যে আসার কথা। এদিকে প্রদেশ বিজেপির সূত্রে জানা গেছে মে মাসের প্রথম সপ্তাহে রাজ্যে আসতে পারেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

জনজাতিদের সাংবিধানিক অধিকার অর্থাৎ গ্রেটার তিপ্রালান্ডের দাবিতে দলের সুপ্রিমো প্রদ্যুৎ কিশোর যে আওয়াজ তুলেছিলে তার সমাধান সূত্র হিসাবে যিনি ইন্টার লোকেটর নিয়োগ করে এই সমস্যার সমাধান করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছিলেন তাঁর ফের রাজ্য সফর নতুন করে জল্পনা চলছে রাজনৈতিক মহলে। তাহলে কি বলা যেতে পারে মে মাসেই জনজাতিদের সাংগঠনিক অধিকার পূরণ হতে চলছে? নাকি অন্য বিষয় লুকিয়ে রয়েছে দুই নেতার আলাপচারিতায়। পূর্ব ত্রিপুরা সংরক্ষিত লোকসভার আসনেটি এবার কি মথা কে ছেড়ে দিচ্ছে শাসক দল বিজেপি? নাকি একাই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে বুবাগ্রার দল। শুধু তাই নয় রাজনৈতিক বাতাসে ছড়াচ্ছে এবার কি মন্ত্রিসভায় ঠাঁই পেতে চলেছেন অনিমেষরা? রাজবাড়ীর অন্দরমহল এর উত্তর খুঁজতে গেলে আরো কয়েকটা দিন অপেক্ষা করতে হবে রাজ্য বাসীকে।

মেয়াদোত্তীর্ণ সামগ্রী

● প্রথম পাতার পর

আচমকা তেলিয়ামুড়া মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে এক উচ্চপর্যায়ের আধিকারিক দল কল্যাণপুর বাজারে আচমকা হানাদারি চালায়। অভিযান চলাকালীন সময়ে মহকুমা প্রশাসনের বিভিন্ন টিমের সদস্যরা একযোগে কল্যাণপুর বাজারের বিভিন্ন মিষ্টির দোকান, বেকারী সামগ্রীসহ মুদিমাল দোকানে দফাওয়ারি অভিযান চালায়। অভিযানে বাজারের বেশ কিছু দোকানে মেয়াদ উত্তীর্ণ সামগ্রির হদিস পাওয়া যায়। বিশেষ করে কল্যাণপুরের পুরাতন মোটর স্ট্যান্ডের জনৈক রাজেশ দে''র দোকানে অভিযান চলাকালীন সময়ে মহকুমা প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিদের চক্ষু চরক গাছ হয়ে যায়। সংশ্লিষ্ট দোকানে বেকারীজাত সামগ্রী থেকে শুরু করে শিশুখাদ্য এমনকি রোগীদের প্রয়োজনীয় হরলিক্সসহ বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রীতেও রয়েছে মেয়াদ উত্তীর্ণের রমরমা।

এছাড়াও বেশ কিছু দোকানে অভিযান চলাকালীন সময়ে মেয়াদ উত্তীর্ণ সামগ্রির হদিশ পাওয়া যায়। একাধিক মিষ্টির দোকান অপরিচ্ছন্নতা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন আধিকারিকরা। কঠোর ভাবে দোকানীদের সর্তক করা হয়। অধিকাংশ খাদ্য সামগ্রীর দোকানে বেআইনি গ্যাস সিলিন্ডার ব্যবহারের কারণে সেই গুলো বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। গোটা বিষয় নিয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে মহকুমা প্রশাসনের ডিসিএম অঞ্জন দাস জানান, কল্যানপুর বাজারে সাধারণ মানুষের বিভিন্ন অভিযোগের ভিত্তিতে প্রশাসনের একটি স্পেশাল টিম বাজারের বিভিন্ন দোকানে অভিযান চালায়। বেআইনিভাবে ব্যবসা করার সত্যতা মিলেছে। মেয়াদ উত্তীর্ণ সামগ্রীও পাওয়া যায়। বিভিন্ন প্যাকেটজাত খাদ্য সামগ্রীর আপাতত নমুনা সংগ্রহ করা হচ্ছে। উপযুক্ত তদন্ত ক্রমে সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে। আগামী দিনেও এরকমের উদ্যোগ জারি থাকবে বলে দাবি করা হয়। আজকের এই অভিযানে অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন ডিসিএম অঞ্জন কুমার দাস, এসডিসি (ফুড) শুভংকর চৌধুরী, চীফ ইন্সপেক্টর (ফুড) ভুটু দেববর্মা, ফুড সেফটি অফিসার জেমিফার দেববর্মা, লিগেল মেট্রলজি ইন্সপেক্টর মানিক দাস সহ কল্যানপুর থানার পুলিশ আধিকারিক প্রমুখ।

প্রতিনিধি দল

● প্রথম পাতার পর

মুখ্যনির্বাহী সদস্য পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া, স্বাস্থ্য দপ্তরের নির্বাহী সদস্য কমল কলই, ভূমি রাজস্ব দপ্তরের নির্বাহী সদস্য ভবরঞ্জন রিয়াং, মৎস্য দপ্তরের নির্বাহী সদস্য রাজেশ ত্রিপুরা, ক্রীড়া ও যুব কর্মসূচী দপ্তরের নির্বাহী সদস্য সুহেল দেববর্মা এবং এমডিসি অনন্ত দেববর্মা উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মুখ্যনির্বাহী আধিকারিক সিকে জমাতিয়া এবং এডভাইসর ক্যাপ্টেন জি.এস রাঠি। অন্যান্য দপ্তরের প্রধান আধিকারিকগণও উপস্থিত ছিলেন। যৌথ বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে উত্তর পূর্বাঞ্চলের দশটি স্বশাসিত জেলা পরিষদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যৌথভাবে দাবি জানানো হবে। অল এডিসি সি.ই.এম ফোরাম খাসি হিল স্বশাসিত জেলা পরিষদের সাথে টিটিএএডিসি যৌথভাবে কৃষ্টি সংস্কৃতি কাস্টমারি 'ল', খেলাধূলা এবং সঙ্গীত নৃত্য উভয়ের মধ্যে আদান প্রদানের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। টিটিএএডিসি কাজকর্ম সম্পর্কে মুখ্যনির্বাহী আধিকারিক সি.কে জামতিয়া বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেছেন।

খাসি হিলস জেলা পরিষদের ডেপুটি সেক্রেটারী হেনরি সিয়েম তাদের কাজকর্ম সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেছেন। উভয়ের মধ্যে দীর্ঘ সময় এডিসির কাজকর্মসহ নানাহ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। খুমুলুঙস্থিত পরিষদীয় ভবন, ত্রিপুরা ট্রাইবেল মিউজিয়াম, কামহেরিটেন্স সেন্টার, খুমুলুঙ পার্ক, ককবরক গ্রন্থাগার, খুম্পুই একাডেমী পরিদর্শন করেছেন। এডিসির কাজকর্ম দেখে মুখ্যনির্বাহী সদস্য টিটিএএডিসি কর্তৃপক্ষকে সাধুবাদ জানান। আগামীকাল রাজ্যে বসবাসরত খাসি অধ্যুষিত গ্রামে যাবার কথা রয়েছে। সেখানে খাসিদের সাথে মিলিত হয়ে তাদের সম্পর্কে জানবেন। উল্লেখ্য, খাসি হিলস স্বশাসিত জেলা পরিষদের প্রতিনিধিদল গতকাল রাজ্যে এসে পৌঁচেছেন।

কংগ্রেস

● প্রথম পাতার পর

খোয়াই, মোহনপুর ভায়া আগরতলা হয়ে সোনামুড়া, বিলোনিয়া এবং সাব্রুম পর্যন্ত বিকল্প রেললাইন স্থাপনের দাবি নিয়ে আগামী ৭ মে প্রদেশ কংগ্রেসের বিভিন্ন শাখা সংগঠনের প্রতিনিধি দল গৌহাটি অভিযান করবে। ৮ মে মালিগাওঁ—য়ে পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য কার্যালয়ে জেনারেল ম্যানেজারের কাছে ডেপুটেশনে মিলিত হবে ওই প্রতিনিধি দল।

সাথে তিনি যোগ করেন, ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে দেশে বিজেপির বিরুদ্ধে ঢেউ আসতে চলেছে। কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদী পুনরায় সরকার গঠন করতে পারবেন না বলে তিনি আশাবাদী। তাঁর দাবি, লোকসভা নির্বাচনে কেন্দ্রে কংগ্রেস সহ বিরোধীদের সরকার গঠন হবে। কেন্দ্রে সরকার পরিবর্তন হলে ত্রিপুরা সহ আরও অন্যান্য রাজ্যেও সরকার পরিবর্তন হবে বলে কটাক্ষ করে বলেন তিনি।

বাংলাদেশের মোংলা এবং চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহারের অনুমতি পেয়েছে ভারত, খুশি ত্রিপুরার বণিক মহল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ এপ্রিল।। বাংলাদেশের মোংলা এবং চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহারের অনুমতি পেয়েছে ভারত। এ-বিষয়ে ট্রানজিট আদেশ জারি করেছে সে-দেশের জাতীয় রাজস্ব বোর্ড। তাতে, ত্রিপুরার বণিক মহল ভীষণ খুশি। কারণ, জলপথে পণ্য আমদানিতে খরচ অনেক কম হবে। প্রসঙ্গত, বাংলাদেশ সরকারের ওই অনুমতির ফলে এখন চট্টগ্রাম-আখাউড়া-আগরতলা, মোংলা-আখাউড়া-আগরতলা, তামাবিল-ডাউকি, শেওলা-সুতারকান্দি এবং বিবিরবাজার-শ্রীমন্তপুর রুটে ১৬টি ট্রানজিট রুট খোলা হয়েছে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোয় কম খরচে পণ্য পরিবহনের জন্য ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধা পেতে ২০১৮ সালের অক্টোবরে বাংলাদেশের সঙ্গে এসিএমপি চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল ভারত। এই ট্রান্সশিপমেন্ট ব্যবস্থায় কম খরচে ভারী কার্গো পরিবহনের সুবিধা পাওয়া যাবে। ওই চুক্তির ভিত্তিতে ২০২০ সালের জুলাইয়ে চার কন্টেইনার বোঝাই রড এবং ডাল নিয়ে কলকাতার হলদিয়া বন্দর থেকে চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরে প্রথম ট্রায়াল রান হয়েছিল। ভারত-বাংলাদেশ প্রোটোকল রুটের মাধ্যমে চট্টগ্রাম এবং মোংলা বন্দরকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোর সাথে সংযুক্ত করার চতুর্থ ও সর্বশেষ ট্রায়াল রানটি হয়েছিল ২০২২ সালের ৭ নভেম্বর।

বাংলাদেশের দুইটি বন্দর ব্যবহারের অনুমতি পাওয়ায় ত্রিপুরার বণিক মহল ভীষণ খুশি হয়েছে। ত্রিপুরা মার্চেন্ট এসোসিয়েশনের সভাপতি তুষার চক্রবর্তী ওই দুই বন্দর ব্যবহারের অনুমতি দেওয়ায় ভারত সরকার এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ওই দুই বন্দর ব্যবহার করে দেশের যেকোন বন্দর থেকে পণ্য সহজেই ত্রিপুরায় আনা যাবে। শুধু তাই নয়, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যেও পাঠানো সম্ভব হবে। তাঁর মতে, জলপথে কন্টেইনারের ভিতরে পণ্য রেখে আমদানি করা হবে। তাতে, ক্ষতির সম্ভাবনা কমবে। তাঁর দাবি, জলপথে পণ্য আমদানিতে পরিবহণ খরচ কম লাগবে। তাতে, ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়েই লাভবান হবেন।

সর্বনাশা খেলা

● প্রথম পাতার পর

বাংলাদেশ থেকে সংগ্রহ করা কিছু সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছিল। সেগুলি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা হয়। ওই সব বিষাক্ত সামগ্রী ডুম্বুর জলাশয়ে প্রয়োগ করেই মাছ ধরা হচ্ছে বলে প্রমাণিত হয়। এব্যাপারে মৎস্যজীবী সহ সকলকে সতর্ক করেছিলেন মৎস্য দপ্তরের সুপারেনটেনডেন্ট।স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছিলেন এইসব অপকর্মে যারা জড়িত থাকে তাদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

কিন্তু তাতেও কর্ণপাত করছে না ওইসব অসাধু লোকজনরা। স্বাভাবিক কারণেই ডুম্বুর জলাশয় এর মাছ রক্ষা করা এবং মানুষ যাতে বিষাক্ত মাছ খেয়ে অসুস্থ হয়ে না পড়ে সে বিষয়ে প্রশাসনকে আরো কঠোর মনোভাব গ্রহণ করার দাবি উঠেছে। উল্লেখ্য ডুম্বুর জলাশয়ে বিষ প্রয়োগ করে ধরা মাছ রাজের বিভিন্ন স্থানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। অজান্তেই বহু মানুষ এ মাছ খেয়ে নানা রোগে আক্রান্ত হয়েছেন।

রাজ্যে করোনা

● প্রথম পাতার পর

শতাংশ। তেমনি, সুস্থতার হার হয়েছে ৯৯.০৬ শতাংশ। এদিকে, ০.৮৭ শতাংশ হয়েছে মৃত্যুর হার। এছাড়া ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৯৩৭ জন করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিনে আরও জানা গিয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় উত্তর এবং ঊনকোটি জেলায় ১ জন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। বাকি ছয় জেলায় নতুন করে কেউ করোনা আক্রান্ত হননি।

পরীক্ষার্থীদের

● প্রথম পাতার পর

টিআরবিটি নিয়োগ করছে না। তাই আজ আবারও ফল প্রকাশের দাবিতে টিআরবিটির কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে।

এসটিজিটি ২০২২---এর বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী জনজাতিদের জন্য ১৭২ টি আসন সংরক্ষিত আছে। ওই আসন থেকে তাঁরা যেন বঞ্চিত না হয় সেই দাবিও জানিয়েছেন তাঁরা।

মূল্যায়ন

● প্রথম পাতার পর

শিক্ষক-শিক্ষিকা উত্তরপত্র মূল্যায়নে নিযুক্ত থাকবেন। সেই সাথে প্রধান পরীক্ষক থাকছেন ১১০ জন। আগামী ১০ জুনের মধ্যে ফলাফল ঘোষণা পরিকল্পনা রয়েছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের, জানান তিনি।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী দেখা করবেন এবং পুনর্বাসন প্রক্রিয়া সম্পর্কে খোঁজ নেবেন। ইতিমধ্যে পাহাড় কেটে হেলিপ্যাড তৈরির কাজ জোরকদমে শুরু হয়েছে।

সিবিআইয়ের বিশেষ আদালতে হাজিরা আব্দুল লতিফের

আসানসোল, ২৭ এপ্রিল (হি. স.) : গোরু পাচার মামলায় বৃহস্পতিবার আসানসোলে সিবিআইয়ের বিশেষ আদালতে হাজিরা দিলেন আব্দুল লতিফ। ১৫ হাজার টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে আব্দুল লতিফকে জামিন দেওয়া হল।গত সোমবার সুপ্রিম কোর্ট তার গ্রেফতারিতে অন্তবর্তীকালীন স্থগিতাদেশ দিয়েছিল। বলা হয়েছিল, গ্রেফতারের মতো কোনও কড়া পদক্ষেপ সিবিআই করতে পারবে না। পাশাপাশি যেদিন আদালতে মামলার শুনানি হবে, সেদিন তাকে হাজিরা দিতে হবে। সেইমতো এদিন সকালে আসানসোলে সিবিআইয়ের বিশেষ আদালতে আব্দুল লতিফ আসে। তার হয়ে এদিন সিবিআইয়ের বিশেষ আদালতে সওয়াল করেন আইনজীবী শেখর কুন্ডু। এদিন সিবিআইয়ের হয়ে উপস্থিত ছিলেন পিপি বা সরকারি আইনজীবী রাকেশ কুমার।

গণ্ডাতুইসা মহকুমায় ২টি ছাত্রাবাসের দ্বারোদঘাটন জনজাতি কল্যাণে সরকার বহুমুখী কর্মসূচি রূপায়ণ করছে ঃ জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ এপ্রিল।। গণ্ডাতুইসা মহকুমার কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ম'তি বিদ্যাভবনে ৫০ আসন বিশিষ্ট ছাত্রী আবাস গণ্ডাছড়া সরকারি মহাবিদ্যালয়ের ৫০ আসন বিশিষ্ট ছাত্রাবাসের গতকাল দ্বারোদঘাটন করেন জনজাতি কল্যাণমন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। এছাড়াও তিনি এদিন জগবন্ধপাড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে ৫০ আসন বিশিষ্ট ছাত্রাবাসের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

অনুষ্ঠানে আলোচনাকালে জনজাতি কল্যাণমন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বলেন, রাজ্য সরকার জনজাতি কল্যাণে বহুমুখী কর্মসূচি রূপায়ণ করছে। জনজাতিদের শিক্ষাক্ষেত্রের উন্নয়নে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে এই সরকার। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ জগবন্ধ পাড়ার মত দূরবর্তী অ'লে ছাত্রাবাস নির্মাণের উদ্যোগ। তিনি আশা প্রকাশ করেন সরকার কর্তৃক গৃহীত উন্নয়নমূলক পদক্ষেপগুলি জনজাতিদের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এছাড়াও অনুষ্ঠানে আলোচনা করেন সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এম ডি সি ভূমিকানন্দ রিয়াং, ডুম্বরনগর বিএসি চেয়ারম্যান প্রেমসাধন ত্রিপুরা, গণ্ডাতুইসা মহকুমার মহকুমা শাসক অরিন্দম দাস, জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা রিংকু রিয়াং প্রমুখ।

বিশালগড়ে বিশেষ ক্যারিয়ার এক্সিবিশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৭ এপ্রিল।। সঠিক ছাত্রকে সঠিক পথ দেখানো প্রয়োজন। সমাজ ও দেশের কল্যাণে রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের সঠিক পথ দেখানো অত্যাবশ্যক। দশম ও দ্বাদশ শ্রেনীর ছাত্রছাত্রীদের সেই সঠিক পথ দেখানোর অভিনব উদ্যোগ নিলেম বিশালগড়ের বিধায়ক সুশান্ত দেব। বুধবার বিশালগড়ের নব নির্মিত টাউনহলে বিধায়কের উদ্যোগে এবং সিপাহীজলা এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ দপ্তরের ব্যবস্থাপনায় ছাত্রছাত্রীদের জন্য একটি বিশেষ ক্যারিয়ার এক্সিভিশনের আয়োজন করা হয়। মুলত মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকের পর নিজেদের লক্ষ স্থির করা এবং সেই লক্ষে পৌঁছানোর পথ দেখিয়ে দেওয়ার জন্যই এই অনুষ্ঠানের আয়োজন। শহরের বাইরে রাজ্যের অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীরা তথ্যের অভাবে এবং সঠিক পথ না জানতে পেরে অনেক ক্ষেত্রেই বিভ্রান্তির শিকার হয়। আর সেই সকল ছাত্রছাত্রীদের কথা মাথায় রেখেই বিশালগড়ে এই বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন বিধায়ক সুশান্ত দেব। অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে বিভিন্ন বক্তারা তাদের বক্তব্য তুলে ধরেন। এর মধ্যে সিপাহীজলা জেলার নতুন জেলা শাসক আইএএস ডাঃ বিশাল কুমার ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে অনুপ্রেরণাসূচক বক্তব্য রাখেন এবং একজন আইএএস অফিসার হতে গেলে কিভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে সেই বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেন। বিধায়ক সুশান্ত দেব বলেন শুধুমাত্র ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার নয় সঠিক ছাত্রকে সঠিক পথ দেখিয়ে সমাজ ও দেশের কাজে লাগানোর উদ্দেশেই এই ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন। পরবর্তি সময় বিশেষজ্ঞরা ছাত্রছাত্রীদেরকে বিভিন্ন ক্যারিয়ার সম্পর্কে অবগত করেন এবং যার যার প্রতিভা অনুসারে কোন বিষয় নিয়ে অধ্যয়ন করলে লাভবান হবে সেই বিষয়ে উপস্থাপনা তুলে ধরা হয়। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকেও প্রতিনিধিরা ছাত্রছাত্রীদের পথ প্রদর্শন করে।

জোলাইবাড়িতে বিজেপির সাংগঠনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৭ এপ্রিল।। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে ৩৮ জোলাইবাড়ী মন্ডল বিজেপির উদ্দ্যোগে চলছে নানান কর্মসূচী। জোলাইবাড়ী বিধানসভাকেন্দ্রে বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির মন্ডল সভাপতি অজয় রিয়াং এর নেতৃত্বে বিজেপি ও আই পি এফ টির যৌথ প্রচেষ্টায় ১০ দিনের প্রচারে আই পি এফ টি মনোনিত প্রার্থী শুক্লাচরন নোয়াতিয়া জয় লাভ করেছেন। জয়লাভের পর জোলাইবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রের সার্বিক উন্নয়নে কাজ করেযাচ্ছে জনপ্রীয় বিধায়ক তথা মন্ত্রী শুক্লাচরন নোয়াতিয়া ও জোলাইবাড়ী বিধানকেন্দ্রের জনপ্রীয় মন্ডল সভাপতি অজয় রিয়াং। উন্নয়নের পাশাপাশি আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে জোলাইবাড়ী মন্ডলের অধীনে সব কয়টি বুথকে সশক্তিকরন করারলক্ষ্যে মাঠেনেমেপরেছে মন্ডল সভাপতি। মন্ডল সভাপতি অজয় রিয়াং এর নেতৃত্বে বৃহস্পতিবার জোলাইবাড়ী কমিউনিটি হলে ও ঠাকুরছড়া এলাকায় পৃথকভাবে বিজেপির কর্মী সমর্থকদের নিয়ে সাংগঠনিক আলোচনা সভার আয়োজন করাহয়। আজকের এই সাংগঠনিক আলোচনাসভার মাধ্যমে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি মনোনিত প্রার্থীকে বিপুল ভোটে জয়লাভ করার লক্ষ্যে কাজ করারজন্য অঙ্গীকার বদ্ধহন বিজেপির কর্মী সমর্থকরা। এই আলোচনা সভার মাধ্যমে সংগঠনকেও শক্তিশালী করে গড়ে তোলার বিভিন্ন দিকগুলো আলোচনা করাহয়। বিজেপির উদ্দ্যোগে আয়োজিত আজকের এই সাংগঠনিক আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন জোলাইবাড়ী মন্ডলের জনপ্রীয় মন্ডল সভাপতি অজয় রিয়াং, বিজেপির দক্ষিন জোলার সহ সভাপতি চাথই মগ, জোলাইবাড়ী ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান রবি নমঃ, ভাইস চেয়ারম্যান তাপস দত্ত সহ অন্যান্যরা।

'ধর্ম বাড়িতে করব, ভোট দেব নিজের অধিকারের স্বার্থে'', বার্তা অভিষেকের

আলিপুরদুয়ার, ২৭ এপ্রিল (হি. স.) : ''ধর্ম বাড়িতে করব, ভোট দেব নিজের অধিকারের স্বার্থে। এটা ঠিক করুন'', জনসংযোগ যাত্রার তৃতীয় দিনে আলিপুরদুয়ারের মঞ্চ থেকে এই বার্তা দেন তৃণমূলের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তৃণমূল সরকারের কর্মকাণ্ড তুলে ধরার পাশাপাশি বিরোধী শিবিরের নেতাদের এদিনও একহাত নিয়েছেন অভিষেক। তাঁদের উদ্দেশে ডায়মন্ড হারবারের সাংসদের বার্তা, ''আমি তো ৬০ দিন রাস্তায় আছি, আপনার ছ''দিন থাকুন।''

একই সঙ্গে আলিপুরদুয়ারের মানুষকেও অভিষেকের আহ্বান, ''আপনাদেরও বুঝতে হবে, ২০১৯-র নির্বাচনে আলিপুরদুয়ারে আমরা আশানুরূপ ফল করিনি। আমরা লোকসভায় হেরেছি। লোকসভায় যাঁকে জিতিয়েছিলেন, তাঁর টিকি খুঁজে পাননি। পরবর্তীকালে বিধানসভা ভোটে, আলিপুরদুয়ারের মানুষ ৫টি বিধানসভা আসনেই বিজেপিকে জিতিয়েছে। কারণ কী? আপনারা হয়তো ভেবেছিলেন, আগামী দিনে আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি মিলে আলাদা রাজ্য গড়বে বিজেপি এবং আপনারা অধিকার পাবেন। এখন আপনারা বুঝতে পারছেন, বিজেপিকে ভোট দেওয়া আর খাল কেটে কুমির আনা এক।''

এর পরই তাঁর আর্জি, ভবিষ্যতে যেন নিজেদের অধিকারের কথা মাথায় রেখেই ভোট দেন আলিপুরদুয়ারের মানুষ। অভিষেকের স্পষ্ট অভিযোগ, অতীতে ধর্মের নামে বিভাজন করে ভোট আদায় করেছিল বিজেপি। কিন্তু রান্নার গ্যাসের দামবৃদ্ধি থেকে সার্বিক মূল্যবৃদ্ধি এই বিষয়গুলির কথা মাথায় রাখা দরকার, মনে করান তিনি।

অভিষেক মনে করান, এখন ভারতের নানা প্রান্তে স্রেফ ধর্মের নামে নৈরাজ্য, অশান্তির সার্বিক বাতাবরণ তৈরি হয়েছে। তাঁর দাবি, মানুষ ধর্মের কথা ভেবে ভোট দিয়েছিলেন। তাই দেশব্যাপী এখন সেই উন্মাদনা চলছে। মানুষ ১০০ দিনের কাজের টাকার কথা ভেবে ভোট দেননি, খেদ অভিষেকের। তাঁর কথায়, ''আপনার বাড়ির টাকা, মোদী সরকার আটকে রেখেছে''। তাই আর্জি, ''আগামী দিনে পঞ্চায়েতে ভোটে এমন প্রার্থী বাছুন, যে দিল্লির বঞ্চনার বিরুদ্ধে লড়তে পারে।''

রানের গড়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে তেলিয়ামুড়া সেমিফাইনালে

তেলিয়ামুড়া:- ১৭০/৪(২০) সাব্রুম:- ৬৫/৬(২০)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ এপ্রিল।। বাজিমাৎ তেলিয়ামুড়ার। দুর্দান্ত জয় পেয়েছে সাব্রুম মহকুমা দলকে হারিয়ে। প্রথম ম্যাচে উদয়পুরের কাছে ১০ উইকেটে হেরে তেলিয়ামুড়ার অবস্থা যথেষ্ট সঙ্গীন হলেও কার্যত ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়েছে শেষ সময়ে। অপরদিকে বিশালগড়ের কাছে উদয়পুরের বিজয় রথ থেমে যাওয়ায় আখেরে তেলিয়ামুড়ার শেষ দুই ম্যাচে জয় দারুন কাজে এসেছে। চারদলীয় গ্রুপ লীগে তিন দলের পয়েন্ট সমসংখ্যক চার করে হলেও রানের গড়ের নিরিখে তেলিয়ামুড়া পেয়েছে সেমিফাইনালে খেলার ছাড়পত্র।

তেলিয়ামুড়ার রানের গড় ১.৮২৩, বিশালগড়ের ১.৭২২ এবং উদয়পুরের ১.২০০। তেলিয়ামুড়া সাব্রুমের ম্যাচ ছিল নরসিংগড়ে পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে। টস জিতে তেলিয়ামুড়া প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয় এবং নির্ধারিত ২০ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে ১৭০ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে দলনেতৃ প্রিয়াঙ্কা দাসের ৫০ রান, ওপেনার মমিতা দেবের ৪৩ রান এবং সেবিকা দাসের ৩১ রান উল্লেখযোগ্য।

সাব্রুম দলের পাইওরি মগ ৩০ রানে দুটি উইকেট পেয়েছে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে সাব্রুম ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। পৌষালীর দুর্দান্ত বোলিংয়ে সাব্রুমের ক্রিকেটাররা ব্যাট হাতে উইকেটে দাঁড়ালেও রান সংগ্রহ করতে পারেনি। ৬ উইকেট হারিয়ে ৬৫ রান সংগ্রহ করতে কুড়ি ওভার ফুরিয়ে যায়।

অতিরিক্ত ২৩ রান না পেলে মোট রান অর্ধশতকও হতো না। তেলিয়ামুড়ার পৌষালী দত্ত ৯ রানে ৪টি উইকেট তুলে নিয়ে দুর্দান্ত সাফল্যের পাশাপাশি প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায়। এছাড়া, সোমা পাল ও মন্দিরা দেবনাথ পেয়েছে একটি করে উইকেট।

উদয়পুরকে রুখে বিশালগড় জয়ী

দু-দলের ভাগ্যেই সেমিফাইনাল অধরা

উদয়পুর:-৮৯/৫(২০) বিশালগড়:-৯০/৪ (১০.৩)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ এপ্রিল।। জয় পেয়েও সেমিফাইনালে পৌঁছতে পারলোনা বিশালগড় মহকুমা। রান রেটে তেলিয়ামুড়া থেকে পিছিয়ে থেকে। রাজ্য সিনিয়র মহিলাদের টি-২০ ক্রিকেটে। এম বি বি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে বৃহস্পতিবার বিশালগড় মহকুমা ৪ উইকেটে পরাজিত করে উদয়পুর মহকুমাকে। উদয়পুরের গড়া ৮৯ রানের জবাবে বিশালগড় মহকুমা ৪ উইকেটে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। অত্যাধিক ধীর গতিতে ব্যাট করার খেসারত দিলো উদয়পুর মহকুমা। বড় স্কোর গড়তে ব্যর্থ হলো। গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে। কোথায় প্রত্যাশা ছিল জয়ের হ্যাটট্রিক করে লীগ চ্যাম্পিয়নের স্বীকৃতি নিয়ে সেমিফাইনালে খেলবে। সেস্থলে বিশালগড়ের কাছে হেরে চারদলীয় গ্রুপে রানের গড়ের নিরিখে একেবারে তৃতীয় স্থানে উদয়পুর। আজকের ম্যাচে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে মাত্র ৮৯ রান করতে সক্ষম হয় উদয়পুর মহকুমা। দুই ওপেনার পুষ্পরাধা জমাতিয়া এবং এঞ্জেল পাল ওপেনিং জুটিতে ৬০ বল খেলে যোগ করেন মাত্র ৩৮ রান। এখানেই পিছিয়ে পড়ে উদয়পুর মহকুমা। দলের পক্ষে পুষ্পরাধা জমাতিয়া ৫২ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৯,দলনায়িকা পূজা দাস ১৯ বল খেলে ১৮ রান এবং এঞ্জেল পাল ৩২ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৭ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৪ রান। বিশালগড়ের পক্ষে শিউলি চক্রবর্তী (৩/১৯) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে বিশালগড় মহকুমা ১০.৩ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। রান রেইট বাড়ানোর জন্য শুরু থেকেই মারমুখি ব্যাট করতে থাকেন ওপেনার অম্বিকা দেবনাথ। পরে শিউলি চক্রবর্তী দলের জয়ের রাস্তা পরিস্কার করে দেন। অম্বিকা ২৬ বল খেলে ৬ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৪২ এবং শিউলি ১৫ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৯ রান করেন। উদয়পুরের পক্ষে দলনায়িকা পূজা পাল (২/২৯) সফল বোলার।

নিয়ম রক্ষার ম্যাচে জয় দিয়ে লীগ অভিযান শেষ কমলপুরের

কৈলাশহর:- ৮৬/১০(১৯.৫) কমলপুর:- ৮৮/২(১৪.২)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ এপ্রিল।। নিয়ম রক্ষার ম্যাচে কমলপুর জয় পেয়েছে। হারিয়েছে কৈলাশহরকে আট উইকেটের বড় ব্যবধানে। তবে রাজ্য সিনিয়র মহিলা ক্রিকেটে তিন দলীয় গ্রুপ লীগে শান্তিরবাজার যথারীতি গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে সেমিফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে নিয়েছে। তবে শেষ ম্যাচে জয় দিয়ে লীগ অভিযান শেষ করে ঘরে ফেরার আনন্দটাই আলাদা। যেটা আজ কমলপুর ভোগ করেছে কৈলাশহরকে হারিয়ে।

খেলা ছিল নরসিংগড়ের পঞ্চায়েত গ্রাউন্ডে। সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে কমলপুর প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যাটিং এর আমন্ত্রণ পেয়ে কৈলাসহর নির্ধারিত ২০ ওভার শেষ হওয়ার এক বল আগে সব কটি উইকেট হারিয়ে ৮৬ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে ওপেনার জুলি চ্যাটার্জির ২৪ ও সুইটি সিনহার ১৭ রান উল্লেখযোগ্য। অতিরিক্ত খাতে ৩৫ রান তাদের স্কোর অনেকটা বাড়িয়ে দিয়েছে। কমলপুরের রুমা দাস ১২ রানে এবং নিবেদিতা দাস ১৪ রানে তিনটি করে উইকেট পেয়েছে। এছাড়া, বর্বিতা সিনহা পেয়েছে দুটি উইকেট ১৮ রানের বিনিময়ে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে কমলপুর দল ১৪.২ ওভার খেলে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করায় নেয়। দলের পক্ষে ওপেনার রূপাঞ্জনা চক্রবর্তী ৩১ রানে অপরাজিত থেকে দলকে জয় এনে দেয়।

তাছাড়া, পায়েল নমঃশূদ্র পেয়েছে ১৪ রান। অতিরিক্ত ৩৭ রান তাদের দ্রুত জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়। কৈলাশহরের সুইটি সিনহা ও পূজা ধর একটি করে উইকেট পেয়েছে।

অনূর্ধ-১৬ ও অনূর্ধ-১৯ স্পিন বোলার অন্বেষণে দুই দিনের ট্রায়াল ক্যাম্প

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ এপ্রিল।। পেস বোলারের পর এবার স্পিন বোলার অন্বেষণের কাজ শুরু করতে যাচ্ছে টিসিএ। ২০২৩-২৪ বিসিসিআই ক্রিকেট সেশন ইতোমধ্যে শুরু হতে যাচ্ছে। স্বাভাবিক কারণে জাতীয় আসরের জন্য রাজ্য দল গঠনের লক্ষ্যে প্রাথমিক উদ্যোগ হিসেবে পেস বোলারের মতো স্পিনার অন্বেষণের বিষয়টিও অত্যন্ত জরুরী বিষয়। স্পিন বোলার খোঁজার বিষয়টা সামনে রেখে ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আগামী ৩ ও ৫ মে দুই দিনের জন্য সারা রাজ্যব্যাপী ওপেন ট্রায়াল ক্যাম্পের আয়োজন করেছে। বিশেষ করে অনূর্ধ-১৯ ও অনূর্ধ-১৬ ইচ্ছুক স্পিন বোলাররা ওই দুই দিন নির্দিষ্ট তারিখ অনুযায়ী দায়িত্ব প্রাপ্ত স্পটার-এর কাছে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে। পশ্চিম জোনাল মহকুমা: সদর, মোহনপুর, খোয়াই, তেলিয়ামুড়া, জিরানিয়া, সোনামুড়া, বিশালগড়ের ক্রিকেটাররা এমবিবি স্টেডিয়ামে ৩রা মে সকাল ১০টায় উৎপল চ্যাটার্জী, দেবব্রত চৌধুরী ও বিশ্বজিৎ দে-র কাছে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে। একইভাবে, দক্ষিণ জোনাল মহকুমা: বিলোনিয়া, উদয়পুর, সাব্রুম, অমরপুর ও শান্তিরবাজারের ক্রিকেটাররা শান্তিরবাজারে বাইখোড়া ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল গ্রাউন্ডে ৩রা মে সকাল ১০টায় স্পটার পল্লব দাশগুপ্ত ও সুবল চৌধুরীর কাছে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে। সেন্ট্রাল জোনাল মহকুমা: আমবাসা, লংতরাইভ্যালি, গন্ডাছড়া, কমলপুর এবং উত্তর জোনাল মহকুমা: ধর্মনগর, কৈলাশহর, কাঞ্চনপুরের ক্রিকেটাররা ৫ই মে, সকাল ১০টায় কৈলাশহরে আর কে আই স্কুল গ্রাউন্ডে স্পটার পল্লব দাসগুপ্ত, দেবব্রত চৌধুরী ও কিশোর মুহুরীর কাছে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে। পাশাপাশি সবকটি মহকুমা সংস্থাকে বিষয়টি সঠিক প্রচারে আনার জন্যও টিসিএ-র সচিব তাপস ঘোষ এক বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি উল্লেখ করেছেন।

গার্লস স্কুল ফুটবলে শ্রেয়ার হ্যাটট্রিক স্পোর্টস স্কুল চ্যাম্পিয়ন, রানার্স খোয়াই

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ এপ্রিল।। দুর্দান্ত হ্যাট্রিক শ্রেয়া দেব-এর।

শ্রেয়ার তিন গোলেই চ্যাম্পিয়ন ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল। উদয়পুরে অনুষ্ঠিত অনূর্ধ ১৭ বছরের মেয়েদের রাজ্যভিত্তিক স্কুল ফুটবলে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল ৩-০ গোলে খোয়াই জেলা দলকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন খেতাব পেয়েছে। বিজিত খোয়াই পেয়েছে রানার্স খেতাব। বিজয়ী ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের পক্ষে শ্রেয়া দেব একাই তিনটি গোল করে দলকে জয়ী করার পাশাপাশি সেরা খেলোয়াড়ের স্বীকৃতিও জিতে নেয়।

উল্লেখ্য, বুধবার বিকেলে চন্দ্রপুর স্টেডিয়ামে প্রথম সেমিফাইনালে শক্তিশালী ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল ৭-০ গোলে পশ্চিম জেলা দলকে হারিয়ে ফাইনালে ওঠে। স্পোর্টস স্কুলের শ্রেয়া দেব তাতে হ্যাটট্রিক সহ পাঁচটি গোল করে।

এছাড়া, মেরিনা জমাতিয়া এবং কেয়া দেববর্মা একটি করে গোল করে।

অপর সেমিফাইনালে খোয়াই জেলা টাই ভেঙে ৫-৪ গোলে সিপাহিজলা জেলাকে পরাজিত করে ফাইনালে ওঠে। ওইদিন সকালেও হয় পাঁচটি ম্যাচ। কেবিআই মাঠে খোয়াই জেলা ৪-৩ গোলে গোমতি জেলাকে হারায়। চন্দ্রপুর স্টেডিয়ামের স্পোর্টস স্কুল ৪-০ গোলে উত্তর জেলাকে পরাজিত করে। সকালের দ্বিতীয় ম্যাচে পশ্চিম জেলা ৩-০ গোলে ধলাই জেলাকে এবং সিপাহীজলা জেলা ৪-০ গোলে ঊনকোটি জেলাকে পরাজিত করে। সকালের শেষ ম্যাচে খোয়াই জেলা ২-০ গোলে দক্ষিণ জেলাকে পরাজিত করে।

রাজ্য স্কুল হ্যান্ডবল মীটে খোয়াই-এর জয়জয়কার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ এপ্রিল।। পশ্চিম জেলার প্রাধান্যকে খর্ব করে দু-বিভাগে রাজ্য সেরা খোয়াই মহকুমা। রাজ্য অনূর্ধ-১৭ স্কুল হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতায়।

মহকুমার সরকারি স্কুল মাঠে বৃহস্পতিবার বিকেলে হয় বালক এবং বালিকাদের ফাইনাল ম্যাচ। দুবিভাগেই কার্যত একতরফা খেলে খেতাব জয় করে নেয় উদ্যোক্তা মহকুমা।

বালক বিভাগে খোয়াই জেলা ১-৭ গোলে গোমতি জেলাকে এবং বালিকা বিভাগে কোয়াই জেলা ১৮-১ গোলে পশ্চিম জেলাকে বিধ্বস্ত করে রাজ্য সেরার খেতাব জয় করে। এর আগে সকালে দুটি সেমিফাইনাল ম্যাচ হয়।

বালক বিভাগে গোমতি জেলা ১৩-৪ গোলে পশ্চিম জেলাকে এবং বালিকা বিভাগে পশ্চিম জেলা ৮-৫ গোলে সিপাহীজলা জেলাকে পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছিলো।

আসরকে ঘিরে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা গেছে ক্রীড়ামোদিদের মধ্যে।

PNIeT No: 08 / EE/CCD/PWD/2023-24, Dated. 25/04/2023

The Executive Engineer, Capital Complex Division, PWD (Buildings), Capital Complex, Agartala, West Tripura on behalf of the ' Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bid system from the eligible Central & State Public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/Firms/Private Ltd. Firm/Agencies of Appropriate Class registered with PWD/TTAADC/MES/CPED/Railway/Gov't Organization of other State & Central for the following work, Maintenance of Government residential building during the year 2023-24/SH: Repair/ Mtc. Of Type quarter (Type-III=43) at Kunjaban Township Quarter Complex, Agartala. For Details visit website https://tripuratenders.gov.in. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

DNIeT No: 08 /DNIT/ EE/CCD/PWD/2023-24

Estimated Cost: = 8,80,110.00 Earnest Money: 17,602.20 and Time for completion will be 365 (Three Hundred And Sixty five Days)

Last date & time for online Bidding: 17/05/2023 Upto 3.00 PM

ICA/C-264/23

Executive Engineer
Capital Complex Division, PWD(Buildings)
Agartala, West Tripura

Gomati Cooperative Milk Producers' Union Ltd.
Agartala Dairy ; P.O. Indranagar; Agartala 799006, Tripura
Phone (0381) 235-0419/3524; e-mail : tripuramilkunion@yahoo.com.

GMU/OFFICE VEHICLE/1{ 1s2-x1v/} 9, RG Dated 26.04.2023

SHORT QUOTATION FOR HIRING OF VEHICLE

Sealed Quotations are invited from lawful owners/organisations/firms or their authorized agent for providing 01 (one) number of Eeco (Maruti) (AC) for use cf the Gomati Cooperative Milk Producers Union Ltd., Agartala Dairy, Indranagar, Agartala. Quotation in sealed cover should be addressed to the Chief Managing Director, Gomati Cooperative Milk Producers Union Ltd., Agartala Dairy, Indranagar, Agartala, PIN - 799006 and should reach to the above address by Speed Post, Courier or by hand on or before 05-00 PM of 15.05.2023. The offers will be opened on 16.05.2023 at 03.00 p.m or next working day, at above office address. Quotation received after stipulated date and time will be rejected. The Make of the Vehicle should not be earlier than 2021. The rate of detention charge and per kilometer run etc. as per Delegation of Financial Powers Rules Tripura, 2019.

Other terms and conditions may be seen in the office Notice Board and website of GCMPUL (https://gomatimilkunion.com) or may collected from the office during office hours within 15.05.2023.

Chief Managing Director

ICA/C-260/23

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION

On behalf of the Governor of Tripura, the undersigned invites sealed quotation for procurement of various items for women SHGs as per table-1 of the detailed notice under Satchand R.D. Block, South Tripura during the financial Year 2023-24 from authorized dealer. The specification has to be mentioned by the supplier in a separate sheet along with their bid documents. Format for bid submission is given in Annexure-| of detailed notice. For detailed notice, terms and conditions, annexure-1 the SNIQ document may be downloaded from https://tripura.gov.in or https.//southtripura.nic.in.

The rate should be quoted both in figures & words as per prescribed pro-forma enclosed. The bidder has to attach D-Call amounting Rs.5,000/- (Rupees Five Thousand) only in favor of the Block Development Officer, Satchand R.D. Block, South Tripura from any Nationalized bank of India payable at TGB, Satchand along with the tender. The undersigned has the right to reject any quotation or contract or whole process at any time without assigning any reason.

The stated sealed quotation should be dropped in the Tender Box kept in the Chamber of the Block Development Officer, Satchand RD Block on and from 04/05/2023 to 11/05/2023 (except Govt. holidays) up to 3:00 PM (office hours and days only). The tender will be opened on the last day i.e., on 11/05/2023 at 3:30 PM in the presence of the bidders or authorized representatives who are willing to remain present at the time of opening of the Tender.

ICA/C-256/23

Block Development Officer
Satchand RD Block, South Tripura

জাগরণ 28 April 2023, Friday আগরতলা ২৮ এপ্রিল, ২০২৩ ইং, ■ ১৪ বৈশাখ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ,শুক্রবার

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com

■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

আগরতলায় ভারত-বাংলা বৈশাখী মৈত্রী শোভাযাত্রা উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র‍্যালি অনুষ্ঠিত। ছবি নিজস্ব।

চিফ মিনিস্টার্স সিভিল সার্ভিস পুরস্কার

শ্রেষ্ঠ জেলার পুরস্কার পাচ্ছে সিপাহীজলা ও দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ এপ্রিল।। সিভিল সার্ভিস ডে ২০২৩ উপলক্ষে চিফ মিনিস্টার্স সিভিল সার্ভিস পুরস্কার প্রাপকদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। এবছর বিশেষ পারদর্শিতার জন্য সরকারি দপ্তর, জেলা, ব্লক, গ্যাজেটেড অফিসার ও নন গ্যাজেটেড অফিসার ক্যাটাগরিতে এই পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে। সেরা পারফরমেন্সের জন্য দপ্তর, জেলা ও ব্লকগুলিকে শংসাপত্র ও মারক দেওয়া হবে। গ্যাজেটেড অফিসার ও নন গ্যাজেটেড অফিসার ক্যাটাগরিতে কর্মরতদের শংসাপত্র এবং ২৫ হাজার ও ১০ হাজার টাকা করে পুরস্কার দেওয়া হবে।

এবছর দপ্তরগুলির মধ্যে সেরা পুরস্কার পাচ্ছে গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশন। মহিলা স্বসহায়ক দলগুলিকে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে মহিলাদের স্বশক্তিকরণে বিশেষ ভূমিকার জন্য তাদের সেরা দপ্তরের পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে। দপ্তরের ক্ষেত্রে যুগ্মভাবে দ্বিতীয় পুরস্কার পাচ্ছে শিক্ষা দপ্তর ও তথ্য প্রযুক্তি দপ্তর। বিদ্যাজ্যোতি স্কুলের মতো প্রকল্প রূপায়ণে বিশেষ ভূমিকা নেওয়ায় শিক্ষা (বিদ্যালয়) দপ্তর, ত্রিপুরায় বেনিফিসিয়ারি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (বিএমএস) রূপায়ণে অগ্রণী ভূমিকা নেওয়ায় তথ্য প্রযুক্তি দপ্তর এই পুরস্কার পাচ্ছে। ত'তীয় সেরা দপ্তরের পুরস্কার পাচ্ছে বন দপ্তর। পরিবেশগত নিরাপত্তা রক্ষায় বিশেষ ভূমিকার জন্য বন দপ্তর এই পুরস্কার পাচ্ছে। এমজিএন রেগা, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-গ্রামীণ, স্বচ্ছ ভারত মিশন, ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশনের মতো কেন্দ্রীয় প্রকল্প রূপায়ণে এবং প'ায়েত স্তরে বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণে বিশেষ ভূমিকা নেওয়ার জন্য সিপাহীজলা জেলা ও দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলাকে যৌথভাবে শ্রেষ্ঠ জেলা এবং ঊনকোটি জেলাকে দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ জেলার পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে। ব্লকগুলির ক্ষেত্রে ঋষ্যমুখ ব্লক, তেপানিয়া ব্লক ও আমবাসা ব্লককে এবছর সেরা তিনটি ব্লকের পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে।

শিশু ও কিশোরীদের জন্য তৈরি দিয়াবাতি প্রকল্প রূপায়ণে বিশেষ ভূমিকা নেওয়ার জন্য সিপাহীজলা জেলার তৎকালীন জেলাশাসক ও সমাহর্তা বিশ্বশ্রী বি এবং সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের ডিস্ট্রিক্ট প্রোগ্রাম অফিসার ড. চন্দ্রানি বিশ্বাস যুগ্মভাবে শ্রেষ্ঠ গ্যাজেটেড অফিসারের পুরস্কার পাচ্ছেন। তাছাড়া এমজিএন রেগা প্রকল্পের অর্থ যথাযথ রূপায়ণে বিশেষ ভূমিকা নেওয়ার জন্য ডিস্ট্রিক্ট প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর (জেলাশাসক ধলাই জেলা) গোভেকার ময়ূর রতিলাল এবং ধলাই জেলায় শিশু ও মায়ের যত্নের বিষয়ে অন্যান্য দপ্তরগুলির সঙ্গে সমন্বয়ে বিশেষ ভূমিকা নেওয়ার জন্য ধলাই জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. চিতন দেববর্মা এবং টিসিএস আধিকারিক তথা অ্যাসপিরেশনাল ডিস্ট্রিক্ট প্রোগ্রাম ধলাই জেলার শাখা আধিকারিক গিদন মলসম এবছর চিফ মিনিস্টার্স সিভিল সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড পাচ্ছেন। নেশামুক্তি অভিযানে বিশেষ ভূমিকা নেওয়ার জন্য পশ্চিম জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (গ্রামীণ) প্রিয়া মাধুরী মজমদারও এবছর এই পুরস্কার পাচ্ছেন।

এছাড়াও বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ দক্ষতা দেখানোয় আরও তিনজন গ্যাজেটেড অফিসার এবছর এই পুরস্কার পাচ্ছেন। এমজিএন রেগায় গ্রামীণ রাস্তা নির্মাণে বিশেষ ভূমিকা নেওয়ায় উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা নাগেশ কুমার বি ও শকুন, বন্য হাতি সংরক্ষণে বিশেষ ভূমিকা নেওয়ায় ডিএফও খোয়াই ড. নিরজ কুমার চ'ল এবং বিভিন্ন সময়ে নিজ ক্ষেত্রে সরকারি দায়িত্ব পালনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেওয়ায় পরিকল্পনা দপ্তরের উপঅধিকর্তা নন্দকুমার পানিক্কর এবছরের চিফ মিনিস্টার্স সিভিল সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড পাচ্ছেন।

নন গ্যাজেটেড ক্যাটাগরিতে কর্মরত যে সমস্ত কর্মচারি এবছর চিফ মিনিস্টার্স সিভিল সার্ভিস অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত হচ্ছেন তারা হচ্ছেন রাজস্ব দপ্তরের ইউডিসি বিদ্যুৎ হোসেন, চড়িলাম ব্লকের রংমালা এডিসি ভিলেজের ভিলেজ সেক্রেটারি বিজয় দেববর্মা এবং কাঁঠালিয়া ব্লকের ফিসারি অ্যাসিস্টেন্ট সুপ্রভা দে। রাজ্য সরকারের সাধারণ প্রশাসন দপ্তরের পক্ষ থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

পদ্মবিল ব্লক পরিদর্শনে সংখ্যালঘু কল্যাণ মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ এপ্রিল।। রাজ্যে সব অংশের মানুষের কল্যাণে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ সময়মত এবং সঠিকভাবে রূপায়ণ করতে বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক ও কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন টিআরপি ও পিটিজি এবং সংখ্যালঘু কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া। তিনি আজ পদ্মবিল ব্লক পরিদর্শনে আসেন ও বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক ও কর্মচারিদের নিয়ে বৈঠক করেন। বৈঠকে তিনি বলেন, জনজাতি অধ্যুষিত অনেক এলাকা এখনও পিছিয়ে রয়েছে। এই এলাকাগুলির উন্নয়নে বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন পদ্মবিল ব্লক পরামর্শদাতা কমিটির চেয়ারম্যান তথা প্রাক্তন বিধায়ক প্রশান্ত দেববর্মা, বিডিও স্বরূপা রিয়াং সহ অন্যান্য আধিকারিকগণ। বৈঠকে পদ্মবিল ক'ষি ও ক'ষক কল্যাণ আধিকারিক জানান, গত অর্থবছরে ব্লক এলাকায় সাবমিশন অন এগ্রি মেকানাইজেশন প্রকল্পে ১৩ জন ক'ষককে ভর্তুকীতে ১টি করে পাওয়ারটিলার প্রদান করা হয়। বনাধিকার আইনে পা-প্রাপক ১০ জন ক'ষককে ১টি করে পাওয়ার উইডার, ১টি করে পাম্পসেট, বাস কাটার, স্পে মেশিন দেওয়া হয়। ব্যাটারী চালিত স্পে মেশিন দেওয়া হয়েছে ৬ জনকে। ৭ জন ক'ষককে ১টি করে পেডি থেসার প্রদান করা হয়। প্রধানমন্ত্রী ক'ষি সি'াই যোজনায় ৩ জনকে ৩টি পুকুর খনন করে দেওয়া হয়। প্রতিটি পুকুর খননে ৯০ হাজার টাকা করে ব্যয় হয়। ১০ জন ক'ষককে ১টি করে পাম্পসেট প্রদান করা হয়। ৫ জন ক'ষককে জমিতে জলসেচের জন্য ডিপ ইরিগেশন করে দেওয়া হয়। ব্লক এলাকার ১১৯ জন ক'ষককে কিষান ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ক'ষি ঋণ প্রদান করা হয়। জাতীয় খাদ্য মিশন প্রকল্পে ৫ জন ক'ষককে ৪ হেক্টর ভূ-া চাষের আওতায় আনা হয়। রাষ্ট্রীয় ক'ষি বিকাশ যোজনায় ব্লক এলাকার ১২ জন সুবিধাভোগীকে ভর্তুকীতে ১২টি পাওয়ারটিলার প্রদান করা হয়। ১ জন সুবিধাভোগীকে ১টি পাম্পসেট প্রদান করা হয়।

বৈঠকে পদ্মবিল ব্লক ডিডব্লিউএস দপ্তরের আধিকারিক জানান, জল জীবন মিশন প্রকল্পে ব্লক এলাকায় এখন পর্যন্ত ৭ হাজার ৪৪৮টি পরিবারকে পরিশ্রুত পানীয়জলের সংযোগ প্রদান করা হয়। পদ্মবিল ব্লক বন আধিকারিক জানান, ব্লক এলাকায় গত অর্থবছরে ২৬৫ হেক্টর বাগান করা হয়েছে। এরমধ্যে মিশ্র বনায়ন ১৩০ হেক্টর, বাঁশ ৫৫ হেক্টর, সেগুন বাগান করা হয়েছে ৮০ হেক্টর। চলতি অর্থবছরে ব্লক এলাকায় ২৬৪ হেক্টর জমিতে বনায়ন করা হবে। এছাড়া বনাধিকার আইনে পা-া প্রাপক সুবিধাভোগীদের আগর, সুপারি, ভূ-া, আদা, লেবু সহ মোট ৪৫ হেক্টর বাগান করে দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। বৈঠকে পদ্মবিল মৎস্য আধিকারিক কার্যালয়ের প্রতিনিধি জানান, গত অর্থবছরে ব্লক এলাকায় ৮০৮ জন সুবিধাভোগী পরিবারকে মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর পরিবার যোজনার মাধ্যমে মাছ চাষের আওতায় আনা হয়েছে। প্রাণীসম্পদ বিকাশ কার্যালয়ের আধিকারিক জানান, গত অর্থবছরে মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর পরিবার যোজনা প্রকল্পের মাধ্যমে ব্লক এলাকার ৪৬১টি পরিবারকে পোল্টি মোরগ, ১৫৩টি পরিবারকে হাঁস ও ১০০টি পরিবারকে শূকর পালনের আওতায় আনা হয়েছে। বৈঠকে ক'ষি, প্রাণীসম্পদ, ডিডব্লিউএস, বন সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক ও কর্মীগণ উপস্থিত ছিলেন।

এনআইটি আগরতলার পক্ষ থেকে ইসরোকে বায়ু দূষণ পরিমাপক যন্ত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ এপ্রিল।। এনআইটি আগরতলার পক্ষ থেকে আজ এক অনুষ্ঠানে ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থার প্রতিনিধির হাতে একটি বায়ু দূষণ পরিমাপক যন্ত্র তুলে দেওয়া হয়। বিশ্বেশ্বরাইয়া অডিটোরিয়ামে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে এনআইটি আগরতলার ডিরেক্টর অধ্যাপক হরিশ কুমার শর্মা এই যন্ত্রটি ইসরোর প্রতিনিধির হাতে তুলে দেন। এনআইটি আগরতলা ইলেকট্রনি' এণ্ড কমিউনিকেশন ই'নীয়ারিং ডিপার্টমেন্টের সহকারি অধ্যাপক ড. মিত্রবরুণ সরকারের তত্ত্বাবধানে ছোট আকারে ও বহনযোগ্য এই বায়ু দূষণ পরিমাপক যন্ত্রটি তৈরি করা হয়েছে।

এই অনুষ্ঠানে সবাইকে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য রাখেন এনআইটি আগরতলার ডিরেক্টর অধ্যাপক হরিশ কুমার শর্মা। যন্ত্রটির বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে ড. মিত্রবরুণ সরকার জানান, উদ্ভাবিত এই যন্ত্রটি অনেক কম দামে পাওয়া যাবে। যেকোন জায়গায় বহনযোগ্য এই যন্ত্রটির দাম হবে প্রায় ১০ হাজার টাকা। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ইসরোর প্রতিনিধি এন সুধীর কুমার, ড. এস পি আগরওয়াল প্রমুখ। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন এনআইটি আগরতলার ডিন ড. অজয় কুমার দাস। অতিথিগণ এনআইটি আগরতলার ক্যাম্পাসটি পরিদর্শন করেন।

রাজ্যের অর্থনৈতিক বিকাশে কৃষিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে : কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ এপ্রিল।। রাজ্যের অর্থনৈতিক বিকাশে কৃষি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলিতে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। সরকারের মূল লক্ষ্য আত্মনির্ভর ত্রিপুরা গড়ে তোলা। খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ম্ভর হতে না পারলে সরকারের এই প্রচেষ্টা সফল হবে না। আজ পানিসাগর মহকুমার বিলথৈ দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে ঊনকোটি ও উত্তর ত্রিপুরা জেলাভিত্তিক খারিফ অভিযান ২০২৩-এর সূচনা করে কৃষি ও কৃষক কল্যাণমন্ত্রী রতনলাল নাথ একথা বলেন। অনুষ্ঠানে কৃষিমন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্যের মোট জিএসডিপির ৪৩ শতাংশ আসে কৃষিক্ষেত্র থেকে। তাই রাজ্য সরকার ক'ষির বিকাশ ও ক'ষকের কল্যাণে বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়েছে। তিনি বলেন, রাজ্যের প্রতিটি জেলা খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ম্ভর হতে পারলে ত্রিপুরাকে আত্মনির্ভর রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলা সক্ষম হবে।

অনুষ্ঠানে কৃষিমন্ত্রী বলেন, কৃষকদের আয় বৃদ্ধি করার জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়িত হচ্ছে। এই সমস্ত প্রকল্পের সুযোগ প্রান্তিক এলাকার কৃষকদের কাছে পৌছে দেওয়া হচ্ছে। এতে কৃষকদের আয় বেড়েছে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি ভবতোষ দাস, ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দ দাস, বিধায়ক যাদবলাল নাথ, ক'ষি দপ্তরের অধিকর্তা শরদিন্দ দাস, উদ্যানপালন ও ভূমি সংরক্ষণ দপ্তরের অধিকর্তা ড. ফণীভূষণ জমাতিয়া, উত্তর ত্রিপুরা জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক ও সমাহর্তা বিপ্লব দাস।

আগরতলায় ভারত-বাংলা বৈশাখী মৈত্রী শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ এপ্রিল।। জারা ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার সকালে লোকসংস্কৃতির ভাবধারায় ভারত-বাংলা বৈশাখী মৈত্রী শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। শোভাযাত্রাটি রবীন্দ্র ভবনের সামনে থেকে শুরু হয় শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। উপস্থিত ছিলেন মেয়র দীপক মজুমদার। তিনি বলেন, এই শোভাযাত্রার মূল উদ্দেশ্য হলো ভারত এবং বাংলাদেশ সংস্কৃতি তুলে ধরা। এর পাশাপাশি পর্যটন কেন্দ্রের প্রচার করা। এই ধরনের কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে দুদেশে মৈত্রী আরো বেশি সুদীঢ় হবে। অর্থাৎ যে উদ্দেশ্যে এই কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে সেটা সফল হবে বলে আশা ব্যক্ত করেন মেয়র।

কৈলাসহর শহর উন্নয়নে গুচ্ছ পরিকল্পনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ এপ্রিল।। রাজ্যের নগর উন্নয়ন দপ্তরের আর্থিক সাহায্যে কৈলাসহরের শহর উন্নয়নে একগুচ্ছ পরিকল্পনা নিয়ে মাঠে নামলেন রাজ্য নগর উন্নয়ন দপ্তরের অধিকর্তা তমাল মজুমদার, কৈলাসহর পুর পরিসদের চেয়ারপার্সন চপলা রানী দেবরায়, ভাইস চেয়ারম্যান নীতিশ দে। কৈলাসহর শহরের নগর উন্নয়ন দপ্তরের অধিকর্তা তমাল মজুমদারের নেতৃত্বে দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিকরা কৈলাসহরে এসে কৈলাসহর পুর পরিসদের কনফারেন্স হলে এক বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকে নগর উন্নয়ন দপ্তরের অধিকর্তা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পুর পরিসদের চেয়ারপার্সন চপলা রানী দেবরায়, ভাইস চেয়ারম্যান নীতিশ দে, কাউন্সিলর সিকিম সিনহা, জয়দ্বীপ দাস, কৈলাসহরের ভারপ্রাপ্ত মহকুমা শাসক নব কুমার জমাতিয়া সহ আরও অনেকে। বৈঠকের শুরুতেই নগর উন্নয়ন দপ্তরের অধিকর্তাকে সংবর্ধনা প্রদান করেন পুর পরিসদের চেয়ারপার্সন চপলা রানী দেবরায়। বৈঠকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে নগর উন্নয়ন দপ্তরের অধিকর্তা তমাল মজুমদার বলেন যে, কৈলাসহর শহরের গোবিন্দপুর এলাকার কলেজের পাশের পরিত্যক্ত বড় পুকুরটিকে সংস্কার করে সৌন্দর্যায়ন করা হবে। পুকুরটিকে সৌন্দর্যায়ন করার পর নতুন এক পর্যটন কেন্দ্র গড়ে উঠবে। তাছাড়া কৈলাসহর শহরে একটি মার্কেট হাব গড়ে তোলা হবে। সম্প্রতি কৈলাসহর পুর পরিসদের পক্ষ থেকে শহরের পাইতুরবাজার এলাকায় ঊনিশ গন্ডা জায়গা ক্রয় করা হয়েছিলো। সেই জায়গায় মার্কেট হাব গড়ে তোলা হবে। এছাড়া কৈলাসহর শহর এলাকার এবং শহরের বাড়ি ঘরের নোংরা আবর্জনা নির্দিষ্ট স্থানে ফেলার জন্য কৈলাসহর শহর থেকে দশ কিলোমিটার দূরে জলাই গ্রামের একটি জায়গা ঠিক করা হয়েছিলো। সেই জায়গায় শহরের বর্জ্য পৃথকীকরণ সেন্টার গড়ে তোলা হবে। এই বর্জ্য পৃথকীকরণ সেন্টারে সার উৎপাদন করা হবে এবং প্লাস্টিক সহ লোহার বিভিন্ন আইটেম তৈরি করা হবে। যা পরবর্তী সময়ে এই বর্জ্য পৃথকীকরণ সেন্টার থেকে সার, প্লাস্টিক এবং লোহার বিভিন্ন আইটেম বিক্রি করে কৈলাসহর পুর পরিসদ আর্থিক ভাবে সমৃদ্ধ হবে। এবং এই বর্জ্য পৃথকীকরণ কেন্দ্রে বেকার যুবক যুবতীদের কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থাও হবে বলে জানান নগর উন্নয়ন দপ্তরের অধিকর্তা তমাল মজুমদার। পুর পরিসদের কনফারেন্স হলের বৈঠকে এই কথাগুলো বলে কলেজের পুকুরটি, মার্কেট হাবের জন্য শহরের পাইতুরবাজারের জায়গাটি এবং জলাই গ্রামের নবনির্মিত বর্জ্য পৃথকীকরণ কেন্দ্রটি পরিদর্শনে আধিকারিকরা যান। পরিদর্শনে উপস্থিত ছিলেন পুর পরিসদের চেয়ারপার্সন চপলা রানী দেবরায়, ভাইস চেয়ারম্যান নীতিশ দে, নগর উন্নয়ন দপ্তরের অধিকর্তা তমাল মজুমদার, কাউন্সিলর সিকিম সিনহা সহ আরও অন্যান্য আধিকারিকরা।

কৈলাসহরে শিব মন্দিরে প্রাণামী বাক্স ভেঙ্গে চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ এপ্রিল।। কৈলাসহরের প্রায় দুইশো বছরের পুরোনো উত্তর কাচারঘাট-স্থিত পুরাতন কালিবাড়ির শিব মন্দির থেকে প্রণামী বাক্স ভেঙ্গে গতকাল গভীর রাতে টাকা চুরি করে নিয়ে যায় চোরের দল। আজ সকালে পুরোহিত পূজা করতে এলে উনার চোখে পড়ে। পুরোহিতশিব মন্দিরের প্রণামী বাক্স ভাঙ্গা দেখে এলাকাবাসীদের ডাক দেন এবং পরবর্তী সময়ে এলাকাবাসীরা উক্ত বিষয় নিয়ে কৈলাসহর থানায় জানালে কৈলাসহর থানার পুলিশ গিয়ে তদন্ত শুরু করে। এক সাক্ষাৎকারে কৈলাশহর পুরপরিষদের অধীনে কাচরঘাট ৪ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জয়দীপ দাস বলেন, এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে কৈলাশহর থানায় উক্ত বিষয় নিয়ে একটি ডেপুটেশন প্রদান করা হবে। তবে এইভাবে মন্দির থেকে টাকা চুরি করা নিয়ে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে গোটা কৈলাসহরে।

মেলাঘর মোটরস্ট্যান্ডে দুস্কৃতিদের আক্রমণে গুরুতর অহত কংগ্রেস কর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ এপ্রিল।। মেলাঘর মোটর স্ট্যান্ডে আক্রান্ত হল এক কংগ্রেস কর্মী। আক্রান্ত কংগ্রেস কর্মীর নাম আবুল হোসেন। তাকে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে মেলাঘর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করছে। মেলাঘর মোটরস্ট্যান্ডে কংগ্রেস কর্মী আবুল হোসেনকে আক্রমণ করেছে দুষ্কৃতিকারী। ঘটনার বিবরণে জানা যায় মেলাঘর লাল মিয়া চৌমুহনী সংলগ্ন এলাকার মৃত আলী মিয়ার ছেলে আবুল মিয়া মেলাঘর মোটরস্ট্যান্ডে চায়ের দোকানে বসে চা খাচ্ছিল। ঠিক ওই সময়ে পিছন দিক থেকে এসে আবুল হোসেনকে দুষ্কৃতিকাররা এলোপাথাড়ি কিল, ঘুষি,লাথি ও কাঠের টুকরো দিয়ে মারতে থাকে। ঘটনাস্থল থেকে আবুল হোসেনকে কিছু শুভবুদ্ধি সম্পন্ন লোক উদ্ধার করে মেলাঘর হাসপাতালে নিয়ে আসে। এ বিষয়ে দুষ্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে নাম ধাম দিয়ে মেলাঘর থানা মামলা করা হয়েছে। তবে সে একজন কংগ্রেসের একনিষ্ঠ কর্মী। ঘটনার সংবাদ ছড়িয়ে পড়তে এলাকার জনগণের তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তক্রমে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে।

ধর্মনগর চন্দ্রপুরস্থিত অযাচক আশ্রমে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ এপ্রিল।। সাতাশে এপ্রিল বৃহস্পতিবার ধর্মনগর চন্দ্রপুরস্থিত অযাচক আশ্রমে স্বেচ্ছায় এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। ধর্মনগর অযাচক আশ্রমের আঞ্চলিক সংগঠন সম্পাদক ভগবান চন্দ্র নাথ জানান আজ ২৭শে এপ্রিল শ্রী শ্রী স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেব এবং মামনি শ্রী শ্রী মহা সন্ন্যাসিনী সংহিতা দেবীর পূর্ণ মহাসমাধি দিবস উপলক্ষে অযাচক আশ্রমের ভক্তরা এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেন। উক্ত রক্তদান শিবিরে আশ্রমের ভক্তরা ছাড়াও অগণিত ধর্মনগরবাসী অংশ নেয় বলে জানান সংগঠন সম্পাদক। রক্তদান শিবিরে সহযোগিতায় ছিলেন ভলান্ডারি ব্লাডনাস এসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা। উপস্থিত ছিলেন অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি চম্পু সোম সহ অ্যাসোসিয়েশনের অন্যান্য সদস্যরা।এছাড়া রক্তদান শিবিরে চিকিৎসক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডাক্তার এন, এইচ, ভৌমিক সহ স্বাস্থ্য দপ্তরের আরো অন্যান্য চিকিৎসা কর্মীরা। স্বাস্থ্য শিবিরে স্বেচ্ছায় মোট ২৭ জন রক্তদাতা রক্তদান করে। রক্তদাতাদের মধ্যে রয়েছেন ২৪ জন পুরুষ এবং তিনজন মহিলা।

ধর্মনগরে সংস্কৃতি বলয়ের উদ্যোগে বৈশাখী উৎসব অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ এপ্রিল।। আগামী ২৯ এপ্রিল থেকে ধর্মনগর সংস্কৃতি বলয়ের উদ্যোগে ধর্মনগর অর্ধেন্দু ভট্টাচার্য স্মৃতি শত বর্ষ মঞ্চে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে বৈশাখী উৎসব। রয়েছে নৃত্য, কবিতা, গান, তবলার লহরী এবং ভিন্ন স্বাদের অংকন প্রতিযোগিতা। মূলত বাংলা ভাষাকে আরো জনপ্রিয় করে তোলা এই প্রতিযোগিতার মূল লক্ষ্য। আজকাল ঘরের ছেলেমেয়েরা শুধুমাত্র দলগতভাবে তাদের পারদর্শিতা দেখাচ্ছে। কিন্তু যার যার বিভাগে একা পারফরম্যান্স দেখানোর মতো সুযোগ থাকছে না। এই প্রতিযোগিতা এই সুযোগ করে দিচ্ছে। ১২ মে রয়েছে অভিভাবকদের নিয়ে একটি পরামর্শ মূলক সভা।এই সভায় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থার পৃষ্ঠপোষকরা তাদের মতামত ব্যক্ত করবেন। ১৪ মে ধর্মনগরের বিবেকানন্দ সার্থ শতবার্ষিকী ভবনে যারা বিভিন্ন বিভাগে প্রথম হবে তাদেরকে নিয়ে মূল অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন। শুধুমাত্র ধর্মনগর মহকুমা নয় ,এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করছে পানিসাগর, কুমারঘাট ,কৈলাশহর থেকে বিভিন্ন বিভাগের শিল্পীরাও।ধর্মনগরের অর্ধেন্দু ভট্টাচার্য স্মৃতিভবনে দুপুর দুইটায় ধর্মসংস্কৃতি বলয়ের উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানানো হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সভাপতি বাপ্পা চক্রবর্তী, সম্পাদক স্বরূপ ঘোষ, কোষাধ্যক্ষ পুণ্যশ্রী ঘোষ, অফিস সেক্রেটারি অনির্বাণ চক্রবর্তী সহ অন্যান্যরা।

নেশা সামগ্রী সহ আটক এক যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ এপ্রিল।। নেশা বিরোধী অভিযানে আবারও সাফল্য পেয়েছে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ ।গোপন সংবাদের ভিত্তিতে হাওয়াইবাড়ি নাকা পয়েন্টে অভিযান চালিয়ে গাড়িতে থাকা সাবানের বাক্সের মধ্যে ১০ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ পনেরো হাজার টাকা নগদ অর্থ উদ্ধার করেছে পুলিশ। সাথে গাড়ির চালককেও আটক করা হয়েছে বলে তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক প্রসূন কান্তি ত্রিপুরা জানিয়েছেন।

তিনি জানিয়েছেন, গোয়েন্দা সূত্রে খবর আসে বৃহস্পতিবার সকালে টিআর০৬এ০৪৭৩ নম্বরের গাড়ি করে বিপুল পরিমাণ নেশা সামগ্রী আগরতলা থেকে তেলিয়ামুড়ায় পাচার হবে। সেই মোতাবেক আজ সকাল আনুমানিক সাড়ে ৯ টা নাগাদ তেলিয়ামুড়া হাওয়াইবাড়ির নাকা পয়েন্টে উৎ পেতে বসে থাকে পুলিশ। নাকা পয়েন্টে গাড়িটি আসা মাত্র আটক করা হয়েছে। গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে সাবানের বাক্সের মধ্যে ১০ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ নগদ ১৫ হাজার টাকা উদ্ধার করেছে। উদ্ধার ব্রাউন সুগারের বাজার মূল্য প্রায় ৪০-৫০ হাজার টাকা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। সাথে তিনি যোগ করেন, গাড়ির চালক চাকমাঘাটের বাসিন্দা জাহিদ মিয়াকে আটক করা হয়েছে। ইতিমধ্যে গর্ণধষণ মামলায় জড়িত রয়েছে জাহিদ। বর্তমানে জামিনে ছিল বলে জানান মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ।তাছাড়াও তার বিরুদ্ধে নেশা সামগ্রী পাচারের অভিযোগ রয়েছে, বলেন তিনি। এখন তেলিয়ামুড়ার থানার পুলিশ তার বিরুদ্ধে এনডিপিএস ধারায় মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করছে।

২৯ এপ্রিল খোয়াইয়ে সাংসদ স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ এপ্রিল।। আগামী ২৯ এপ্রিল খোয়াই নতুন টাউন হলে সাংসদ স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হবে। শিবিরে রাজ্য ও বহির্রাজ্যের বিশেষ' চিকিৎসকগণ রোগীদের চিকিৎসা করে প্রয়োজনীয় ওষুধ দেবেন। সাংসদ স্বাস্থ্য শিবির সফল করে তোলার জন্য আজ খোয়াই মহকুমা শাসকের অফিস কক্ষে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। খোয়াই জিলা পরিষদের সভাধিপতি জয়দেব দেববর্মার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী, জিলা পরিষদের সহকারি সভাধিপতি হরিশংকর পাল, জিলা পরিষদের কর্ম বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি সুবত মজমদার, খোয়াই মহকুমার মহকুমা শাসক বিজয় সিনহা, খোয়াই জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. নির্মল সরকার, জেলা হাসপাতালের সুপার ডা. রাজেশ দেববর্মা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

উমাকান্ত একাডেমীর এনএসএস ইউনিটের উদ্যোগে শুরু বিশেষ রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ এপ্রিল।। উমাকান্ত একাডেমীর এন এস এস ইউনিটের উদ্যোগে শুরু হয়েছে বিশেষ রক্তদান শিবির। বৃহস্পতিবার তারই অঙ্গ হিসাবে স্কুল প্রাঙ্গণে আয়োজন করা হয় রক্তদান শিবিরের। শিবিরের উদ্বোধন করেন মন্ত্রী টিঙ্কু রায়। উপস্থিত ছিলেন মেয়র দীপক মজুমদার, স্কুলের প্রধান শিক্ষক সহ অন্যান্যরা। শিবিরের সূচনা করে মন্ত্রী টিঙ্কু রায় বলেন রাজ্যে রক্তদান জন আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে রাজ্যব্যাপী হচ্ছে রক্তদান শিবির। তবে এই আয়োজন যাতে নিরন্তর চলতে থাকে। এই আয়োজন যাতে থেমে না যায় তার আহ্বান জানান মন্ত্রী টিঙ্কু রায়।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।